১৮৭৭ সালের ১০ দশম আইন।

সূচীপত্র।

B. L. 1453

হেতুবাদ।

পরিভাষা।

১। সংক্ষেপ নামের কথা। যে অবধি প্রচলিত হইবে। ব্যাপকতার কথা। ২। অর্থ করণের ধারা। ৩। যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা। পূর্ব্ব প্রকাশিত আইনে উল্লেখ হওয়ার কথা। ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যায় তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী প্রবল রাখিবার কথা। ৪। অযোধ্যা ও পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ ও বর্ম্মাদেশ সম্পর্কীয় কোনং আইন প্রবল রাখিবার কথা। ৫। মফঃস্বলের ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালতের প্রতি যেং ধারা খাটে তাহার কথা। ৬। বিচারাধিপত্য ও কার্য্যপ্রণালী রক্ষার কথা। (ক) সৈনিক কোর্ট রিকেষ্টের। (খ) বোম্বাইয়ে ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত সৈনিকদের। (গ) মান্দ্রাজের গ্রামের মুনসেফদের ও গ্রামের পঞ্চায়তদের কথা। (ঘ) রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেব যোত্রহীনদের আদালতস্বরূপ অধি-বিষ্ট হইলে তাঁহার কথা। ৭। বোম্বাইয়ের কোন আইন প্রবল রাখিবার কথা। ৮। রাজধানীর ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালতের প্রতি বিশেষমতে বর্ত্তান না গেলে এই আইন না বর্ত্তিবার কথা। ৯। আইনের ভাগের কথা।

প্রথম ভাগ।

মোকর্দ্দমার সাধারণ বিধি।

---

১ প্রথম অধ্যায়।

আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ক কথা।

১০। বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন ব্যক্তির আদালতের এলাকার বহির্ভূত না হওয়ার কথা। ১১। বিশেষমতে নিবারিত না হইলে আদালতের দ্বারা দেওয়ানী সকল মোকর্দ্দমার বিচার হইবার কথা। ১২। যেং মোকর্দ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার কথা। ১৩। পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা। ১৪। যে স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচার ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার বাধক হইবে না তাহার কথা।

---

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

১৫। যে আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ের কথা। ১৬। বিবাদীয় বিষয় যে স্থানে থাকে সেই স্থানে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা। ১৭। প্রতিবাদিরা যে স্থানে বাস করেন কিম্বা নালিশ করিবার হেতু যে স্থানে উত্থিত হয় সেই স্থানে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার কথা। ১৮। ব্যক্তির কি অস্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণ পাইবার মোকর্দ্দমার কথা। ১৯। স্থাবর সম্পত্তি একি জিলার মধ্যে কিন্তু ভিন্নং আদালতের এলাকায় থাকিলে মোকর্দ্দমার কথা। স্থাবর সম্পত্তি ভিন্নং জিলার মধ্যে থাকিলে মোকর্দ্দমার কথা। ২০। সকল প্রতিবাদী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার ক্ষমতার কথা। প্রার্থনা যে সময়ে করিতে হইবে তাহার কথা। ২১। অন্য আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা গেলে

আদালতের ফী ক্ষমা হইবার কথা। ২২। যেং আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহা একি আপীল আদালতের অধীন হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ২৩। তদ্রূপে অধীন না থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ২৪। ভিন্নং হাইকোর্টের অধীন থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ২৫। এক আদালত হইতে মোকর্দ্দমা উঠাইয়া অন্য আদালতে পাঠাইবার কথা।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

উভয় পক্ষ ও তাহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনাকরণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

২৬। যে ব্যক্তিদিগকে বাদীস্বরূপ সংযুক্ত করা যাইতে পারে তাঁহাদের কথা। ২৭। যে ব্যক্তি নালিশ করেন তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির নাম লেখাইতে কিম্বা তাহার সঙ্গে অন্য ব্যক্তিকে সংযোগ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা। ২৮। যাঁহাদিগকে প্রতিবাদিস্বরূপ সংযোগ করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা। ২৯। একি চুক্তিতে যে ব্যক্তিরা দায়ী হন তাঁহাদিগকে সংযোগ করণের কথা। ৩০। সমস্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তির পক্ষে একি ব্যক্তির বাদ কি প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতার কথা। ৩১। অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকর্দ্দমা রহিত না হইবার কথা। ৩২। কোন পক্ষের কোন ব্যক্তিদিগকে আদালতের ছাড়িয়া দিতে কি সংযোগ করিতে পারিবার কথা। কোন ব্যক্তি সম্মত না হইলে বাদী কি আসন্ন বন্ধু বলিয়া তাহার নাম সংযোগ করিতে না হইবার কথা। ৩০ ধারামতে যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা কি যাহার প্রতিবাদ করা যায় তাহার পক্ষের কথা। যে প্রতিবাদির নাম সংযোগ করা যায় তাহার নামে সমন দিতে হইবার কথা। মোকর্দ্দমা চালাওনের কথা। ৩৩। প্রতিবাদির সংযোগ হইলে বাদির আবেদনপত্র সংশোধন করিতে হইবার কথা। ৩৪। সংযোগ না করণ কিম্বা অনুপযুক্তমতে সংযোগকরণ বিষয়ে আপত্তিকরণের সময়ের কথা। ৩৫। অনেক বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে এক কি কএক জনের অন্যকে কি অন্যদিগকে আপনার পক্ষে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়ার কথা। সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া ও স্বাক্ষর করা গেলে গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

স্বীকৃত মোক্তার ও উকীল বিষয়ক কথা ।

৩৬। নিজে কিম্বা স্বীকৃত মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত প্রভৃতি হইতে পারিবার কথা। ৩৭। স্বীকৃত মোক্তারদের কথা। আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানবাসিদের মোক্তারনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা। সর্টিফিকট প্রাপ্ত মোক্তার। আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানবাসিদের নিমিত্ত যাঁহারা ব্যবসায়াদি চালান তাঁহারা। পঞ্জাব ও অযোধ্যা ও মধ্যপ্রদেশের স্বীকৃত মোক্তারদের কথা। ৩৮। স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানাজারী করিবার কথা। ৩৯। উকীল নিযুক্ত করিবার কথা। ৪০। উকীলের নামে পরওয়ানা জারী করিবার কথা। ৪১। মোক্তারের পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার কথা। তাঁহার নিয়োগপত্র লিখিত হইয়া আদালতে অর্পণ করিবার কথা।

---

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

মোকর্দ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

৪২। মোকর্দ্দমা যে আকারে করিতে হইবে তাহার কথা। ৪৩। মোকর্দ্দমার মধ্যে সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিবার কথা। দাওয়ার একাংশ ত্যাগের কথা। অনেক প্রতিকারের মধ্যে একটী প্রার্থনা করিতে ত্রুটি হইলে তদ্বিষয়ক কথা। ৪৪। ভূমি পাইবার মোকর্দ্দমার সহিত কোন২ দাওয়ামাত্র সংযোগ করিবার কথা। উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্য সম্পাদকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারির কি উত্তরাধিকারির কি তদ্বিপক্ষ দাওয়ার কথা। ৪৫। নালিশের নানা হেতু বাদির সংযোগ করিতে পারিবার কথা। আদালতের পৃথক করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। ৪৬। মোকর্দ্দমার সীমা সঙ্কোচার্থে প্রতিবাদির প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা। ৪৭। প্রার্থনাপত্র শুনিয়া আদালতের কোন২ হেতু ত্যাগ করিয়া সংশোধন করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

---

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

মোকর্দ্দমা উপস্থিত করণবিষয়ক বিধি।

৪৮। আবেদনপত্র দ্বারা মোকর্দ্দমা আরম্ভ হওয়ার কথা। ৪৯। আবেদন পত্র যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা। ৫০। আবেদনপত্রে যেহ বৃত্তান্ত

লিখিতে হইবে তাহার কথা। টাকার নিমিত্ত মোকর্দ্দমার কথা। বাদী স্থলাভাষক্ত স্বরূপে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ের কথা। প্রতিবাদির স্বার্থ ও দায় দেখাইতে হইবার কথা। মিয়াদের আইন হইতে মুক্ত হওয়ার হেতু দেখাইবার কথা। ৫১। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যাকরণের কথা লিখিবার কথা। ৫২। সত্যাকরণের কথার মর্ম্মের কথা। সত্যাকরণের কথায় স্বাক্ষর করণের ও সাক্ষির স্বাক্ষর করণের কথা। ৫৩। আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইতে কিম্বা সংশোধন করিবার জন্যে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে কিম্বা সংশোধন করা যাইতে পারে তাহার কথা। উপলব্ধি। সংশোধিত কথায় সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করণের কথা। ৫৪। আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইবে তাহার কথা। ৫৫। আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা। ৫৬। যে স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা না থাকে তাহার কথা। ৫৭। উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার নিমিত্তে আবেদন পত্র যে স্থলে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা। আবেদনপত্র ফিরিয়া দেওন সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৫৮। আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের কথা। মোকর্দ্দমার রেজিষ্টরের কথা। ৫৯। বাদী যে দলীল ধরিয়া নালিশ করেন তাহা দেখাইবার কথা। দলীল কি তাহার নকল গচ্ছিত করিবার কথা। অন্য২ দলীলের নির্ঘণ্টপত্র দিবার কথা। ৬০। দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে বর্ণনার কথা। ৬১। ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য নিদর্শনপত্র হারাণ গেলে তাহা ধরিয়া মোকর্দ্দমার কথা। ৬২। দোকানী খাতা দেখাইবার কথা। আসল কথায় চিহ্ন দিয়া খাতা ফিরিয়া দিবার কথা। ৬৩। আবেদনপত্র দেওন সময়ে দলীল না দেওয়া গেলে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

---

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি।

সমন বাহির করণ বিষয়ক বিধি।

৬৪। সমনের কথা। ৬৫। সমনের সঙ্গে নকল কি বর্ণনাপত্র সংযোগ করিয়া দিবার কথা। ৬৬। প্রতিবাদির কি বাদির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা। ৬৭। কোন ব্যক্তি ৫০ মাইলের মধ্যে কিম্বা

রেলওয়ে থাকিলে ২০০ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে না পারিবার কথা। ৬৮। ইশু নিরূপণের কিম্বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন হইবার কথা। ৬৯। প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার দিন নিরূপণের কথা। ৭০। যেং দলীলে বাদির প্রয়োজন থাকে কিম্বা প্রতিবাদী যাহার উপর নির্ভর করেন সমনপত্রে প্রতিবাদির সেইং দলীলও দেখাইবার আজ্ঞা হওয়ার কথা। ৭১। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, উভয় পক্ষের সাক্ষিদিগকেও আনিবার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

সমন জারী করণ বিষয়ক বিধি।

৭২। সমন জারী করিবার জন্যে দিবার কথা। ৭৩। যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা। ৭৪। অনেক প্রতিবাদী থাকিলে সমন দিবার কথা। ৭৫। নিজপ্রতি-বাদিকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে তাহাকে কিম্বা মোক্তারকে দিবার কথা। ৭৬। প্রতিবাদী যে কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য চালান তাহাকে সমন দিবার কথা। ৭৭। যে কর্ম্ম কারকের প্রতি অধ্যক্ষতাভার থাকে স্থাবর সম্পত্তির মোকর্দ্দমায় তাঁহাকে সমন দিবার কথা। ৭৮। যে স্থলে প্রতিবাদির পরিবারীয় কোন পুরুষকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা। ৭৯। সমন যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার ঐ সমন পাওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা। ৮০। প্রতিবাদী সমন লইতে সম্মত না হইলে, কিম্বা তাহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৮১। সমন যে সময়ে যে প্রকারে জারী করা গেল এই কথা সমনের পৃষ্ঠে লিখিবার কথা। ৮২। সমনজারীর আমলার পরীক্ষার কথা। তৎপরিবর্ত্তে জারী করিবার আজ্ঞার কথা। ৮৩। তদ্রূপে জারী করিবার ফলের কথা। ৮৪। সমন অন্য প্রকারে জারী হইলে উপস্থিত হইবার সময় নিরূপণ করিবার কথা। ৮৫। প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে ও সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে ঐ সমন জারীর কথা। ৮৬। রাজধানীর ও রাঙ্গুন নগরের মধ্যে মফঃস্বল আদালতের পরওয়ানা জারী করিবার কথা। ৮৭। প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে সমন দিবার কথা। ৮৮। ভিন্ন জিলায় জেল থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৮৯। প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে ও তাহার সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে সমন যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা। ৯০। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কিম্বা গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের দ্বারা

সমন জারী করিবার কথা। ৯১। সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দিবার কথা। ৯২। তদ্রূপ পত্র পাঠাইবার নিয়মের কথা।

পরওয়ানা জারী করণ বিষয়ক বিধি।

৯৩। যাঁহার অনুরোধে পরওয়ানা বাহির হয় তাঁহার খরচে জারী করিবার কথা। জারী করিবার খরচের কথা। ৯৪। নোটিস ও আজ্ঞা পত্র লিখিত হইয়া যে প্রকারে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

ডাক মাসুলের কথা।

৯৫। ডাক মাসুলের কথা।

---

৭ সপ্তম অধ্যায়।

উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি। ৯৬। সমনে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ হয়, সেই দিনে উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার কথা। ৯৭। বাদী সমন জারী করিবার ফী না দেওয়াতে জারী না হইলে, মোকর্দ্দমা ডিসমিস করিবার কথা। উপবিধি। ৯৮। কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে, মোকর্দ্দমা ডিসমিস করিতে হইবার কথা। ৯৯। উক্ত স্থলে বাদির নূতন মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা। কিম্বা পুনরায় নথীর শামিল করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা। ১০০। কেবল বাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। সমন নিয়মমতে দেওয়া গিয়া থাকিলে। সমন নিয়ম মতে দেওয়া না গেলে। সমন জারী করা গেলেও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে জারী না হইলে তদ্বিষয়ক কথা। ১০১। মোকর্দ্দমা স্থগিত হইয়া যে দিন নিরূপণ হয় প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ জানাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১০২। কেবল প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১০৩। ত্রুটি প্রযুক্ত বাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইলে নূতন মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার বাধার কথা। ১০৪। প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করাতে উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১০৫। অনেক জন-বাদির মধ্যে এক কি কএক জন উপস্থিত না হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা। ১০৬। অনেক জন প্রতিবাদির মধ্যে এক কি কএক জন উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১০৭। কোনপক্ষের

স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা থাকিলেও উপযুক্ত কারণ না থাকিতে তিনি না আইলে তাহার ফলের কথা। ১০৮। প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকিলে তাহার বিপক্ষে যে ডিক্রী হয় তাহা অসিদ্ধ করিবার কথা। ১০৯। বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস না দিলে ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে না হইবার কথা।

---

৮ অষ্টম অধ্যায়।

বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

১১০। বর্ণনাপত্রের কথা। ১১১। এক দাওয়ার বিপক্ষে অন্য দাওয়া উপস্থিত করা গেলে বর্ণনাপত্রে তাহার বিবরণ লিখিবার কথা। অনুসন্ধান লওনের কথা। বাদ দেওয়ার ফলের কথা। ১১২। প্রথম শ্রবণের পর আদালত বর্ণনাপত্র না চাহিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে না পারিবার কথা। আদালতের কোন সময়েই বর্ণনাপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা। ১১৩। আদালত কোন পক্ষের নিকট বর্ণনাপত্র চাহিলেও তিনি না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১১৪। বর্ণনাপত্র যে রূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা। ১১৫। বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যাকরণের কথা লিখিতে হইবার কথা। ১১৬। বর্ণনাপত্রে তর্কবিতর্ক কিম্বা অতি বিস্তারিত কি অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা। সংশোধনের সাক্ষির কথা। অগ্রাহ্য করণের ফলের কথা।

---

৯ নবম অধ্যায়।

আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি।

১১৭। লিখিত বর্ণনাপত্রে যে উক্তি হইয়াছে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার হইল, প্রত্যেক পক্ষের নিকট ইহা জ্ঞাত হওয়ার কথা। ১১৮। এক পক্ষের কিম্বা সঙ্গি ব্যক্তির কি উকীলের বাচনিক পরীক্ষার কথা। ১১৯। পরীক্ষার ফলের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবার কথা। ১২০। উকীল উত্তর না দিলে কি দিতে না পারিলে তাহার ফলের কথা।

১০ দশম অধ্যায়।

সন্ধান লওন ও দলীল গ্রাহ্য ও দৃষ্টি ও উপস্থিত করণ ও আটক রাখন ও ফিরিয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

১২১। প্রশ্ন লিখিয়া দিবার ক্ষমতার কথা। ১২২। প্রশ্নপত্র দেওনের কথা। ১২৩। প্রশ্ন দেওনের ঔচিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার কথা। ১২৪। সমবেত সমাজের কি কোম্পানির কর্ম্মকারকের নামে প্রশ্নপত্র দিবার কথা। ১২৫। অপ্রাসঙ্গিক প্রভৃতি প্রশ্ন উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা। ১২৬। উত্তর স্বরূপ আফিডেবিট অর্পণ করিবার সময়ের কথা। ১২৭। কোন পক্ষ প্রচুরমতে উত্তর না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১২৮। দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করণের দাওয়া করিতে পারিবার কথা। ১২৯। দলীলের সন্ধান লইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কথা। ঐ আজ্ঞার উত্তর স্বরূপ আফিডেবিটের কথা। ১৩০। মোকর্দ্দমার চলন সময়ে দলীল উপস্থিতকরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ১৩১। আবেদনপত্রাদিতে যে দলীলের উল্লেখ হয় তাহা দেখিবার জন্যে উপস্থিত করিবার নোটিসের কথা। ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার ফলের কথা। ১৩২। কোন পক্ষ উক্ত নোটিস পাইলে ঐ দলীল যে স্থানে যে সময়ে দেখা যাইতে পারে ইহার নোটিস তাঁহার দিতে হইবার কথা। ১৩৩। দেখাইতে আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনার কথা। ১৩৪। ঐ প্রার্থনা আফিডেবিট মুলক হওয়ার কথা। ১৩৫। কোন ইস্যুর কি বিবাদীয় বিষয়ের উপর দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্বের নির্ভর থাকিলে তাহা প্রথমে নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ১৩৬। উত্তর না দিবার কি দলীল না দেখাইবার ফলের কথা। ১৩৭। আপনার কিম্বা অন্য আদালতের কাগজপত্র হইতে কাগজপত্র আনাইতে পারিবার কথা। ১৩৮। প্রথম শ্রবণের সময়ে লিখিত প্রমাণ প্রস্তুত রাখিবার কথা। ১৩৯। দলীল উপস্থিত না করিবার ফলের কথা। ১৪০। আদালতের দলীল গ্রাহ্য করিবার কথা। অপ্রাসঙ্গিক কি অনুপযুক্ত দলীল অগ্রাহ্য করিবার কথা। ১৪১। দলীলের প্রমাণ না হইলে কাগজপত্রের মধ্যে রাখিতে না হইবার কথা। দলীলের প্রমাণ হইলে চিহ্ন দিয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা। দোকানের খাতার লিখিত কথা। ১৪২। দলীল অগ্রাহ্য হইলে তাহাতে চিহ্ন দিবার কথা। এবং আদালতে আটক রাখা না গেলে

ফিরিয়া দিবার কথা। ১৪৩। কোন দলীল আটক করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা। ১৪৪। প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয়, আপীলের মিয়াদ গত হইলে তাহা ফিরিয়া দিবার কথা। নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে দলীল ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবার কথা। স্থলবিশেষে দলীল ফিরিয়া দিতে না হইবার কথা। দলীল ফিরিয়া দেওয়া গেলে রসীদ লইবার কথা। ১৪৫। দলীল বিষয়ক বিধান অন্য২ পদার্থেরও প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

---

১১ একাদশ অধ্যায়।

ইস্যু নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি।

১৪৬। ইস্যু নিরূপণের কথা। ১৪৭। যেং বাক্য ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য হইতে পারে তাহার কথা। ১৪৮। ইস্যু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সাক্ষিদিগকে কি দলীল আদালতের পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা। ১৪৯। ইস্যু সংশোধন করিবার ও আরো ইস্যু লিখিবার ও ইস্যু উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা। ১৫০। উভয় পক্ষের সম্মতি হইলে বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত বিবাদের বিষয় ইস্যুর ন্যায় লেখা যাইতে পারিবার কথা। ১৫১। ঐ নিয়মপত্র সরলভাবে সম্পাদন করা গেল আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে নির্ণয় করিবার কথা।

---

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম শ্রবণের সময়ে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

১৫২। আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ না হইলে তদ্বিষয়ের কথা। ১৫৩। অনেক জন প্রতিবাদী থাকিলে যদি বাদির সঙ্গে তাহাদের এক জনের বিবাদ না হয়, তবে সেই স্থলের কথা। ১৫৪। আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে তদ্বিষয়ের কথা। ইস্যু স্থির করিয়া বিচার জানাইবার কথা। ১৫৫। কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে আদালতের বিচার জানাইতে পারিবার কথা। প্রথম শ্রবণের সময়ে বিচার জানাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মোকর্দ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণবিষয়ক বিধি।

১৫৬। আদালতের অবকাশ দিবার কিম্বা মোকর্দ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা। দিনান্তর নিরূপণের খরচার কথা। ১৫৭। উভয় পক্ষ নিরূপিত দিনে না আইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১৫৮। কোন এক পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলেও আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবার কথা।

---

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওনবিষয়ক বিধি।

১৫৯। প্রমাণ দিবার কি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার সমনের কথা। ১৬০। সমন প্রার্থনা করিবার সময়ে সাক্ষিদের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা। খরচার ফর্দ্দের কথা। ১৬১। সাক্ষিদিগকে খরচ দিবার প্রস্তাবের কথা। ১৬২। যত টাকা দেওয়া গেল তাহাতে না কুলাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। সাক্ষির এক দিনের অধিক থাকিতে হইলে তাহার খরচের কথা। ১৬৩। যে সময়ে যে স্থানে যে কারণে উপস্থিত হইতে হইবে সমনে এই২ কথা বিশেষ করিয়া লিখিবার কথা। ১৬৪। দলীল উপস্থিত করিবার সমনের কথা। ১৬৫। আদালতে উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার আদেশ হইতে পারিবার কথা। ১৬৬। সমন যে প্রকারে দেওয়া যাইবে তাহার কথা। ১৬৭। সমন দিবার সময়ের কথা। ১৬৮। সাক্ষী পলাইলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা। ১৬৯। সাক্ষী উপস্থিত হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা। ১৭০। সাক্ষী উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১৭১। মোকর্দ্দমার নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদিগকে সাক্ষিস্বরূপে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা। ১৭২। কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করা গেলে তাহার আসিতে হইবার কথা। ১৭৩। যে সময়ে চলিয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা। ১৭৪। উপস্থিত না হওয়ার ফলের কথা। সাক্ষ্য দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার অসম্মতির ফলের কথা। ১৭৫। সাক্ষী পলায়ন করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১৭৬। কোন ব্যক্তির নামে সমনক্রমে আজ্ঞা হইলে স্বয়ং উপস্থিত হইবার কথা। ১৭৭।

আদালতের আজ্ঞা হইলেও কোন পক্ষের সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওয়ার ফলের কথা। ১৭৮। মোকর্দ্দমার কোন পক্ষকে সমন করা গেলে সাক্ষিবিষয়ক বিধি খাটিবার কথা।

---

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোকর্দ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওনবিষয়ক বিধি।

১৭৯। যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তাহার বর্ণনাপত্র ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা। আরম্ভ করিবার স্বত্ববিষয়ক বিধি। ১৮০। অন্য পক্ষের বর্ণনা ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা। যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন তাঁহার উত্তরের কথা। ১৮১। খোলা কাছারীতে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার কথা। ১৮২। মোকর্দ্দমার আপীল হইতে পারিলে সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইবে তাহা লইবার কথা। ১৮৩। যে স্থলে সাক্ষী আপন সাক্ষ্য বুঝাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারেন তাহার কথা। ১৮৪। বিচারপতি সাক্ষ্য না লিখিলে সার কথা লিখিবার কথা। ১৮৫। যে স্থলে ইঙ্গরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লেখা যাইতে পারে তাহার কথা। ১৮৬। বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া লইতে পারিবার কথা। ১৮৭। প্রশ্নের বিষয় আপত্তি হইলে তাহার কথা। ১৮৮। সাক্ষিদের আচরণ বিষয়ক মন্তব্য কথা। ১৮৯। যে মোকর্দ্দমায় আপীল নাই সেই মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিবার কথা। ১৯০। বিচারপতি সেই মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে না পারিলে তাহার কারণ লিখিবার কথা। ১৯১। মোকর্দ্দমার সমাপ্তির পূর্ব্বে বিচারপতি স্থানান্তরে গেলে ঐ সাক্ষ্য লইয়া যাহা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা। ১৯২। অগৌণেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবার কথা। ১৯৩। সাক্ষিকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

---

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

১৯৪। আফিডেবিট দ্বারা কোন বিষয়ের প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা। ১৯৫। যে স্থলে আফিডেবিট দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে

তাহার কথা। ১৯৬। আফিডেবিটে যে যে বিষয় মাত্রের কথা লেখা থাকিবে তাহার কথা। ১৯৭। যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তাঁহাকে যিনি শপথ করাইবেন তাঁহার কথা।

---

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

১৯৮। বিচার যে সময়ে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কথা। ১৯৯। বিচারপতির পূর্ব্ব পদধারির বিচার প্রকাশ করিবার ক্ষমতার কথা। ২০০। বিচার লিখিবার ভাষার কথা। ২০১। বিচারের অনুবাদের কথা। ২০২। বিচারপত্রে তারিখ লিখিতে ও স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা। ২০৩। ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালতের বিচারের কথা। অন্য২ আদালতের বিচারের কথা। ২০৪। প্রত্যেক ইস্যুর বিষয়ে আদালতের নিস্পত্তি জানাইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা। ২০৫। ডিক্রীর তারিখের কথা। ২০৬। ডিক্রীর মর্ম্মের কথা। ডিক্রী সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা। ২০৭। স্থাবর সম্পত্তির একাংশ ফিরিয়া পাইবার ডিক্রীর কথা। ২০৮। অস্থাবর সম্পত্তি দিবার ডিক্রীর কথা। ২০৯। টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে আসল যত টাকার আজ্ঞা হয় ডিক্রীতে তাহার উপর সুদও দিবার আজ্ঞা থাকিতে পারিবার কথা। ২১০। কিস্তি করিয়া টাকা দিবার কথা। আদালত যে স্থলে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা। ২১১। ভূমির নিমিত্ত মোকর্দ্দমা হইলে সুদসমেত ওয়াসিলাৎ দিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা। ২১২। আদালতের ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে ওয়াসিলাতের টাকা নির্ণয় করিবার কিম্বা পশ্চাৎ তাহার অনুসন্ধান লইবার কথা। ২১৩। মৃত ব্যক্তির দ্রব্যনিরূপণার্থ মোকর্দ্দমার কথা। ২১৪। ক্রয় করিবার ও অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকর্দ্দমার কথা। ২১৫। অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকর্দ্দমার কথা। ২১৬। বিপরীত দাওয়া অনুমতি হইলে তাহার কথা। ডিক্রীর ফলের কথা। ২১৭। ডিক্রীর ও বিচারের সার্টিফিকটযুক্ত নকল দিতে হইবার কথা।

---

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

খরচাবিষয়ক বিধি।

২১৮। প্রার্থনাপত্রের খরচের কথা। ২১৯। খরচ কোন্ পক্ষের দিতে হইবে বিচারপত্রে ইহার আজ্ঞা হওয়ার কথা। ২২০। খরচার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা। ২২১। টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকার হইলে কি জানিতে পাওয়া গেলে তাহা হইতে খরচ বাদ দিতে পারিবার কথা। উকীলের দাওয়ার ব্যাঘাত না হইবার কথা। ২২২। খরচার উপর সুদের কথা। বিবাদের বিষয়হইতে খরচা দিবার কথা।

---

১৯ উনবিংশ অধ্যায়।

ডিক্রী জারীকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—যে আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী করা যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ক বিধি।

২২৩। যে আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক কথা। ২২৪। কোন আদালত আপনার ডিক্রী অন্য আদালতের দ্বারা জারী করাইতে ইচ্ছা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ২২৫। আদালত ডিক্রীর নকল প্রভৃতি পাইলে প্রমাণ না লইয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা। ২২৬। ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায় তৎকর্তৃক জারী হওয়ার কথা। ২২৭। অন্য আদালতের প্রেরিত ডিক্রী হাইকোর্টের দ্বারা জারী করিবার কথা। ২২৮। অন্য আদালতের ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা। ২২৯। ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত আদালতের ডিক্রীর কথা।

(খ)—ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনার কথা।

২৩০। ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার কথা। ২৩১। অনেক ডিক্রীদার থাকিলে কোন এক জনের ঐ প্রার্থনা করিবার কথা। ২৩২। ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার প্রার্থনার কথা। ২৩৩। ঐ ডিক্রী যাঁহার হস্তগত করা যায় আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে যে ন্যায্য দাওয়া প্রবল হইতে পারে তাহা মানিয়া তাঁহার ঐ ডিক্রী রাখিবার কথা। ২৩৪। ডিক্রীমত খাতক ঐ ডিক্রী জারি হওনের পূর্ব্বে মরিলে, তাঁহার স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রীজারী

হইবার প্রার্থনার কথা। ২৩৫। ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা। ২৩৬। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সহিত নির্ঘণ্টপত্র দিতে হইবার কথা। ২৩৭। স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে আরং যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা। ২৩৮। প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে যে স্থলে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টর হইতে অদ্ধৃত কথা দিতে হইবে তাহার কথা।

(গ)।—ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার বিধি।

২৩৯। যে স্থলে আদালত ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারেন তাহার কথা। ২৪০। ডিক্রীমত খাতকের স্থানে জামিন লইতে কিম্বা তাঁহাকে নিয়মবদ্ধ করিতে পারিবার কথ। ২৪১। ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করা গেলে পুনরায় ধরা যাইতে পারিবার কথা। ২৪২। যে আদালতে প্রার্থনা করা যায় ডিক্রীকারি কিম্বা আপীল আদালতের আজ্ঞা তাঁহার মানিতে হইবার কথা। ২৪৩। ডিক্রীদারের ও ডিক্রীমত খাতকের মধ্যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত থাকিতে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকার কথা। ২৪৪। যে আদালত ডিক্রীজারী করেন তাঁহার যে২ বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা।

(ঙ)—ডিক্রী যে প্রকারে জারী করা যাইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

২৪৫। ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ২৪৬। পরস্পরের বিপক্ষ ডিক্রীর কথা। ২৪৭। একি ডিক্রীমতে পরস্পর বিপক্ষ দাওয়ার কথা। ২৪৮। ডিক্রী জারী করিতে না হওয়ার কারণ দেখাইবার নোটিস দিবার কথা। উপবিধি। ২৪৯। নোটিস জারী হইবার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা। ২৫০। পরওয়ানা যে সময়ে বাহির হইতে পারিবে তাহার কথা। ২৫১। তাহাতে তারিখ দিয়া ও স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিবার কথা। ২৫২। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে তাঁহার স্থলাভিষিক্তের টাকা দিবার ডিক্রীর কথা। ২৫৩। জামীনের বিপক্ষে ডিক্রীর কথা। ২৫৪। টাকার নিমিত্ত ডিক্রীর কথা। ২৫৫। ওয়াসিলাতের কিম্বা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ক ডিক্রীর কথা। ২৫৬। ১০০০্ টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে অগৌণেই তাহা জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। ২৫৭। ডিক্রীমত টাকা যে যে রূপে

দেওয়া যাইবে তাহার কথা। ২৫৮। আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে টাকা দিবার কথা। ২৫৯। বিশেষ অস্থাবর দ্রব্যের কিম্বা স্ত্রী পুনঃপ্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রীর কথা। ২৬০। বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করণার্থ কিম্বা দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃপ্রাপণার্থ ডিক্রী হইলে তদ্বিষয়ক কথা। ২৬১। হস্তান্তরকরণ পত্র সম্পাদন করিবার কিম্বা ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে লিখিবার ডিক্রীর কথা। ২৬২। হস্তান্তরকরণ পত্রে আদালতের যেরূপে স্বাক্ষর করিতে হইবে ও তাহার যে ফল হইবে তাহার কথা। ২৬৩। স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রীর কথা। ২৬৪। স্থাবর সম্পত্তি প্রজার অধিকারে থাকিলে তাহা দেওয়াইবার কথা। ২৬৫। মহাল বিভাগ কি অংশ পৃথক করিবার কথা।

চ।—সম্পত্তি ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

২৬৬। ডিক্রী জারীক্রমে যেং প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে তাহার কথা। ২৬৭। ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা। ২৬৮। ঋণ ও শ্যার ও অন্য যে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে নাই তাহা ক্রোক করিবার কথা। ২৬৯। প্রতিবাদির অধিকারে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা ক্রোক করিবার কথা। পশ্বাদি ক্রোক করা গেলে তাহার আহারাদির বিধি করিবার ক্ষমতার কথা। ২৭০। ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ক্রোক করিবার কথা। ২৭১। ঘরের মধ্যে দ্রব্য ধৃত করণ বিষয়ক কথা। অন্তঃপুরে দ্রব্য ধৃতকরণ বিষয়ক কথা। ২৭২। সম্পত্তি আদালতে কি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের নিকট গচ্ছিত থাকিলে নোটিস দিয়া তাহা ক্রোক করিবার কথা। উপবিধি। ২৭৩। টাকার ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা। অন্য ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা। ডিক্রীদারের সন্ধান জানাইতে হইবার কথা। ২৭৪। স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা। ২৭৫। ডিক্রীমথে কার্য্যসাধন হইলে পর ক্রোক উঠাইয়া লইবার আজ্ঞার কথা। ২৭৬। ক্রোক হইবার পর সম্পত্তি গোপনে হস্তান্তর করা গেলে তাহা ব্যর্থ হওয়ার কথা। ২৭৭। মুদ্রা কি নোট ক্রোক করা গেলে তাহা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। ২৭৮। ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়ার ও ক্রোক করিবার আপত্তির অনুসন্ধান লওয়ার কথা। নীলাম স্থগিত রাখণের কথা। ২৭৯। দাওয়াদারের যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে

হইবে তদ্বিষয়ক কথা। ২৮০। ক্রোক হইতে সম্পত্তি মুক্ত করিবার কথা। ২৮১। ক্রোক করা সম্পত্তির মুক্ত হওয়ার দাওয়া অগ্রাহ্য করিবার কথা। ২৮২। অন্য ব্যক্তির দাওয়ার অধীনে সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা। ২৮৩। ক্রোকী সম্পত্তির উপর স্বত্ব স্থাপন করিবার মোকর্দ্দমা হইতে পারিবার কথা। ২৮৪। ক্রোক কর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বত্ববান ব্যক্তিদিগকে টাকা দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ২৮৫। নানা আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

(চ) সম্পত্তি বিক্রয় ও সমর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

(ক) সাধারণ বিধি।

২৮৬। যাহার দ্বারা যে রূপে নীলাম হইবে তাহার কথা। ২৮৭। নীলাম দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণার কথা। হাইকোর্টের বিধি করিবার কথা। ২৮৮। বিচারপতি প্রভৃতির নিষ্কৃতি পাইবার কথা। ২৮৯। ঘোষণা যে রূপে করা যাইবে তাহার কথা। ২৯০। নীলাম হইবার সময়ের কথা। ২৯১। নীলামের দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা। ঋণ ও খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে ও দেওয়ার প্রমাণ হইলে নীলাম স্থগিত করণের কথা। ২৯২। ডিক্রীজারীক্রমে নীলামে যে কার্য্যকারকদের সম্পর্ক থাকে বিক্রীত সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাদের না ডাকিবার ও তাহা ক্রয় না করিবার কথা। ২৯৩। পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া কম মূল্য পাওয়া গেলে ক্রটিকারি ক্রেতার দায়ী হইবার কথা। ২৯৪। ডিক্রীদার অনুমতি না পাইলে সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিতে কি সম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারিবার কথা। ডিক্রীদার ক্রয় করিলে মূল্য পরিশোধে ডিক্রীর টাকা লওয়ার কথা। ২৯৫। ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হারহারিমতে ডিক্রীদারদের মধ্যে বাঁটিয়া দিবার কথা। বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তদ্বিষয়ক উপবিধি।

(খ) অস্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক বিধি।

২৯৬। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যারের বিধি। ২৯৭। অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার টাকা দিবার কথা। ২৯৮। অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়কালে দাঁড়ার দোষ হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ না হইবার, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ করিতে পারিবার কথা। ২৯৯। প্রতিবাদির অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত হইলে তাহা দিবার কথা। ৩০০। ডিক্রীমত খাতক অন্যের দাওয়ার

অধীনে যে অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ববান হন তাহা দিবার কথা। ৩০১। ঋণ ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যার দেওয়াইবার কথা। ৩০২। ক্রেয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র ও শ্যার হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা। ৩০৩। অন্য সম্পত্তির অর্পণকরণসূচক আজ্ঞার কথা।

(গ)—স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

৩০৪। জিলার আদালতের অনধীন আদালতের দ্বারা ভূমি বিক্রয়ের কথা। ৩০৫। প্রতিবাদী যেন ডিক্রীর টাকা তুলিতে পারেন এই কারণে বিলম্বে ভূমি বিক্রয়ের কথা। ডিক্রীমত খাতককে সর্টিফিকট দিবার কথা। ৩০৬। স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতার আমানতের কথা। ৩০৭। সমুদয় টাকা দিবার সময়ের কথা। ৩০৮। টাকা দেওয়া না গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩০৯। স্থাবর সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করিতে হইলে জ্ঞাপনপত্রের কথা। ৩১০। ডিক্রী জারীক্রমে অবিভক্ত মহালের একাংশ বিক্রয় হইলে মূল্য ডাক করণে সহঅংশির অগ্রগণ্য হওয়ার কথা। ৩১১। গুরুতর হানি না হইলে বেদাঁড়াপ্রযুক্ত ভূমি বিক্রয় অসিদ্ধ না হওয়ার কথা। ৩১২। আপত্তি অগ্রাহ্য কিম্বা গ্রাহ্য হওয়ার ফলের কথা। ৩১৩। বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা। ৩১৪। বিক্রয় সিদ্ধ করণের কথা। ৩১৫। বিক্রয় অসিদ্ধ হইলে ক্রেতাকে মূল্য ফিরিয়া দিবার কথা। ৩১৬। স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে সর্টিফিকট দেওনের কথা। সর্টিফিকটে প্রকৃত ক্রেতার নাম লিখিবার কথা। ৩১৭। বেনামী খরিদারকে না ধরিবার কথা। ৩১৮। ডিক্রীমত খাতকের অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি দিবার কথা। ৩১৯। প্রজার অধিকারস্থ স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা। ৩২০। ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয়ের কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করিবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা। ডিক্রী পাঠাইবার ও জারী করিবার ও ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা। ৩২১। ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি বিক্রয় করণবিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা। ৩২২। টাকার কোন২ ডিক্রী তদ্রূপে হস্তান্তরিত করা গেলে তাহা জারীকরণ সম্পর্কে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা। ৩২৩। কালেক্টর সাহেবের কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩২৪। কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নীলাম হওয়ার কথা। ৩২৫। কালেক্টর সাহেবের ঐ নীলাম প্রভৃতির রিপোর্ট আদালতে করিতে হইবার কথা। ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা

প্রয়োগ করিবার কথা। ৩২৬। আদালত যে স্থলে কালেক্টর সাহেবকে ভুমির নীলাম স্থগিত করিবার অনুমতি দিতে পারেন তাহার কথা। ৩২৭। টাকার ডিক্রী জারীক্রমে ভুমি বিক্রয়ের স্থানীয় বিধির কথা।

ছ। ডিক্রীজারী করার প্রতিকুলাচরণ বিষয়ক বিধি।

৩২৮। ডিক্রীজারী করিবার বাধা দেওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩২৯। ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কি তাঁহার প্রবৃত্তিক্রমে বাধকতা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩৩০। বাধাহইতে থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩৩১। ডিক্রীমত খাতক ভিন্ন কোন দাওয়াদার সরল মনে বাধকতা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩৩২। যে ব্যক্তিকে বেদখল করা গেল তিনি ডিক্রীদারের অধিকার পাইবার স্বত্ব বিষয়ে বিবাদ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩৩৩। ৩৩১ ও ৩৩২ ধারামতে যেং আজ্ঞা করা যায় তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবার ও তাহার উপর আপীল হইতে পারিবার কথা। ৩৩৪। ক্রেতাদের স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার বাধার কি প্রতিকুলাচরণের কথা। ৩৩৫। প্রতিবাদিভিন্ন কোন দাওয়াদার বাধক হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

জ।—ধৃত ও কারাবদ্ধ করণবিষয়ক বিধি।

৩৩৬ ডিক্রীমত খাতক যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে তাহার কথা। ঘরের মধ্যে ধরিবার কথা। উপবিধি। ৩৩৭। ধরিয়া আনিবার পরওয়ানায় ডিক্রীমত খাতককে আনিবার আজ্ঞা থাকার কথা। ৩৩৮। যে হারে খোরাকী পাওয়া যাইবে তাহার কথা। ৩৩৯। ডিক্রীমত খাতকের খোরাকীর কথা। ৩৪০। ডিক্রীর টাকার উপর খোরাকী চড়াইয়া দিবার কথা। ৩৪১। ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা। ৩৪২। ছয় মাসের অধিক কাল কারাবদ্ধ না থাকার কথা। যে স্থলে ছয় সপ্তাহের অধিকাল কারাবদ্ধ না থাকিবেন তাহার কথা। ৩৪৩। পরওয়ানার পৃষ্ঠলিপির কথা।

---

২০ বিংশ অধ্যায়।

ডিক্রীমত খাতক ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৪৪। ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণয় হইবার প্রার্থনা করণের ক্ষমতার কথা। ৩৪৫। প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা। ৩৪৬। ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর

করণের ও সত্যাকরনের কথা। ৩৪৭। ডিক্রীদারকে প্রার্থনাপত্রের নকল ও নোটিস দিবার কথা। ৩৪৮। অন্য মহাজনদিগকে নোটিস দিবার ক্ষমতার কথা। ৩৪৯। অসিদ্ধ প্রার্থকের বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা। ৩৫০। শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩৫১। ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা প্রকাশ করণের ও গ্রাহককে নিযুক্ত করিবার কথা। ৩৫২। মহাজনদের প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে হইবার কথা। তফসীল করিবার কথা। ৩৫৩। মহাজনদের প্রার্থনাপত্রের কথা। ৩৫৪। গ্রাহককে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞার ফলের কথা। ৩৫৫। গ্রাহকের জামিন দিয়া স্থিত আদায় করিবার কথা। ঋণশোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মুক্ত হওয়ার কথা। ৩৫৬। গ্রাহকের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা। তাঁহার পারিশ্রমিক পাইবার স্বত্বের কথা। উদ্বর্ত্ত দেওনের কথা। ৩৫৭। মুক্ত হওয়ার ফলের কথা। ৩৫৮। আদালত যে স্থলে ঋণশোধ করণাক্ষম ব্যক্তিকে আর দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন তাহার কথা। ৩৫৯। প্রার্থকের কুটিলাচরণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩৬০। অন্যান্য আদালতের প্রতি জিলার আদালতের ক্ষমতা প্রদান করিবার ও মোকর্দ্দমা স্থানান্তর করিয়া দিবার কথা।

দ্বিতীয় ভাগ।

নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

---

২১ একবিংশ অধ্যায়।

কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণশোধ করণের অক্ষমতা হইলে, তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৬১। এক পক্ষের মৃত্যু হইলেও নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকিলে, মোকর্দ্দমা রহিত না হইবার কথা। ৩৬২। অনেক জন বাদির কি প্রতিবাদির মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলেও নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা। ৩৬৩। অনেক বাদির মধ্যে এক জন মরিলে ও উত্তরজীবীদের এবং মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা। ৩৬৪। মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা। ৩৬৫। একই

বাদির কিম্বা অবশিষ্ট একই বাদির মৃত্যু হইলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা। ৩৬৬। মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে, মোকর্দ্দমা রহিত হইবার কথা। ৩৬৭। মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত কে হন, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩৬৮। অনেক প্রতিবাদির মধ্যে এক জনের কিম্বা একই কিম্বা অবশিষ্ট একই প্রতিবাদির মৃত্যু হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩৬৯। এক পক্ষ স্ত্রী হইলে তাহার বিবাহহেতুক মোকর্দ্দমা রহিত না হওয়ার কথা। ৩৭০। বাদি দেউলিয়া কিম্বা ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে মোকর্দ্দমা করিবার বাধা হওয়ার কথা। আসৈনী মোকর্দ্দমা চালাইতে কি জামিন দিতে ত্রুটি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৩৭১। মোকর্দ্দমা রহিত হইলে উভয় পক্ষের স্বত্বপক্ষে যে ফল হয় তাহার কথা। মোকর্দ্দমা রহিত কি ডিসমিস করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা। ৩৭২। মোকর্দ্দমা উপস্থিত থাকিতে সম্পত্তি নিরূপণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

---

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

৩৭৩। বাদির প্রতি নূতন মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দিয়া মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইতে অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা। ৩৭৪। প্রথম মোকর্দ্দমা হেতুক মিয়াদের আইনের ব্যাঘাত না হইবার কথা। ৩৭৫। আপোসে মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দিবার কথা।

---

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আদালতে টাকা দেওনবিষয়ক বিধি।

৩৭৬। দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া প্রতিবাদির টাকা আমানৎ করিবার কথা। ৩৭৭। আমানৎ করিবার নোটিসের কথা। ৩৭৮। নোটিস পাইলে পর সেই আমানতী টাকার উপর বাদির সুদ না পাইবার কথা। ৩৭৯। বাদী আপন দাওয়ার একাংশের শোধে ঐ আমানৎ গ্রাহ্য করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। সেই আমানতের টাকা সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া গ্রাহ্য করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

---

২৪ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় ।

খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি ।

৩৮০ । মোকর্দ্দমা চলনের কোন সময়ে বাদির স্থানে খরচার জামিন যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা । ৩৮১ । সেই আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা । ৩৮২ । ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করার অর্থের কথা ।

---

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি ।

ক।—সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্রের কথা ।

৩৮৩ । যে স্থলে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা । ৩৮৪ । কোন পক্ষের প্রার্থনামতে কিম্বা আদালতের নিজ বিবেচনা মতে ক্ষমতাপত্র দিবার আজ্ঞার কথা । ৩৮৫ । সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা । ৩৮৬ । সাক্ষী আদালতের এলাকার বহির্ভূত কিন্তু ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত স্থানে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা । দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আদৌ বিচারকরণপক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ ক্ষমতাধীন স্থানে সাক্ষী বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা । ৩৮৭ । সাক্ষী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকিলে তাহার কথা । ৩৮৮। ক্ষমতাপত্রানুসারে সাক্ষিদের সাক্ষ্য আদালতে লইতে হইবার কথা । ৩৮৯। ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করা গেলে পর যে আদালত হইতে বাহির হইল তথায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠাইবার কথা । ৩৯০ । ঐ সাক্ষ্য যেস্থলে প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা । ৩৯১ । ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করণের ও তাহা ফিরিয়া দিবার বিধান ভিন্নদেশীয় আদালতের ক্ষমতাপত্রের প্রতিও খাটিবার কথা ।

খ ।—স্থানীয় অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি ।

৩৯২ । স্থানবিশেষে অনুসন্ধান লওনার্থ ক্ষমতাপত্রের কথা । ৩৯৩ । জামীনের

কার্য্যপ্রণালীর কথা। মোকর্দ্দমায় ঐ রিপোর্ট ও সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ হওয়ার কথা। আমীনের সাক্ষ্য লওয়ার কথা।

গ।—হিসাব দেখিয়া লইবার ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

৩৯৪। হিসাব দেখিবার বা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা। ৩৯৫। আমীনকে আদালতের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার কথা। আমীনের রুবকারী প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবার কথা। আরো অনুসন্ধান লওয়ার ক্ষমতার কথা।

ঘ।—বণ্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯৬। যে স্থাবর সম্পত্তি রাজস্বদায়ী নয় তাহা বণ্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

ঙ।—সাধারণ বিধান।

৩৯৭। আমীনের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা। ৩৯৮। উভয় পক্ষের ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইতে ও কাগজপত্র আনাইতে আমীনদের ক্ষমতার কথা। ৩৯৯। আমীনের সম্মুখে সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও দণ্ডের কথা। ৪০০। উভয় পক্ষ উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

তৃতীয় ভাগ।

বিশেষ২ স্থলের মোকর্দ্দমাবিষয়ক বিধি।

২৬ ষড়বিংশ অধ্যায়।

পাপরদের মোকর্দ্দমাবিষয়ক বিধি।

৪০১। পাপরস্বরূপ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা। ৪০২। যে২ প্রকারের মোকর্দ্দমা বর্জ্জিত হইবে তাহার কথা। ৪০৩। প্রার্থনাপত্র লিখিয়াদিতে হইবার কথা। প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা। ৪০৪। প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার কথা। ৪০৫। প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণের কথা। ৪০৬। প্রার্থকের পরীক্ষা লওয়ার কথা। মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা। ৪০৭। প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের কথা। ৪০৮। প্রার্থকের দীনতার প্রমাণ লওনের দিনের নোটিসের কথা। ৪০৯। শুনিবার সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৪১০। প্রার্থনা

গ্রাহ্য হইলে পর কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৪১১। পাপর জিতিলে খরচার কথা। আদালতের ফী আদায় করিবার কথা। ৪১২। পাপর না জিতিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৪১৩। প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না দেওয়াই পশ্চাৎ তাহার সেইরূপ প্রার্থনা করিবার বাধা হওয়ার কথা। ৪১৪। পাপরস্বরূপে মোকর্দ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করণের কথা। ৪১৫। খরচার কথা।

---

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকর্দ্দমা বিষয়ক কথা।

৪১৬। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেটসেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কি তাঁহার নামে মোকর্দ্দমা বিষয়ক কথা। ৪১৭। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ম্ম করিতে সক্ষম তাঁহাদের কথা। ৪১৮। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মোকর্দ্দমায় আবেদনপত্রের কথা। ৪১৯। গবর্ণমেণ্টের সপক্ষ কর্ম্মকারকের পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার কথা। ৪২০। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেবের উপস্থিত হওনের ও উত্তর দেওনের কথা। ৪২১। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ মোকর্দ্দমা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়ার কথা। ৪২২। রাজকীয় কর্ম্মকারকদের নামে সমন জারী করিবার কথা। ৪২৩। কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এই নিমিত্ত সময় বাড়াইয়া দিবার কথা। ৪২৪। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেরেব কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে নোটিস দেওয়ার কথা। ৪২৫। তদ্রূপ মোকর্দ্দমায় ধৃত করিবার কথা। ৪২৬। গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিতে স্বীকার করিলে প্রার্থনার কথা। ৪২৭। তদ্রূপ প্রার্থনা না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। বিচার হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিবাদির ধৃত হইতে না পারিবার কথা। ৪২৮। রাজকীয় কার্য্যকারকদের নিজে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির কথা। ৪২৯। গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

---

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্ন দেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকর্দ্দমা বিষয়ক বিধি।

৪৩০। ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরা যে স্থলে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন তাহার কথা। ৪৩১। ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকার যে স্থলে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন তাহার কথা। ৪৩২। রাজার কি সরদারের মোকর্দ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বিশেষমতে নিযুক্ত ব্যক্তির নালিশ করিবার ও উত্তর দিবার কথা। ৪৩৩। স্বাধীন রাজগণ প্রভৃতির নামে মোকর্দ্দমার কথা। স্বাধীন রাজগণ প্রভৃতিকে ধৃত করিতে না পারিবার কথা। তাঁহাদের সম্পত্তি যে স্থলে ক্রোক হইতে পারে তাহার কথা। ৪৩৪। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে এদেশীয় রাজ্যাধিকারের আদালতের ডিক্রী জারী করিবার কথা।

---

২৯ ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সমাবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকর্দ্দমাবিষয়ক বিধি।

৪৩৫। আবেদনপত্রে ও সত্যাকরণপত্রে স্বাক্ষর করিবার কথা। ৪৩৬। সমাবায়িত সমাজের কি কোম্পানির নামে সমন দিবার কথা।

---

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকর্দ্দমা বিষয়ক বিধি।

৪৩৭। ট্রষ্টী প্রভৃতির নিকট যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে তদ্বিষয়ক মোকর্দ্দমায় স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধির কথা। ৪৩৮। উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের সংযোগের কথা। ৪৩৯। বিবাহিতা স্ত্রী উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদিকা হইলে, তাঁহার সঙ্গে স্বামিকে সংযোগ না করিবার কথা।

---

৩১ একত্রিংশ অধ্যায়।

নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদেরদ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকর্দ্দমা বিষয়ক বিধি।

৪৪০। আসন্নবন্ধুদ্বারা নাবালগের মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা। খরচার কথা। ৪৪১। আসন্ন বন্ধুর কিম্বা মোকর্দ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের প্রার্থনাপত্র দিতে হইবার কথা। ৪৪২। আসন্ন বন্ধু ছাড়া আবেদনপত্র উপস্থিত করা গেলে নথী হইতে উঠাইয়া দিবার কথা। খরচার কথা। ৪৪৩। মোকর্দ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবককে আদালতের নিযুক্ত করিবার কথা। ৪৪৪। আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবক বিনা আজ্ঞা পাওয়া গেলে তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবার কথা। খরচার কথা। ৪৪৫। কিরূপ ব্যক্তি আসন্ন বন্ধু হইতে পারে ইহার কথা। ৪৪৬। আসন্ন বন্ধুকে অবসর করিবার কথা। ৪৪৭। আসন্ন বন্ধুর কর্ম্ম ত্যাগ করণের কথা। নূতন আসন্ন বন্ধুকে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনার কথা। ৪৪৮। আসন্ন বন্ধু মরিলে কি অবসর হইলে মোকর্দ্দমার কার্য্য স্থগিত থাকার কথা। ৪৪৯। নূতন আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিবার কথা। ৪৫০। অপ্রাপ্তবয়স্ক বাদী কিম্বা প্রার্থক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্যপ্রণালীর কথা। ৪৫১। চালাইতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা। ৪৫২। ত্যাগ করিতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা। খরচার কথা। ৪৫৩। ৪৫১ বা ৪৫২ ধারামত প্রার্থনাপত্র করণ ও প্রমাণ করণের কথা। ৪৫৪। নাবালগ সহবাদি হইলে তদ্বিষয়ের কথা। খরচের কথা। ৪৫৫। মোকর্দ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত হইলে তদ্বিষয়ের কথা। খরচের কথা। ৪৫৬। মোকর্দ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবার দরখাস্তের কথা। ৪৫৭। মোকর্দ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক কে হইতে পারেন ইহার কথা। ৪৫৮। অভিভাবক কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবার কথা। খরচার কথা। ৪৫৯। মোকর্দ্দমা উপস্থিত থাকিতে অভিভাবক মরিলে নূতন অভিভাবক নিযুক্ত করিবার কথা। ৪৬০। যে স্থলে উত্তরাধিকারির কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারে তাহার কথা। ৪৬১। ডিক্রীর পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি বিনা ও জামিন না দিয়া আসন্নবন্ধুর কি মোকর্দ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের টাকা গ্রহন না করিবার কথা। ৪৬২। আদালতের অনুমতি বিনা আসন্ন বন্ধুর

কি মোকর্দ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের রাজীনামা না করিবার কথা। অনুমতি না পাইলে রাজীনামা ব্যর্থ হওয়ার কথা। ৪৬৩। ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের প্রতি ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারা খাটাইবার কথা। ৪৬৪। কোর্ট ওয়ার্ডসের কথা।

---

৩২ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকর্দ্দমা বিষয়ক বিধি।

৪৬৫। সেনাপতিরা কি সেনারা ছুটী পাইতে না পারিলে আপনাদের নিমিত্ত বাদপ্রতিবাদ করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা। ৪৬৬। পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা কার্য্য করিতে পারিবার কথা। ৪৬৭। তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির কি তাঁহার উকীলের নামে পরওয়ানা প্রভৃতি জারী হইলে উপযুক্তমতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা। ৪৬৮। সেনাপতিকে ও সৈন্যদিগকে পরওয়ানা দিবার কথা। ৪৬৯। সেনানিবেশ স্থানপ্রভৃতিতে ধৃত করণের পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

---

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বাদপ্রতিবাদার্থক মোকর্দ্দমাবিষয়ক বিধি।

৫৭০। বাদপ্রতিবাদার্থক মোকর্দ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহার কথা। ৪৭১। তদ্রূপ মোকর্দ্দমায় আবেদন পত্রের কথা। ৪৭২। যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহা আদালতে দিবার কথা। ৪৭৩। প্রথম শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৪৭৪। কর্ম্মকারক ও প্রজা যে স্থলে বাদপ্রতিবাদর্থক মোকর্দ্দমা করিতে পারেন তাহার কথা। ৪৭৫। বাদির খরচা পাইবার কথা। ৪৭৬। প্রতিবাদী ঐ পণধারির নামে নালিশ করিতেছেন এমত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। খরচার কথা।

চতুর্থ ভাগ।

নৈমিত্তিক প্রতিকার বিষয়ক বিধি।

---

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

(ক)।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

৪৭৭। বাদী যে স্থলে জামিন লওয়ার প্রার্থনা করিতে পারেন তাহার কথা। ৪৭৮। জামিন না দিবার কারণ দর্শাইবার জন্যে প্রতিবাদিকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞার কথা। ৪৭৯। প্রতিবাদী কারণ দর্শাইতে না পারিলে, তাঁহাকে টাকা গচ্ছিত করিতে কি জামিন দিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ৪৮০। প্রতিভূ মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৪৮১। প্রতিবাদী প্রতিভূ না দিলে কি নূতন প্রতিভূ পাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৪৮২। প্রতিবাদিকে ধৃত করা গেলে তাহার খোরাকীর কথা।

খ—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করণের কথা।

৪৮৩। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে প্রতিবাদির ডিক্রীমত কার্য্য সাধনের জামিন দিতে ও জামিন না দিলে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে প্রার্থনার কথা। প্রার্থনার মর্ম্মের কথা। ৪৮৪। প্রতিবাদিকে আদালতের জামিন দিবার কি কারণ দর্শাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। ৪৮৫। কারণ দর্শান না গেলে কিম্বা জামিন দেওয়া না গেলে ক্রোক করিবার কথা। ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা। ৪৮৬। যে প্রকারে ক্রোক করা যাইবে তাহার কথা। ৪৮৭। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়া হইলে অনুসন্ধান লওয়ার কথা। ৪৮৮। জামিন দেওয়া গেলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা। ৪৮৯। ক্রোক হইলে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের স্বত্বের হানি না হইবার ও নীলাম হওনার্থে ডিক্রীদারের প্রার্থনা করিবার বাধা না হওয়ার কথা। ৪৯০। এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তি ডিক্রী জারীক্রমে পুনশ্চ ক্রোক করিতে না হইবার কথা।

গ।—অনুপযুক্ত কারণে ধৃত কি ক্রোক হইলে
হানিপূরণবিষয়ক বিধি।

৪৯১। বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও ধৃত কি ক্রোক করিবার আজ্ঞা পাওয়া গেলে হানিপূরণের কথা। উপবিধি।

---

৩৫ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধ বিষয়ক ও মোকর্দ্দমার চলনকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

ক।—কিয়ৎকালীন নিষেধবিষয়ক বিধি।

৪৯২। যে স্থলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধের আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা। ৪৯৩। চুক্তিভঙ্গ পুনশ্চ কি আর না করিবার নিষেধের কথা। ৪৯৪। নিষেধসূচক আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে নোটিস দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। ৪৯৫। সমাবায়িত সমাজের প্রতি নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা ঐ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের ও কার্য্যকারকদের উপর প্রবল হওয়ার কথা। ৪৯৬। নিষেধসূচক আজ্ঞা রহিত কি মতান্তর কি অসিদ্ধ করিবার কথা। ৪৯৭। বিশিষ্ট কারণবিনা নিষেধসূচক আজ্ঞা হইলে প্রতিবাদির হানিপূরণের কথা। উপবিধি।

খ।—মোকর্দ্দমার চলনকালীন আজ্ঞা।

৪৯৮। কাঁচা দ্রব্য বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দেওনের ক্ষমতার কথা। ৪৯৯। বিবাদীয় বিষয় আটক প্রভৃতি করিবার আজ্ঞা ও প্রবেশ করণের ও নমুনা লওনের ও পরীক্ষা করণের অনুমতি দেওনের ক্ষমতার কথা। ৫০০। নোটিস দেওয়ার পর তদ্রূপ আজ্ঞা প্রার্থনা করা যাইবার কথা। ৫০১। যে স্থলে অগৌণেই কোন পক্ষকে বিবাদীয় ভূমির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা। ৫০২। আদালতে টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত করিবার কথা।

---

৩৬ ষটত্রিংশ অধ্যায়।

গ্রাহকদের নিযুক্ত করন বিষয়ক বিধি।

৫০৩। গ্রাহকদিগকে আদালতের নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা। গ্রাহকের

দায়ের কথা। ৫০৪। কালেক্টর সাহেব যে স্থলে গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন তাহার কথা। ৫০৫। এই অধ্যায়মতে যেং আদালতের ক্ষমতা থাকে তদ্বিষয়ের কথা।

পঞ্চম ভাগ।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ক বিধি।

---

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সালীসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

৫০৬। মোকর্দ্দমার উভয় পক্ষের অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা। ৫০৭। সালীস মনোনীত করিবার কথা। যে স্থলে আদালত সালীসকে মনোনীত করিবেন তাহার কথা। ৫০৮। অর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা। ৫০৯। দুই কি তদধিক জন সালীসের প্রতি অর্পন করা গেলে, মতের অনৈক্যে সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহার বিধান করিবার কথা। ৫১০। সালীসদের কি প্রমাণ পুরুষের মৃত্যু কি অক্ষমতা প্রভৃতি হইলে তদ্বিষয়ের কথা। ৫১১। আদালতের দ্বারা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হওয়ার কথা। ৫১২। ৫০৯ কি ৫১০ কি ৫১১ ধারা মতে যে সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হন তাঁহার ক্ষমতার কথা। ৫১৩। সাক্ষিদিগকে সমন করিবার কথা। ত্রুটি প্রভৃতি হেতুক দণ্ডের কথা। ৫১৪। মীমাংসা করিবার সময় বৃদ্ধির কথা। ৫১৫। সালীসদের পরিবর্ত্তে প্রমাণপুরুষের সালীসী করিতে পারিবার কথা। ৫১৬। মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবার কথা। ৫১৭। সালীসদের কি প্রমাণ পুরুষের বিশেষ বিষয় ব্যক্ত করিতে পারিবার কথা। ৫১৮। কোনং স্থলে প্রার্থনামতে আদালতের মীমাংসা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবার কথা। ৫১৯। সালীসীতে অর্পণ করণের খরচ বিষয়ক আজ্ঞার কথা। ৫২০। মীমাংসা কি সালিসীতে অর্পিত বিষয় যে স্থলে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে তাহার কথা। ৫২১ মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার হেতুর কথা। ৫২২ মীমাংসানুসারে ডিক্রী হইবার কথা। পরে ডিক্রী হইবার কথা। ৫২৩। সালীসীতে অর্পণ করণের সম্মতিপত্র আদালতে অর্পণ করা যাইতে পারি-

বার কথা। ঐ প্রার্থনাপত্রে নম্বর দিয়া তাহা রেজেষ্টরী করিবার কথা। আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দেখাইবার নোটিসের কথা। ৫২৪। সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞানুসারে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবার কথা। ৫২৫ আদালতের হস্তক্ষেপকরণ বিনা সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা অর্পণ করিবার কথা। প্রার্থনাপত্রে নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা। সালীসীর উভয় পক্ষকে নোটিস দিবার কথা। ৫২৬। ঐ মীমাংসা অর্পণ ও প্রবল করণের কথা।

---

৩৮ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

উভয় পক্ষের সম্পত্তিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৫২৭। আদালতের অভিমত জ্ঞাত হওয়ার জন্যে বর্ণনা করিবার ক্ষমতার কথা। ৫২৮। যে স্থলে বিষয়ের মূল্য ব্যক্ত হইবে তাহার কথা। ৫২৯। নিয়মপত্র মোকর্দ্দমার ন্যায় অর্পণ করিবার ও তাহার নম্বর দিবার কথা। ৫৩০। উভয় পক্ষের আদালতের ক্ষমতাধীন থাকার কথা। ৫৩১। ঐ বিষয় শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

---

৩৯ ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের উপর সরাসরী কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৩২। বিল অফ একস্‌চেঞ্জ প্রভৃতির উপর সরাসরী মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার কথা। সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে দিবার কথা। ৫৩৩। প্রতিবাদী দোষগুণ মূলক উত্তর দেখাইলে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবার কথা। ৫৩৪। ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা। ৫৩৫। কোর্টের কার্য্যকারকের হস্তে বিল রাখিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা। ৫৩৬। বিল অমান্য হইলে অগ্রাহ্য হওয়ার কথা লিখিবার খরচ আদায়ের কথা। ৫৩৭। এই অধ্যায়মত মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৫৩৮। এই অধ্যায়ের বিধান বিস্তৃত করিবার ক্ষমতার কথা।

---

৪০ চত্বারিংশ অধ্যায় ।

সাধারণের হিতার্থে দত্ত ধনবিষয়ক মোকর্দ্দমার বিধি ।

৫৩৯। সাধারণের হিতার্থে দত্তধনবিষয়ক মোকর্দ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা।

ষষ্ঠ ভাগ ।

আপীলবিষয়ক বিধি ।

---

৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

মূল ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি ।

৫৪০। স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ না হইলে মূল সকল ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবার কথা। ৫৪১। আপীল লিখিবার পাঠের কথা। মর্ম্মাত্মকপত্রের সঙ্গে ডিক্রীর ও বিচারের নকল দিতে হইবার কথা। আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের কথা। ৫৪২। যেং হেতু ব্যক্ত থাকে আপেলাণ্টের কেবল সেইং হেতু ধরিতে পারিবার কথা। ৫৪৩। মর্ম্মাত্মকপত্র কি আপত্তির হেতুপত্র অগ্রাহ্য হইবার কথা। ৫৪৪। অনেক বাদির কি প্রতিবাদির সাধারণ হেতুমূলক ডিক্রী হইলে এক জনের সম্পূর্ণ ডিক্রী অন্যথা করাইতে পারিবার কথা।

ডিক্রী জারীর উপর আপীল হইলে তাহা স্থগিত ও জারীকরণ বিষয়ক বিধি ।

৫৪৫। কেবল আপীল হওয়া প্রযুক্ত ডিক্রীজারী স্থগিত না হওয়ার কথা। যে ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারে, আপীল করিবার সময় গত হওয়ার পূর্ব্বে সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার কথা। ডিক্রী জারী স্থগিত হইবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে জামিন লইতে হইবার কথা। ৫৪৬। যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা জারী করিবার আজ্ঞা হইলে জামিনের কথা। ৫৪৭। গবর্ণমেণ্টের কি রাজকীয় কার্য্যকারকদের স্থানে জামিন লইতে না হইবার কথা। ডিক্রীর উপর আপীল হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৫৪৮। আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র রেজিষ্টরী

করিবার কথা। ৫৪৯। আপেলাণ্টকে খরচার জামিন দিতে আপীল আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। আপেলাণ্ট ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা। ৫৫০। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে আপীল আদালতের নোটিস দিবার কথা। আপীল আদালতে কাগজ পত্র পাঠাইবার কথা। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে দস্তাবেজের নকলের কথা। ৫৫১। নিম্নতর আদালতে নোটিস না পাঠাইয়া নিষ্পত্তি দৃঢ় করিবার ক্ষমতার কথা। ৫৫২। আপীল শুনিবার দিনের কথা। ৫৫৩। আপীল শুনিবার দিনের নোটিস প্রকাশ ও জারী করিবার কথা। আপীল আদালতের নিজে ঐ নোটিস জারী করাইতে পারিবার কথা। ৫৫৪। নোটিসের মর্ম্মের কথা। শ্রবণকালীন কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৫৫৫। আরম্ভ করিবার স্বত্বের কথা। ৫৫৬। আপেলাণ্টের ত্রুটি প্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইবার কথা। এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনিবার কথা। ৫৫৭। আপেলাণ্ট নোটিসের খরচা না দেওয়াতে নোটিস জারী না হইলে, আপীল ডিসমিস করিবার কথা। উপবিধি। ৫৫৮। ত্রুটি প্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইলে পর পুনশ্চ গ্রাহ্য হওয়ার কথা। ৫৫৯। শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ করণের ও যাঁহাদিগকে স্বার্থী বলিয়া জ্ঞান হয় তাঁহাদিগকে রিস্পাণ্ডেণ্টদের মধ্যে আনিতে আদেশ করিবার ক্ষমতার কথা। ৫৬০। এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে রিস্পাণ্ডেণ্টের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাঁহার প্রার্থনামতে পুনশ্চ শুনিবার কথা। ৫৬১। শুনিবার সময়ে স্বতন্ত্র আপীল উপস্থিত করণের ন্যায় ডিক্রীর বিষয়ে রিস্পাণ্ডেণ্টের আপত্তি করিতে পারিবার কথা। নোটিস লিখিবার পাঠ ও তৎপ্রতি যেং বিধান খাটে তাহার কথা। ৫৬২। আপীল আদালতের ঐ মোকর্দ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার কথা। ৫৬৩। যে স্থলে অন্য প্রমাণ লইবার বাধা হয় তাহার কথা। ৫৬৪। ফিরিয়া পাঠাইবার সীমার কথা। ৫৬৫। কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে তাহা প্রচুর হইলে আপীল আদালতের শেষ নিষ্পত্তি করিবার কথা। ৫৬৬। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, আপীল আদালত যে স্থলে ইস্থ নিরূপণ করিয়া সেই আদালতের বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারেন তাহার কথা। ৫৬৭। ঐ নির্ণয়পত্র ও প্রমাণ কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবার কথা। নির্ণয়ের উপর আপত্তির কথা। আপীল নিষ্পত্তির কথা। ৫৬৮। আপীল আদালতে অন্য প্রমাণ

উপস্থিত করিবার কথা। ৫৬৯। অন্য প্রমাণ লইবার নিয়মের কথা। ৫৭০। বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

আপীলে বিচার বিষয়ক বিধি।

৫৭১। যে সময়ে ও স্থানে বিচার প্রচার করা যাইবে তাহার কথা। ৫৭২। বিচার যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা। ৫৭৩। বিচারপত্র অনুবাদ করিবার কথা। ৫৭৪। বিচারপত্রের মর্ম্মের কথা। তারিখের ও স্বাক্ষরের কথা। ৫৭৫। দুই বা তদধিক জন বিচারপতি আপীল শুনিলে নিষ্পত্তির কথা। ৫৭৬। অসম্মতি লিখিতে হইবার কথা। ৫৭৭। বিচারপত্রে যেরূপ আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা। ৫৭৮। ভ্রম কি বেদাঁড়াপ্রযুক্ত দোষগুণের কি বিচারাধিপত্যের বিঘ্ন না ঘটিলে ডিক্রী অন্যথা কি মতান্তর না করিবার কথা।

আপীলের ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

৫৭৯। ডিক্রীর মর্ম্মের কথা। বিচারে কোন বিচারপতি অসম্মত হইলে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার অপ্রয়োজনের কথা। ৫৮০। বিচারপত্রের ও ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষকে দিবার কথা। ৫৮১। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে ডিক্রীর সর্টিফিকটযুক্ত নকল পাঠাইবার কথা। ৫৮২। আপীল আদালতের ক্ষমতা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ন্যায় হওয়ার কথা। ৫৮৩। আপীল আদালতের ডিক্রী জারী করিবার কথা।

---

৪২ দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

আপীলী ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

৫৮৪। হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপীলের কথা। দ্বিতীয় আপীলের হেতুর কথা। ৫৮৫। কেবল ৫৮৪ ধারার লিখিত হেতুতে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবার কথা। ৫৮৬। কোন২ মোকর্দ্দমায় দ্বিতীয় আপীল হইতে না পারিবার কথা। ৫৮৭। দ্বিতীয় আপীল বিষয়ক বিধান।

---

৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

৫৮৮। যে২ আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারে তাহার কথা। ৫৮৯। যে২ আদালত আপীল শুনিবেন তাহার কথা। ৫৯০। আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৫৯১। মোকর্দ্দমা চলনের সময়ে যে আজ্ঞা করা যায় ডিক্রীর পূর্ব্বে তাহার উপর আপীল হইতে না পারিবার কিন্তু ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তদন্তর্গত ভ্রম কি দোষ প্রকাশ করা যাইতে পারিবার কথা।

---

৪৪ চতুর্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাপরদের আপীল বিষয়ক বিধি।

৫৯২। পাপরস্বরূপ যাঁহারা আপীল করিতে পারিবেন তাহাদের কথা। আপীল গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৫৯৩। দীনতার অনুসন্ধান লওন বিষয়ক কথা। উপবিধি।

---

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল বিষয়ক বিধি।

৫৯৪। "ডিক্রী" শব্দের অর্থ নির্ণয়ের কথা। ৫৯৫। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যে২ স্থলে আপীল হইতে পারিবে তাহার কথা। ৫৯৬। বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যের কথা। ৫৯৭। কোন২ আপীল হওয়ার বাধার কথা। ৫৯৮। যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় তাহার নিকট প্রার্থনার কথা। ৫৯৯। যে সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করিতে হইবে তাহার কথা। ৬০০। মূল্যের কি যোগ্যতার সার্টিফিকটের কথা। ৬০১। সার্টিফিকট দিতে অস্বীকার করণের ফলের কথা। ৬০২। সার্টিফিকট দেওয়া গেলে জামিনের ও টাকা আমানতের কথা। ৬০৩। আপীল গ্রাহ্য হওনের ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৬০৪। জামিন গ্রাহ্য হওয়া নিরাকরণ করিবার কথা। ৬০৫। অন্য জামিন কি টাকা দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। ৬০৬। আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিবার ফলের কথা। ৬০৭। আমানতের উদ্বর্ত্ত টাকা ফিরিয়া দিবার কথা। ৬০৮। আপীল উপস্থিত

থাকিতে আদালতের ক্ষমতার কথা। ৬০৯। জামিন প্রচুর নয় দেখা গেলে তাহা বৃদ্ধি করিবার কথা। ৬১০। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৬১১। ডিক্রীজারীকরণ সম্পর্কীয় আজ্ঞার উপর আপীলের কথা। ৬১২। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা। বিধিপ্রকাশ করিবার কথা। ৬১৩। এইক্ষণে যে বিধি আছে তাহা আইন সিদ্ধ করিবার কথা। ৬১৪। রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবের কথা। ৬১৫। বঙ্গদেশীয় ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণের অর্থের কথা। ৬১৬। শ্রীশ্রীমতীর অভিমত রক্ষার কথা, ও জুডিশ্যল কমিটীর সম্মুখে কার্য্যচলনের বিধি রক্ষার কথা।

সপ্তম ভাগ।

---

৪৬ ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নকরণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

৬১৭। হাইকোর্টে প্রশ্নকরণ বিষয়ক কথা। ৬১৮। হাই কোর্টের অভিমতের অপেক্ষায় আদালতের ডিক্রী করিতে পারিবার কথা। ৬১৯। হাই কোর্টের বিচারপত্র পাঠাইবার ও তদনুসারে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা। ৬২০। হাই কোর্টে অর্পণ করিবার খরচের কথা। ৬২১। যে আদালত প্রশ্ন করেন তাহার ডিক্রী পরিবর্ত্তনাদি করিবার ক্ষমতার কথা। ৬২২। ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালতের, কিম্বা আপীল হইলে নিম্নতর আদালতের নিষ্পত্তি করা মোকর্দ্দমার কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

অষ্টম ভাগ।

---

৪৭ সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিচারের সমালোচন বিষয়ক বিধি।

৬২৩। বিচারের সমালোচন হইবার প্রার্থনার কথা। ৬২৪। যাঁহার নিকট সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা হইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা। ৬২৫। সমালোচন হওয়ার প্রার্থনাপত্র লিখিবার পাঠের কথা। ৬২৬। প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য

করণ বিষয়ক কথা। প্রার্থনা গ্রাহ্য করণবিষয়ক কথা। উপবিধি। ৬২৭। আদালতে দুই কি তদধিক জন জজ থাকিলে সমালোচনের প্রার্থনাপত্রের কথা। ৬২৮। প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়ার কথা। ৬২৯। আদালতের আজ্ঞা চূড়ান্ত হওয়ার কথা। ৬৩০। প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে রেজিষ্টরী করিবার ও পুনঃশ্রবণের আজ্ঞার কথা।

নবম ভাগ।

৪৮ অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

চার্টরপ্রাপ্ত হাই কোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি।

৬৩১। কেবল কোন২ হাই কোর্টের প্রতি এই অধ্যায় খাটিবার কথা। ৬৩২। হাই কোর্টের প্রতি এই আইন খাটিবার কথা। ৬৩৩। স্বীয় বিধিমতে হাই কোর্টের বিচার লিপিবদ্ধ করিবার কথা। ৬৩৪। খরচা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিবার ও পশ্চাৎ খরচা সম্পর্কে জারী করিবার ক্ষমতার কথা। ৬৩৫। অনুমতি না পাইলে কোর্টের প্রতি আর্টর্ণিদের বক্তৃতা করিতে না পারিবার কথা। ৬৩৬। মোকর্দ্দমার আর্টর্ণির দ্বারা হাই কোর্টের পরওয়ানা জারী হইতে পারিবার কথা। ৬৩৭। যে কার্য্য বিচার সম্পর্কীয় নয় রেজিষ্ট্রারের দ্বারা সেই কার্য্য হইতে পারিবার কথা। ৬৩৮। দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আর্দৌ বিচার করণের ক্ষমতাপক্ষে হাই কোর্টের প্রতি যে২ ধারা না খাটে তাহার কথা। ঋণ শোধে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যপ্রতি এই আইন না বর্ত্তিবার কথা। ৬৩৯। পাঠ নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।

দশম ভাগ।

৪৯ উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

৬৪০। কোন২ স্ত্রীলোকদের আদালতে পবেশনহইতে মুক্ত থাকার কথা। ৬৪১। কোন২ ব্যক্তিকে আদালতে পবেশনহইতে মুক্ত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের

ক্ষমতার কথা। যাঁহাদিগকে মুক্ত করা যায় নিম্নআদালতে তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্ট রাখিবার কথা। সেই অনুগ্রহের দাওয়া হইলে আমীন নিযুক্ত করার প্রয়োজন হওয়াতে খরচের কথা। ৬৪২। যাঁহারা আসেধ হইতে মুক্ত তাঁহাদের কথা। ৬৪৩। কোন২ অপরাধের স্থলে কার্য্য প্রণালীর কথা। ৬৪৪। চতুর্থ তফসীলের পাঠের কথা। ৬৪৫। অধীন আদালতের ভাষার কথা। ৬৪৬। ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রারদের মোকর্দ্দমার বর্ণনা করিবার কথা। ৬৪৭। মোকর্দ্দমা-ঘটিত বিবিধ কার্য্যের কথা। আফিডেবিট প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য করিবার কথা। ৬৪৮। যে ব্যক্তিকে ধৃত বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা জিলার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৬৪৯। ধৃত বা বিক্রয় করণার্থ কি টাকা দেওয়নার্থ সকল দেওয়ানী পরওয়ানার প্রতি এই বিধি খাটিবার কথা। ৬৫০। সাক্ষ্যবিষয়ক বিধি খাটিবার কথা। ৬৫১। আইনমতে আটক থাকিয়া পলায়ন করিবার দণ্ডের কথা। ৬৫২। কার্য্যপ্রণালীর উপকরনার্থ বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

প্রথম তফসীল।—ক—রহিত রাজব্যবস্থা।

খ—রহিত আইন।

গ—রহিত আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।—যেং অধ্যায় ও ধারা মফঃসলের ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালতে প্রচলিত হইবে তাহার নির্ঘণ্ট পত্র।

তৃতীয় তফসীল।—বোম্বাইয়ের আইন।

চতুর্থ তফসীল।—পাঠ।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নামের কথা। যে অবধি প্রচলিত হইবে। ব্যাপকতার কথা।

১ ধারা।—"দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন," নামে এই আইনের উল্লেখ হইতে পারিবে। তাহা ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিবস অবধি চলিত হইবে।

এই ধারা ও ৩ ধারা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে ব্যাপ্ত হইবে। অন্য সকল ধারা, ১৮৭৪ সালের ১৪ আইনের নির্দ্দিষ্ট তফসীলের উল্লিখিত প্রদেশ ছাড়া, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে প্রচলিত হইবে ইতি।

অর্থকরণের ধারা।

২ ধারা।—বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা বিপরীত ভাব বোধ না হইলে, এই আইনে,

"অধ্যায়।"

"অধ্যায়" শব্দে এই আইনের অধ্যায় জানিতে হইবে।

"জিলা।" "জিলার আদালত।"

মোকর্দ্দমা আদৌ শুনিবার পক্ষে প্রধান দেওয়ানী আদালতের এলাকা যে সীমার মধ্যে ব্যাপ্ত হয় "জিলা" শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান জানিতে হইবে। এই আইনে ঐ আদালত "জিলার আদালত" নামে খ্যাত হইল। দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

আদৌ শুনিবার পক্ষে হাই কোর্টের সাধারণ এলাকা যে সীমার মধ্যে ব্যাপ্ত হয় জিলা শব্দের মধ্যে তাহাও গণ্য। জিলার আদালত অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর প্রত্যেক আদালত ও ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার প্রত্যেক আদালত এই আইনের কার্য্যপক্ষে হাই কোর্টের ও জিলার আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

"প্লীডর।"

আদালতে উপস্থিত হইয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে সমর্থন করিতে যাঁহার অধিকার থাকে "প্লীডর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে, ইহার মধ্যে আডবোকেট ও উকীল এবং হাই কোর্টের আটর্নিও গণ্য।

"গবর্ণমেণ্টের উকীল।"

এই আইনে গবর্ণমেণ্টের উকীলের প্রতি যে সকল কার্য্য স্পষ্টরূপে অর্পিত হইল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই সকল কি তন্মধ্য কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, "গবর্ণমেণ্টের উকীল" শব্দে তিনিও গণ্য।

"কালেক্টর।"

যে প্রত্যেক কার্য্যাকারক ভূমির রাজস্বের কালেক্টরের কর্ম্ম করেন, "কালেক্টর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

"বিচার।"

মোকর্দ্দমা কি আদালতের আনুষ্ঠানিক অন্য কার্য্য যে আজ্ঞার কি ডিক্রীর দ্বারা নির্ণীত হয়, বিচারপতি আপনার সেই আজ্ঞার কি ডিক্রীর মূল বলিয়া যে কথা ব্যক্ত করেন "বিচার" শব্দে সেই কথাই বুঝাইবে।

"ডিক্রী।"

আদালতের দাঁড়ামত যে আজ্ঞাপত্রে মোকর্দ্দমার কি আদালতের আনুষ্ঠানিক অন্য কার্য্যের নিষ্পত্তির ফল সংগৃহীত হয়, "ডিক্রী" শব্দে সেই আজ্ঞাপত্র জানিতে হইবে। আপীল হইয়া পুনর্বিচার হইবার নিমিত্ত মোকর্দ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার যে আজ্ঞা হয় তাহা এই অর্থের মধ্যে ধরিতে হইবে না।

"বিচারপতি।"

"বিচারপতি" শব্দে আদালতের অধিপতিকে জানিতে হইবে।

"ডিক্রীমত খাতক।"

যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায় "ডিক্রীমত খাতক" শব্দে সেই ব্যক্তিকে জানিতে হইবে।

"ডিক্রীদার।"

ডিক্রী কিম্বা যে আজ্ঞা জারী করা যাইতে পারে এমত কোন আজ্ঞা যে ব্যক্তির

সপক্ষে করা যায় "ডিক্রীদার„ শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে। ও সেই ডিক্রী কি আজ্ঞা হস্তান্তর করিয়া কোন ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে, তিনিও সেই শব্দে গণ্য।

"লিখিত।„

"লিখিত" শব্দের মধ্যে ছাপা ও লিথগ্রাফ করাও গণ্য, ও "লিখন„ শব্দের মধ্যে ছাপা ও লিথগ্রাফ করা বিষয়ও গণ্য।

"স্বাক্ষরিত।„

কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না জানিয়া ঢেরা সহী করিলে "স্বাক্ষরিত" শব্দের মধ্যে সেই ঢেরা সহীও গণ্য।

"ভিন্নদেশীয় আদালত।„

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত যে আদালতের ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষমতা নাই ও যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের দ্বারা স্থাপিত না হয়, "ভিন্নদেশীয় আদালত" শব্দে সেই আদালত জানিতে হইবে।

"ভিন্নদেশীয় বিচার।„

"ভিন্নদেশীয় বিচার„ শব্দে ভিন্নদেশীয় আদালতের বিচার জানিতে হইবে।

"রাজকীয় কার্য্যকারক।„

নিম্নলিখিত বর্ণনার মধ্যে যে ব্যক্তি আইসেন, "রাজকীয় কার্য্যকারক„ শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে, বিশেষতঃ—

প্রত্যেক জন বিচারপতি।

শ্রীশ্রীমতীর চিহ্নিত প্রত্যেক জন কার্য্যকারক।

শ্রীশ্রীমতীর সৈনিক কি নাবিক দলের মধ্যে সনদপ্রাপ্ত প্রত্যেক জন সেনাপতি যত দিন গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন তত দিন তাঁহারা।

আদালতের কার্য্যকারকস্বরূপ যে২ ব্যক্তির আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ের তদন্ত লওয়া কি রিপোর্ট করা, কিম্বা কোন দলীল করিয়া দেওয়া কি প্রামাণিক করা কি রক্ষা করা, কিম্বা কোন সম্পত্তি জিম্মা করিয়া লওয়া কি বিক্রয়াদি করা, কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা কোন শপথ করাণ, কিম্বা দোভাষির কর্ম্ম করা, কিম্বা আদালতে সুধারা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, আদালতের এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক, ও আদালতের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি।

যে পদে থাকার বলে কোন ব্যক্তি অন্যকে কারাবদ্ধ করিতে কি করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত পদধারী প্রত্যেক ব্যক্তি।

অপরাধ নিবারণ করা, কিম্বা অপরাধের সন্ধান জ্ঞাত করা, কিম্বা অপরাধিদিগ-

কে বিচারার্থে উপস্থিত করা, কিম্বা সাধারণের স্বাস্থ্য কি নিরাপদ কি স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকস্বরূপ যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্টের এমত প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক।

কার্য্যকারক স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষে কোন সম্পাত্তি লওয়া কি গ্রহণ করা কি রাখা কি ব্যয় করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন জরীপ করা কি ট্যাক্স ধার্য্য করা কি চুক্তি করা, কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ধনসম্পর্কের কোন লাভ কি ক্ষতি হয় এমত কোন বিষয়ের তদন্ত লওয়া কি রিপোর্ট করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভ সম্পর্কীয় কোন দলীল করিয়া দেওয়া কি প্রামাণিক করা কি রক্ষা করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনসম্পর্ক রক্ষা করণার্থে কোন আইনের লঙ্ঘন নিবারণ করা যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক, ও গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে নিযুক্ত কিম্বা বেতনভোগী কার্য্যকারক, কিম্বা যাঁহারা রাজকীয় কোন কর্ম্ম নির্বাহ করণার্থে ফী কি কমিশ্যন দ্বারা পারিশ্রমিক পান এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক।

"গবর্ণমেণ্ট।„

এই আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রচলিত হয় সেই স্থানে "গবর্ণমেণ্ট„ শব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়ই গণ্য ইতি।

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৩ধারা।—এই আইনের প্রথম তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ২ আইন এতৎক্রমে তত দূর রহিত করা গেল।

পূর্ব্ব প্রকাশিত আইনে উল্লেখ হওয়ার কথা।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হওয়ার দিনের পূর্ব্বে যে আক্‌ট কি আইন কি জ্ঞাপনপত্র প্রচারিত কি প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন কিম্বা ১৮৬১ সালের ২৩ আইন কিম্বা "দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যবিধানের আইন„ কিম্বা এই আইনদ্বারা রহিত করা অন্য কোন আইনের উল্লেখ হইলে, যত দূর হইতে পারে তত দূর এই আইনের উল্লেখ কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন আইনের কথার অনুযায়ি এই আইনের কথার উল্লেখ হইল বলিয়া তাহা পাঠ করিতে হইবে।

১৮৭৭ সালের অকটোবর মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তৎসম্পার্কীয় কার্য্যপ্রণালী প্রবল রাখিবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে যে কোন মোকর্দ্দমা কি আপীল উপস্থিত

করা যায় তৎসম্পর্কীয় ডিক্রীর পূর্ব্বে যে কার্য্যপ্রণালী হইয়া থাকে, এই আইনের কোন কথার দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না ইতি।

অযোধ্যা ও পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ ও বর্ম্মাদেশ সম্পর্কীয় কোন২ আইন প্রবল রাখিবার কথা।

৪ ধারা।—৩ ধারার ২ য় প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন, এই আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত আইনের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না, অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের আদালত বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন। পঞ্জাবের আদালত বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন। ১৮৬৭ সালের ২৭ আইন। অযোধ্যার দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন। পঞ্জাবের আপীল বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইন। বর্ম্মাদেশের আদালত বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন। কিম্বা স্থানীয় যে২ আইনে ভূম্যধিকারির ও প্রজার মধ্যে মোকর্দ্দমার বিশেষ কার্য্যপ্রণালীর বিধান আছে সেই২ আইন। কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ক বিধান করণার্থ কোন স্থানীয় আইন। আরও উক্ত কোন আইনক্রমে যদি কমিশ্যনর সাহেবের ও ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি দেওয়ানী মোকর্দ্দমার সমতুল্য বিচারাধিপত্য প্রদান করা গিয়াথাকে, তবে এই আইনের কার্য্যপক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে জিলার আদালত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা নির্ণয় করিবেন ইতি।

মফঃসলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি যে২ ধারা খাটে তাহার কথা।

৫ ধারা।—দ্বিতীয় তফসীলে এই আইনের যে২ অধ্যায়ের ও ধারার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা যত দূর বর্ত্তিতে পারে ১৮৬৫ সালের ১১ আইনমতে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালতেরও প্রতি ততদূর বর্ত্তিবে। এই আইনের অন্য সকল অধ্যায় ও ধারা সেই২ আদালতে বর্ত্তে না। ক্রোক করণার্থে কিম্বা ডিক্রীজারী করণার্থে সেই২ আদালতের এইক্ষণে যে২ ক্ষমতা আছে, এই আইনের কোন কথার দ্বারা যে সেই২ ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

বিচারাধিপত্য ও কার্য্যপ্রণালী রক্ষার কথা।

৬ ধারা।—এই আইনের কোন কথার দ্বারা নিম্নলিখিত আদালত প্রভৃতির বিচারাধিপত্যের কি কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিক্রম হইবে না অর্থাৎ

(ক) সৈনিক কোর্ট রিক্বেষ্টের।

(ক) সৈনিক কোর্ট রিক্বেষ্টের, ও

(খ) বোম্বাইয়ে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত সৈনিকদের।

(খ) বোম্বাই দেশের সৈন্যেরা যে সেনানিবেশ স্থানে ও মোকামে বাস করেন,

তথাকার সৈনিক বাজারে ঐ দেশের যে২ কার্য্যকারক একক ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার বিচার করণার্থে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত হন তাঁহার,

(গ) মান্দ্রাজের গ্রামের মুনসেফদের ও গ্রামের পঞ্চায়তদের কথা।

(গ) মান্দ্রাজ দেশীয় আইনের বিধানমতে গ্রাম্য মুনসেফদের কিম্বা গ্রামের পঞ্চায়তদের,

(ঘ) রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেব যোত্রহীনদের আদালত স্বরূপ অধিবিষ্ট হইলে তাঁহার কথা।

(ঘ) রাঙ্গুণে কি মৌলমেনে কি আক্যাবে কি বাসীনে যোত্রহীনদের আদালত স্বরূপ অধিবিষ্ট রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবের।

ও যত টাকার বা যত টাকা মূল্যের মোকর্দ্দমায় যে আদালতের সাধারণ বিচারাধিপত্য আছে এই আইনের কোন কথা দ্বারা উক্ত কোন আদালতের প্রতি তদধিক টাকার কি তদধিক মূল্যের মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য দেওনরূপ ফল হইবে না ইতি।

৭ ধারা।—এই ধারার নির্দ্দিষ্ট বা উল্লিখিত আইনের কোন বিশেষ বিধানের সঙ্গে এই আইনের নির্দ্ধারিত বিধি অসঙ্গত না হইলে,

বোম্বাইয়ের কোন২ আইন প্রবল রাখিবার কথা।

(ক) বোম্বাইয়ের ১৮৩০ সালের ১৩ আইনের ও ১৮৪০ সালের ১৫ আইনের উল্লিখিত মোকর্দ্দমায় ঐ২ আইনের বিধানমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন২ জায়গীরদারেরা ও অন্য কর্তৃপক্ষেরা যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া থাকেন তৎসম্পর্কে এবং

(খ) এই আইনের তৃতীয় তফসীলের উল্লিখিত আইনে যে২ প্রকারের মোকর্দ্দমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসম্পর্কে,

ঐ২ মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী, এবং ঐ২ আইন অনুসারে দেওয়ানী আদালতে যে২ আপীল করিবার অনুমতি হয় তৎসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী, এই আইনের নির্দ্ধারিত বিধিমতে হইবে ইতি।

রাজধানীর ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালতের প্রতি বিশেষমতে বর্ত্তান না গেলে এই আইন না বর্ত্তিবার কথা।

৮ ধারা।—৩, ২৫, ৮৬, ২২৩, ২২৫, ও ৩৮৬ ধারার ও ৩৯ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন, এই আইন কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই নগরে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার কোন আদালতে কোন মোকর্দ্দমার কি আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের প্রতি খাটিবে না, কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া, উক্ত কোন আদালতে, আপীল ও বিচারের পুনরালোচনা বিষয়ক বিধিছাড়া, এই আইন কি তাহার কোন অংশ প্রচলিত করিতে পারিবেন ইতি।

আইনের ভাগের কথা।

৯ ধারা।—এই আইন নিম্নলিখিত দশ ভাগে বিভক্ত হইল,

প্রথম ভাগ।—মোকদ্দমার সাধারণ বিধি। দ্বিতীয় ভাগ।—নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি। তৃতীয় ভাগ।—বিশেষ স্থলের মোকদ্দমার বিধি। চতুর্থভাগ।—অল্পকালীন প্রতিকারের বিধি। পঞ্চম ভাগ।—বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি। ষষ্ঠ ভাগ।—আপীল বিষয়ক বিধি। সপ্তম ভাগ।—হাই কোর্টের নিকট প্রশ্ন ও হাইকোর্টের পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি। অষ্টম ভাগ।—বিচারের পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি। নবম ভাগ।—চার্টর প্রাপ্ত হাইকোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি। দশম ভাগ।—বিবিধ কোন২ বিষয়ের বিধি ইতি।

প্রথম ভাগ।

মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।

---

১ প্রথম অধ্যায়।

আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন ব্যক্তির আদালতের এলাকার বহির্ভূত না হওয়ার কথা।

১০ ধারা।—দেওয়ানী মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যপক্ষে কোন ব্যক্তি বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন আদালতের বিচারাধিপত্যহইতে মুক্ত হইবেন না ইতি।

বিশেষমতে নিবারিত না হইলে আদালতের দ্বারা দেওয়ানী সকল মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।

১১ ধারা।—যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন আদালতের কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার বাধা না হইলে, পশ্চাৎ লিখিত বিধান প্রবল মানিয়া দেওয়ানী ভাবের সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদালতের আধিপত্য থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—কোন মোকদ্দমায় সম্পত্তিতে কিম্বা কোন পদে স্বত্ববিষয়ক বিবাদ হইলে, যদিও ধর্ম্মক্রিয়া কি ধর্ম্মবিধিঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর ঐ স্বত্বের সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে, তথাপি তাহা দেওয়ানী ভাবের মোকদ্দমা ইতি।

যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার কথা।

১২ ধারা।—কোন মোকদ্দমায় যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয়, যদি স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে সেই বিষয় লইয়া সেই উপকার প্রাপণার্থে সেই ব্যক্তিদের মধ্যে, কিম্বা সেই ব্যক্তিরা কি তাঁহাদের কোন জন যাঁহাদের অধীনে দাওয়া করেন তাঁহাদের মধ্যে,

অন্য মোকদ্দমা পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া তৎকালে কোন আদালতে, কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সেই উপকার করিবার ক্ষমতাপন্ন নিম্নতর কি উচ্চতর শ্রেণীর অন্য কোন আদালতে, কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভা-ধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের দ্বারা স্থাপিত ও তত্তুল্য বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট কোন আদালতে, কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর সম্মুখে উপস্থিত থাকে, তবে ২০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা স্থগিত না থাকিলে, ঐ আদালত সেই বিষয়ের সেই মোকদ্দমার বিচার করিবেন না।

ব্যাখ্যা।—ভিন্নদেশীয় আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলেও ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতে নালিশের সেই হেতুমূলক মোকদ্দমার বিচার হইবার নিষেধ নাই ইতি।

পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

১৩ ধারা।—কোন মোকদ্দমায় কি বিবাদীয় বিষয়ে স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে যে বিষয়ের ইসু হয়, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহা শুনিয়া চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিলে পর, অন্য কোন আদালত সেই স্বত্বক্রমে বিবাদী সেই ব্যক্তিদের, কিম্বা তাঁহাদের কি তন্মধ্য কোন ব্যক্তিদের অধীনে অন্য দাওয়াদারদের সেই বিষয়ের কি ইসুর অন্য মোকদ্দমার বিচার করিবেন না।

প্রথম ব্যাখ্যা।—উক্ত যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, পূর্ব্ব মোকদ্দমায় এক পক্ষের সেই বিষয় ব্যক্ত করা, ও অন্য পক্ষের স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ সেই বিষয় অপহ্নব কিম্বা স্বীকার করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ব মোকদ্দমায় প্রতিবাদের বা অভিযোগের হেতু বলিয়া যে বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারিত কি করা উচিত ছিল, তাহাই স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় বলিয়া জ্ঞান হইবে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা।—আবেদনপত্রে যে উপকারের দাওয়া হয়, তাহা ডিক্রীক্রমে স্পষ্টরূপে না দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অস্বীকার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

চতুর্থ ব্যাখ্যা।—আদালত আপনার যে নিষ্পত্তি (পুনরালোচনা না করিয়া) কোন পক্ষের প্রার্থনামতে পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা আপনার প্রবৃত্তিমতে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে না পারেন, এমত নিষ্পত্তি এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হয়। যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারে তাহাও আপীল না হওন পর্য্যন্ত এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হইতে পারে।

পঞ্চম ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তিরা সাধারণভাবে আপনাদের ও অন্যদের পক্ষে

স্বকীয় কোন স্বত্বের দাওয়া করিয়া সরলভাবে বিবাদী হইলে, ঐ স্বত্বে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে, তাঁহাদিগকেও এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ বিবাদিদের অধীন দাওয়াদার বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা।—যদি ভিন্নদেশীয় বিচারের উপর নির্ভর হইয়া থাকে, তবে সেই আদালতের এলাকা নাই ইহা কাগজপত্র দ্বারা দৃষ্ট না হইলে, নিয়মিতরূপে প্রমাণীকৃত সেই বিচারপত্র উপস্থিত করাই সেই আদালতের উপযুক্ত ক্ষমতার আনুমানিক প্রমাণ হইবে। কিন্তু এলাকা না থাকার প্রমাণ করা গেলে সেই অনুমানের নিরাকরণ হইতে পারিবে ইতি।

যে স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচার ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার বাধক হইবে না তাহার কথা।

১৪ ধারা।—নিম্নলিখিত স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচারপ্রযুক্ত ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না,

(ক) যদি ঐ বিচার মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনায় ব্যক্ত করা না যায়, (খ) ভিন্ন২ দেশের মধ্যে পরস্পর যে ব্যবস্থা স্বীকৃত আছে সেই ব্যবস্থার, কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের, ভ্রমাত্মক মর্ম্ম ধরিয়া বিচার হইল, আনুষ্ঠানিক কার্য্য দেখিলেই যদি ইহা বোধ হয়, (গ) যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচারপত্র উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের জ্ঞানে যদি সেই বিচার স্বাভাবিক ন্যায়ের বিপরীত হইয়া থাকে, (ঘ) যদি প্রতারণাক্রমে পাওয়া গিয়া থাকে, (ঙ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনে উল্লঙ্ঘনমূলক যে দাওয়া হয়, যদি সেই বিচারে এমত দাওয়ার প্রতিপোষণ হইয়া থাকে ইতি।

---

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

যে আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

১৫ ধারা।—অতি নিম্ন শ্রেণীর যে আদালত যে মোকদ্দমা বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদালতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে ইতি।

বিবাদীয় বিষয় যে স্থানে থাকে সেই স্থানে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা।

১৬ ধারা।—কোন আইনের টাকার কি অন্য বিষয়ের যে সীমা নির্দ্ধারিত থাকে তাহা প্রবল মানিয়া,

(ক) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার, (খ) স্থাবর সম্পত্তি বণ্টন করিবার,

(গ) স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গেলে তাহা বিক্রয় কি উদ্ধার করিবার, (ঘ) স্থাবর সম্পত্তিতে অন্য কোন স্বত্ব কি স্বা [illegible] নির্ণয় করিবার, (ঙ) স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্যহেতুক হানিপুরণ পাইবার, (চ) অস্থাবর যে সম্পত্তি আটক রাখণ কি ক্রোক করণ অবস্থায় আছে তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা হইলে, সম্পত্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে।

পরন্তু প্রতিবাদির দ্বারা কিম্বা তৎপক্ষে যে স্থাবর সম্পত্তি ভোগ হইতেছে তৎসম্পর্কীয় উপকার, কিম্বা ঐ সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় হওয়াতে হানিপুরণ, প্রার্থনা হইলে, যদি প্রতিবাদী আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিলেই প্রার্থিত উপকার সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইতে পারে, তবে ঐ সম্পত্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে হয় সেই আদালতে, না হয় প্রতিবাদী যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে যথার্থই কি স্বেচ্ছাক্রমে বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কিম্বা লাভার্থে নিজে কর্ম্ম করেন সেই আদালতে, মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "সম্পত্তি" শব্দে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সম্পত্তি জানিতে হইবে ইতি।

প্রতিবাদিরা যে স্থানে বাস করেন কিম্বা নালিশ করিবার হেতু যে স্থানে উত্থিত হয় সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

১৭ ধারা।—পূর্ব্বোক্ত সীমা প্রবল মানিয়া, অন্য সকল মোকদ্দমা এমত কোন আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে যাহার এলাকার সীমার মধ্যে,

(ক) নালিশের হেতু উত্থিত হয়, অথবা (খ) মোকদ্দমার আরম্ভ হওন সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, অথবা (গ) প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমার আরম্ভ হওন সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন। কিন্তু এমত স্থলে আদালতের অনুমতি দেওয়া, কিম্বা যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন কি ব্যবসায় না চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন তাঁহাদের ঐ রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ে সম্মত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথম ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির এক স্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্তে বাসা থাকিলে, তাঁহার কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উত্থিত হইলে, তৎসম্পর্কে উভয় স্থানেই তাঁহার বাস হইতেছে এমত জ্ঞান হইবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—কোন সমবায়িত সমাজ কি কোম্পানি ব্রিটনীয় ভারত-বর্ষের অন্তর্গত আপনার একই কিম্বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে, কিম্বা অন্য স্থানে তাহার নিম্নতর কার্য্যালয় থাকিলে ও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে, তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কলিকাতার এক জন ব্যবসায়ী। বলরাম দিল্লীতে ব্যবসায় চালাইতেছেন, কলিকাতায় তাঁহার যে কর্ম্মকারক থাকেন বলরাম তাঁহার দ্বারা আনন্দের স্থানে মাল ক্রয় করিয়া তাঁহাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির হস্তে ঐ মাল অর্পণ করিতে বলেন। আনন্দ তদনুসারে কলিকাতায় ঐ মাল অর্পণ করেন। আনন্দ সেই দ্রব্যের মূল্য পাইবার নিমিত্তে বলরামের নামে নালিশ করিতে চাহিলে, কলিকাতায় নালিশের হেতু হওয়াতে কলিকাতায়, কিম্বা দিল্লীতে বলরাম ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া দিল্লীতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ শিমলায়, বলরাম কলিকাতায় ও চন্দ্র দিল্লীতে বাস করেন। বারাণসীতে তিন জনেরই পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। খৎ দেখাইলেই যাহার টাকা দেওয়া যাইবে বলরাম ও চন্দ্র যৌতায় এমত এক খানি খৎ লিখিয়া আনন্দকে দেন। বারাণসীতে নালিশের হেতু উঠিয়াছিল বলিয়া আনন্দ সেই স্থানে বলরামের ও চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, আরও বলরাম কলিকাতায় ও চন্দ্র দিল্লীতে বাস করেন বলিয়া কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে নালিশ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহার প্রত্যেক স্থলে যে বাদী যে স্থানে বাস না করেন তিনি আপত্তি করিলে, আদালতের অনুমতি বিনা ঐ মোকদ্দমা সেই স্থানে গ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

ব্যক্তির কি অস্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

১৮ ধারা।—কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির উপর অন্যায় কার্য্য হওয়াতে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা হইলে, সেই অন্যায় কার্য্য যদি এক আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানে হইয়া থাকে ও প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানে বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কি লভ্যার্থে স্বয়ং কর্ম্ম করেন, তবে বাদী উক্ত যে আদালতে চাহেন সেই আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ দিল্লীতে বাস করেন ও কলিকাতায় আসিয়া বলরামকে প্রহার

করেন। বলরাম কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ দিল্লীতে বাস করিয়া কলিকাতায় বলরামের অপবাদজনক কথা প্রকাশ করেন বলরাম কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

(গ) রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান কার্য্যালয় হাবড়ায় আছে আনন্দ সেই কোম্পানির রেলগাড়িতে যাইতেছেন এমন সময়ে আলাহাবাদে পঁহুছিলে কোম্পানির শৈথিল্য হেতুক গাড়ী উলটিয়া পড়িলে তাহার হানি হইল আনন্দ হাবড়ায় কিম্বা আলাহাবাদে কোম্পানির নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি একি জিলার মধ্যে কিন্তু ভিন্ন২ আদালতের এলাকায় থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

১৯ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তি একি জিলার সীমার কিন্তু ভিন্ন২ আদালতের এলাকার মধ্যে থাকিলে, ঐ সম্পত্তির কোন অংশ যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে, বিবাদীয় বিষয়ের মুল্য বিবেচনায় ঐ আদালতে সম্পূর্ণ দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারিলে, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় উপকার, কিম্বা তৎপক্ষে অন্যায় হওয়াতে হানিপুরণ প্রাপণার্থ মোকদ্দমা সেই আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলার মধ্যে থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

ঐ স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলার মধ্যে থাকিলে, সম্পত্তির কোন অংশ যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে, তাহা প্রকারান্তরে মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে, সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

সকল প্রতিবাদী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা।—কোন মোকদ্দমা একের অধিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে, ও যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে প্রতিবাদী কি সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস না করেন কি কর্ম্ম না চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন এমত আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, প্রতিবাদী কিম্বা কোন প্রতিবাদী ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য ব্যক্তিদিগের নামে লিখিয়া, আদালতে ঐ মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য স্থগিত করিতে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিলে পর, তদনুসারে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

এবং উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরা কিছু বলিতে চাহিলে আদালত তাঁহাদের কথা শুনিলে পর, অন্য কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে

ন্যায় বিচার হওয়ার অধিক সম্ভাবনা বোধ করিলে, একেবারে কিম্বা অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যক্তিদের কিম্বা তাঁহাদের মধ্য কোন২ ব্যক্তির যত খরচ হইয়াছে তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ স্থলে, বাদী নিবেদন করিলে আদালত আবেদনপত্রের পৃষ্ঠে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিবার আজ্ঞা লেখাইয়া তাহা ফিরিয়া দিবেন।

প্রার্থনা যে সময়ে করিতে হইবে তাহার কথা।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক প্রার্থনা মোকদ্দমার প্রথমযোগে সাধ্যমতে ত্বরায়, ও সর্ব্বদাই ইস্যু নির্ণয় হওয়ার পূর্ব্বে করিতে হইবে। কোন প্রতিবাদী তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে মোকদ্দমা উপস্থিত হওন বিষয়ে সম্মত আছেন, এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

অন্য আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালতের ফী ক্ষমা হইবার কথা।

২১ ধারা।—আদালত ২০ ধারামতে মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিলে ও বাদী অন্য আদালতে মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করিলে, যদি পূর্ব্ব আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ সময়ে উপযুক্ত ফী আদায় হইয়া থাকে ও ঐ আদালত আবেদনপত্র ফিরিয়া দিয়া থাকেন তবে ঐ অন্য আদালতে আবেদনপত্রের উপর আদালতের ফী লাগিবে না ইতি।

যেং আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহা একি আপীল আদালতের অধীন হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২ ধারা।—মোকদ্দমা একের অধিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে ও সেই সকল আদালত একি আপীল আদালতের অধীন থাকিলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া অন্য আদালতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্যে ঐ আপীল আদালতে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমার অন্য কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ের কোন কথা জানাইতে চাহিলে আপীল আদালত তাঁহাদের কথা শুনিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে ইহা নির্ণয় করিবেন ইতি।

তদ্রূপে অধীন না থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩ ধারা।—সেই সকল আদালত ভিন্ন২ আপীল আদালতের, কিন্তু একি হাই কোর্টের অধীন হইলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য আদালতে মোকদ্দমা হস্তান্তর

করিয়া দিবার জন্যে ঐ হাই কোর্টে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রা না করিতে পারিবেন। ঐ মোকদ্দমা জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, ও মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি উপস্থিত করিলে, উক্ত আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকে সেই আদালতের দ্বারা সেই আপত্তির সহিত ঐ প্রার্থনাপত্র, হাইকোর্টে অর্পণ করা যাইবে। অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে, ঐ হাইকোর্ট সেই আপত্তি বিবেচনা করিবার পর, বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে ইহা নির্ণয় করিবেন ইতি।

ভিন্ন২ হাই কোর্টের অধীন থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪ ধারা।—উক্ত সকল আদালত ভিন্ন২ হাইকোর্টের অধীন থাকিলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া, মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা গেল তাহা যে হাইকোর্টের এলাকার মধ্যে থাকে, সেই হাইকোর্টে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা যদি জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকে, তবে অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে, ঐ আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকে সেই আদালতের দ্বারা সেই আপত্তির সহিত ঐ প্রার্থনাপত্র অর্পণ করা যাইবে।

ও মোকদ্দমাসংক্রান্ত অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে উক্ত হাইকোর্ট সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া, ঐমোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নানা আদালতের মধ্যে কোন্ আদালতে মোকদ্দমা চলিবে তাহা নির্ণয় করিবেন ইতি।

এক আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া অন্য
আদালতে পাঠাইবার কথা।

২৫ ধারা।—মোকদ্দমা হাইকোর্টের কিম্বা জিলার আদালতের অধীন প্রথম স্থলীয় কোন আদালতে কিম্বা আপীল আদালতেও উপস্থিত করা গেলে, ঐ হাইকোর্ট কিম্বা বিষয় বিশেষে জিলার আদালত মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনাপত্র পাইলে উভয় পক্ষের ব্যক্তিদিগকে নোটিস দিয়া, তাঁহাদের কোন ব্যক্তির কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা শুনিলে পর, কিম্বা নোটিস না দিয়া আপনার প্রবৃত্তিমতে, ঐ মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিয়া আপনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমার ভাব, ও বিবাদীয় যত টাকা কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের যে মূল্য হয় তদ্বিবেচনায় অন্য যে অধীন আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদালতে বিচার হইবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা পাঠাইতে পারিবেন।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে, আডিশ্যনল ও আসিষ্টাণ্ট বিচারপতিদের আদালত জিলার আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারামতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া গেলে, যে আদালত তাহার বিচার করেন, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে সেই আদালতও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনাকরণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

যে ব্যক্তিদিগকে বাদী স্বরূপ সংযুক্ত করা যাইতে পারে তাঁহাদের কথা।

২৬ ধারা।—যে উপকারের দাওয়া হয়, নালিশের একি হেতু ধরিয়া সেই উপকার প্রাপণার্থে যে সকল ব্যক্তির প্রতি এক যোগে কি পৃথকরূপে কি অনুকল্পে স্বত্ব বর্ত্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহারা সকলেই বাদিস্বরূপ সংযুক্ত হইতে পারিবেন। ও তদ্রূপ বাদিদের মধ্যে যে এক কি কএক জনকে ঐ উপকার প্রাপণের স্বত্ববান বলিয়া দেখা যায়, তিনি কি তাঁহারা যে উপকারের স্বত্ববান হন, সংশোধন না করিয়া তাঁহার কি তাঁহাদের পক্ষে সেই উপকার পাইবার ডিক্রী হইতে পারিবে, কিন্তু উপকার পাইবার স্বত্ববান নহেন বলিয়া যাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহাকে বাদিস্বরূপ সংযোগ করা প্রযুক্ত প্রতিবাদির যে খরচা লাগে, আদালত মোকদ্দমার খরচা নিষ্পত্তি করণ সময়ে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, প্রতিবাদী পরাজিত হইলেও সেই খরচা ফিরিয়া পাইবার স্বত্ববান হইবেন ইতি।

যে ব্যক্তি নালিশ করেন তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির নাম লেখাইতে কিম্বা তাঁহার সঙ্গে অন্য ব্যক্তিকে সংযোগ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২৭ ধারা।—যিনি প্রকৃত বাদী নহেন তাঁহার নাম ধরিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, কিম্বা প্রকৃত বাদির নাম ধরিয়া উপস্থিত করা গেল কি না এই বিষয়ের সন্দেহ থাকিলে, সরলভাবে ভ্রান্তি হইয়া মোকদ্দমা তদ্রূপে উপস্থিত করা গেল, এবং বিবাদীয় প্রকৃত বিষয়টি নির্ণয় করিবার জন্যে বাদির কি বাদিদের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের নাম লেখা, কিম্বা বাদিস্বরূপ অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে সংযোগ করা আবশ্যক, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন তদনুসারে তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

যাঁহাদিগকে প্রতিবাদিস্বরূপ সংযোগ করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা।

২৮ ধারা।—একি বিষয় ধরিয়া এক যোগে কি স্বতন্ত্রে কি অনুকল্পে যে ব্যক্তিদের বিপক্ষে কোন উপকার পাইবার স্বত্ব বর্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহাদের সকলকেই প্রতিবাদী বলিয়া সংযোগ করা যাইতে পারিবে। এবং প্রতিবাদিদের মধ্যে যে এক কি কএক জনকে দায়ী বলিয়া দেখা যায়, সংশোধন না করিয়া প্রত্যেকের দায়ানুসারে তাঁহার কি তাঁহাদের বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারিবে ইতি।

একি চুক্তিতে যে ব্যক্তিরা দায়ী হন তাঁহাদিগকে সংযোগ করণের কথা।

২৯ ধারা।—বিল অফ একুসচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি খতের উভয় পক্ষসুদ্ধ যাঁহারা কোন একি চুক্তিক্রমে স্বতন্ত্র, কিম্বা একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হন, বাদী স্বেচ্ছামতে তাঁহাদের সকলকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্য কোন২ ব্যক্তিদিগকে একি মোকদ্দমার এক পক্ষ স্বরূপ সংযোগ করিতে পারিবেন ইতি।

সম স্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তির পক্ষে একি ব্যক্তির বাদ কি প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতার কথা।

৩০ ধারা।—একি মোকদ্দমায় অনেক লোকের সমান স্বার্থ থাকিলে, তাঁহাদের এক কি কএক জন আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত সকল ব্যক্তির স্বপক্ষে নালিশ করিতে পারিবেন ও তাঁহার কি তাঁহাদের নামে নালিশ হইতে পারিবে ও তিনি কি তাঁহারা ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদ করিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ স্থলে আদালত বাদির খরচে উক্ত সকল ব্যক্তির অর্থাৎ যে স্থলে তদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদনুসারে প্রত্যেক জনের নামে নোটিস জারী করিয়া, কিম্বা অনেক লোক থাকা প্রযুক্ত কি অন্য কারণে তাহা করিতে না পারিলে, ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিয়া, ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার নোটিস দিবেন ইতি।

অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা।

৩১ ধারা।—কোন পক্ষের মধ্যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা ব্যর্থ হইবে না। আদালত প্রত্যেক মোকদ্দমায় আপনার সম্মুখে প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত ব্যক্তিদের স্বত্ব ও স্বার্থ লক্ষ করিয়া বিবাদীয় বিষয় সম্পর্কীয় কার্য্য করিতে পারিবেন।

বাদিরা নালিশের ভিন্ন২ হেতু ধরিয়া যে একত্র হইতে পারেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

কোন পক্ষের কোন ব্যক্তিদিগকে আদালতের ছাড়িয়া দিতে
কি সংযোগ করিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা।—কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে, আদালত প্রথম শ্রবণের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে, ও যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া অনুপযুক্তমতে সংযোগ করা ব্যক্তির নাম উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও আদালত কোন সময়ে, উক্ত প্রকারের প্রার্থনা পাইলে কি না পাইলেও, যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, কোন বাদিকে প্রতিবাদী কিম্বা কোন প্রতিবাদিকে বাদী করিবার ও বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম সংযোগ করা উচিত, কিম্বা মোকদ্দমার মধ্যে যে সকল বিষয় লিপ্ত থাকে ফলোপযোগী ও সম্পূর্ণরূপে তাহার বিচার ও নির্ণয় করণার্থে যে ব্যক্তির আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাঁহার নাম সংযোগ করিবার, আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি সম্মত না হইলে বাদী কি আসন্নবন্ধু বলিয়া
তাহার নাম সংযোগ করিতে না হইবার কথা।

কোন ব্যক্তি আপনি সম্মত না হইলে, বাদী কিম্বা বাদির আসন্নবন্ধু বলিয়া তাঁহার নাম সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে না।

৩০ ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা কি যাহার প্রতিবাদ
করা যায় তাহার পক্ষের কথা।

৩০ ধারামতে কোন ব্যক্তির সপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করা কি মোকদ্দমার প্রতিবাদ করা গেলে, তিনি আপনাকেই ঐ মোকদ্দমার একপক্ষ করণার্থে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

যে প্রতিবাদির নাম সংযোগ করা যায় তাহার নামে
সমন দিতে হইবার কথা।

প্রতিবাদী বলিয়া যাঁহাদের নাম উক্ত প্রকারে সংযোগ করা যায়, তাঁহাদের নামে নিম্নলিখিত প্রকারে সমন দিতে হইবে, ও ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের ২২ ধারা প্রবল মানিয়া সেই সমন যে সময়ে দেওয়া যায় কেবল সেই সময়াবধি তাঁহাদের বিপক্ষ মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য আরম্ভ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

মোকদ্দমা চালাওনের কথা।

আদলত যে বাদিকে উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রতি মোকদ্দমা চালাওনের কার্য্য অর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

প্রতিবাদির সংযোগ হইলে বাদির আবেদনপত্র
সংশোধন করিতে হইবার কথা।

৩৩ ধারা।—কোন প্রতিবাদিকে সংযোগ করা গেলে, যদি আবেদন পত্র তৎ-

পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকে, তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ঐ আবেদনপত্র আবশ্যকমতে সংশোধন করা যাইবে, ও নূতন প্রতিবাদিকে ও প্রথম প্রতিবাদীদিগকে সমনের সংশোধিত নকল দিতে হইবে ইতি।

সংযোগ না করণ কিম্বা অনুপযুক্তমতে সংযোগকরণ
বিষয়ে আপত্তি করণের সময়ের কথা।

৩৪ ধারা।—সহবাদি কি সহপ্রতিবাদিস্বরূপ যাঁহাদিগকে সংযোগ করা উচিত তাঁহাদিগকে সংযোগ করা যায় নাই, কিম্বা মোকদ্দমায় যাঁহাদের স্বার্থ নাই কিম্বা যাঁহাদিগকে সংযোগ করা উচিত নয় তাঁহাদিগকে সংযোগ করা গেল বলিয়া কোন আপত্তি থাকিলে, মোকদ্দমার প্রথম যোগে সাধ্যমতে ত্বরায় ও সর্ব্বদাই প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে তাহা জানাইতে হইবে। তৎকালে কোন আপত্তি করা না গেলে, প্রতিবাদী সেই আপত্তি উপেক্ষা করিলেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে ইতি।

অনেক বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে এক কি কএক জনের অন্যকে
কি অন্যদিগকে আপনার পক্ষে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিবার
ক্ষমতা দেওয়ার কথা।

৩৫ ধারা।—দুই কি তদধিক জন বাদী থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তি এই আইনমতে আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে আপনার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন। দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তি তদ্রূপেও অন্য এক কি কএক জনকে আপনার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উত্তর দিবার কি কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া ও স্বাক্ষর করা গেলে
গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

ঐ ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও যে ব্যক্তি দেন তিনিই তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও সেই ক্ষমতাপত্র আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে ইতি।

স্বীকৃত মোক্তার ও উকীল বিষয়ক কথা।

নিজে কিম্বা স্বীকৃত মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা উপস্থিতপ্রভৃতি
হইতে পারিবার কথা।

৩৬ ধারা।—যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তৎক্রমে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, কোন আদালতে আইনানুসারে মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের উপস্থিত হওয়ার কি প্রার্থনাপত্র দেওনের কি কার্য্য করণের আদেশ বা ক্ষমতা থাকিলে, ঐ পক্ষ আপনি কিম্বা আপনার স্বীকৃত মোক্তারেরদ্বারা কিম্বা

আপনার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে নিয়মমতে নিযুক্ত উকীলদ্বারা উপস্থিত হইতে কি ঐ প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু আদালত আজ্ঞা করিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে ইতি।

স্বীকৃত মোক্তারদের কথা।

৩৭ ধারা।—কোন পক্ষীয় ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত এই২ স্বীকৃত মোক্তারদের দ্বারা উপস্থিত হইয়া প্রা নাপত্র দিতে ও কার্য্য করিতে পারিবেন।

আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থান বাসিদের মোক্তারনামা
প্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

(ক) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে হইবে তাঁহারা সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে তাঁহাদের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিবার ও কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক আমমোক্তারনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

সর্টিফিকটপ্রাপ্ত মোক্তার।

(খ) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন মোক্তার নিয়মমতে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হইলে, ও মোক্তারেরা আইনমতে যে২ কার্য্য করিতে পারেন মক্কেলদের পক্ষে সেই২ কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক খাস মোক্তারনামা পাইলে তাঁহারা।

আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানবাসিদের নিমিত্ত যাঁহারা
ব্যবসায়াদি চালান তাঁহারা।

(গ) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে হইবে সেই সীমার মধ্যে বাস না করাতে তাঁহাদের নিমিত্ত অন্য কোন মোক্তার উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে ও কার্য করিতে স্পষ্ট ক্ষমতা না পাইলে, যে ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিমিত্ত ও তাঁহাদের নামে বাণিজ্য কি ব্যবসায়াদি করেন তাঁহারা, কেবল সেই বাণিজ্য কি ব্যবসায় সম্পর্কীয় বিষয়ে, ঐ পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে কিম্বা কার্য করিতে পারিবেন।

পঞ্জাব ও অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের স্বীকৃত
মোক্তারদের কথা।

এইক্ষণে যে২ প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য পাঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের এবং অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের শ্রীযুত প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এই ধারার উপরিভাগের কোন কথা সেই২ প্রদেশে খাটে না। সেই২ প্রদেশে মোকদ্দমার কোন পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হওনের ও প্রার্থনা কর-

ণের ও অন্য কার্য্য করণের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তিদিগকে নিরূপণ করেন, তাঁহারাই ঐ২ কার্য্য-পক্ষে ঐ২ পক্ষের স্বীকৃত মোক্তার হইবেন ইতি।

স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৩৮ ধারা।—মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানা দেওয়া গেলে, আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে নিজ সেই পক্ষকে দেওনের ন্যায় ফলবৎ হইবে।

এই আইনে মোকদ্দমার কোন পক্ষের নামে পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ে যে২ বিধান আছে, তাঁহার স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানা জারী করণের প্রতি সেই২ বিধান খাটে ইতি।

উকীল নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৯ ধারা।—পূর্ব্বোক্তমতে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিবার কি কার্য্য করিবার নিমিত্ত উকীল নিযুক্ত হইলে, সেই নিয়োগপত্র লিখিয়া দেওয়া ও আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে পর যত দিন আদালতের অনুমতিক্রমে সেই মক্কেলের স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা রহিত না করা যায়, ও সেই পত্রও আদালতে না গাঁথা যায়, কিম্বা যত দিন মক্কেল কি উকীল না মরেন, কিম্বা মক্কেলের পক্ষে মোকদ্দমা ঘটিত সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত না হয়, তত দিন ঐ নিয়োগপত্র প্রবল আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন হাই কোর্টের আডবোকেটের ঐ কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক কোন দলীল উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই ইতি।

উকীলের নামে পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৪০ ধারা।—মোকদ্দমা কি আপীল সম্পর্কীয় পরওয়ানা কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিমিত্ত হউক বা নাই হবক, সেই পক্ষের উকীলকে দেওয়া গেলে কিম্বা তাঁহার কার্য্যালয়ে কি নিয়ত বাসস্থানে রাখিয়া আসা গেলে, উকীল যে পক্ষের প্রতিনিধি হন ঐ পরওয়ানা নিয়মমতে যে তাঁহাকেই দেওয়া গেল ও জ্ঞাত করাগেলে এমত অনুমান হইবে, ও আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, মোকদ্দমা কি আপীলসংক্রান্ত সকল কার্য্যপক্ষে ঐ পরওয়ানা নিজ সেই পক্ষকে দেওয়া যাওনের কি তাঁহার উপর জারী হওনের ন্যায় ফলবৎ হইবে ইতি।

মোক্তারের পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার কথা।

৪১ ধারা।—৩৭ ধারায় যে স্বীকৃত মোক্তারের কথা আছে তদ্ভিন্ন আদালতের

এলাকার অন্তর্গত স্থানবাসি কোন ব্যক্তিকে পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার মোক্তারস্বরূপ নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে।

তাঁহার নিয়োগপত্র লিখিত হইয়া আদালতে অর্পণ করিবার কথা।

সেই নিয়োগপত্র বিশেষ কি সাধারণ হইতে পারিবে, ও লিখিত হইয়া মুখ্যা ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষর করা যাইবে, ও সেই আসল নিয়োগপত্র, কিম্বা নিয়োগপত্র সাধারণ হইলে তাহার নকল, আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে ইতি।

---

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমা যে আকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

৪২ ধারা।—যত দূর হইতে পারে প্রত্যেক মোকদ্দমার এমত আকার থাকিবে যেন তাহাতে বিবাদীয় সমুদয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার মুল থাকে, ও তদ্বিষয়ের আর বিবাদ হইতে না পারে ইতি।

মোকদ্দমার মধ্যে সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিবার কথা।

৪৩ ধারা।—নালিশের হেতু হইতে যে দাওয়া উত্থাপন হয়, প্রত্যেক মোকদ্দমার মধ্যে সেই সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু বাদী কোন বিশেষ আদালতের এলাকার মধ্যে মোকদ্দমা আনাইবার জন্যে আপনার দাওয়ার কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

দাওয়ার একাংশ ত্যাগের কথা।

বাদী আপনার দাওয়ার কোন অংশ পাইবার প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিলে, পশ্চাৎ সেই ছাড়া কি ত্যক্ত অংশের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

অনেক প্রতিকারের মধ্যে একটি প্রার্থনা করিতে ত্রুটি হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

কোন ব্যক্তি একি দাওয়ার উপলক্ষে দুই কি তদধিক প্রকারের প্রতিকার পাইবার স্বত্ববান হইলে, সেই সকল কিম্বা তন্মধ্য কোন২ প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রথমবার শ্রবণ হওয়ার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না লইয়া যদি পূর্ব্বোক্ত প্রতিকারের মধ্য কোন প্রতিকার প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করেন, তবে পশ্চাৎ সেই ত্যক্ত প্রতিকার প্রার্থনা করিবেন না ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে বৎসর ১২০০ টাকায় ঘর ভাড়া দেন। ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ পূরা দুই সালের ভাড়া বাকী পড়িলেও দেওয়া যায় নাই। আনন্দ কেবল ১৮৭৫ সালের ভাড়ার নিমিত্ত বলরামের নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎ বলরামের নামে ১৮৭৪ সালের ভাড়ার নিমিত্ত মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

ভূমি পাইবার মোকদ্দমার সহিত কোন২ দাওয়ামাত্র সংযোগ করিবার কথা।

৪৪ ধারা।—ক বিধি।—আদালতের অনুমতি না হইলে, স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার কিম্বা স্থাবরসম্পত্তিতে স্বত্বনির্ণায়ক আজ্ঞা পাইবার মোকদ্ধমার সহিত নিম্নলিখিত দাওয়াভিন্ন নালিশের কোন হেতু সংযোগ করা যাইবে না।

(ক) ঐ দাওয়া করা সম্পত্তি সংক্রান্ত ওয়াসিলাতের কিম্বা বাকী খাজানার উপলক্ষে দাওয়া, ও (খ) সেই সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ যে চুক্তিক্রমে ভোগ হইতেছে সেই চুক্তি ভঙ্গ হেতুক হানিপূরণের দাওয়া, ও (গ) বন্ধকক্রমে বন্ধক গ্রহীতার প্রতিকারের মধ্যে কোন প্রতিকার প্রবল করণের দাওয়া।

উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্য সম্পাদকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারির কি উত্তরাধিকারির কি তদ্বিপক্ষ দাওয়ার কথা।

খ বিধি।—উইল ক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারী কিম্বা উত্তরাধিকারিস্বরূপ কোন ব্যক্তি যে দাওয়া করেন, কিম্বা তাঁহার বিপক্ষে যে দাওয়া উপস্থিত করা যায়, তৎসহিত তাঁহার নিজের দাওয়ার কিম্বা নিজ তাঁহার বিপক্ষ দাওয়ার সংযোগ করা যাইবে না, কিন্তু যে সম্পত্তির উপলক্ষে বাদী কি প্রতিবাদী উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারি কি উত্তরাধিকারিস্বরূপ কোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিম্বা তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁহার নিজ দাওয়া কিম্বা নিজ তাঁহার বিপক্ষ দাওয়া উত্থিত হইল বলিয়া কথিত হইলে, সংযোগ হইতে পারিবে ইতি।

নালিশের নানা হেতু বাদির সংযোগ করিতে পারিবার কথা।

৪৫ ধারা।—৪৪ ধারার বিধি প্রবল মানিয়া বাদী একি মোকদ্দমায় নালিশের নানা হেতু সংযোগ করিতে পারিবেন ও একি প্রতিবাদীর কি প্রতিবাদীদের বিপক্ষে কোন বাদীদের নালিশের নানা হেতু থাকিলে, তাঁহারা একি মোকদ্দমায় নালিশের সেইই হেতু সংযোগ করিতে পারিবেন।

আদালতের পৃথক করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু নালিশের তদ্রূপ কোন২ হেতুর একত্র বিচার কি নিষ্পত্তি সুবিধামতে

হইতে পারে না, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে কোন সময়ে আপনার প্রবৃত্তি কিম্বা প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে, নালিশের তদ্রূপ কোন হেতুর স্বতন্ত্র বিচার করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার স্বতন্ত্র নিষ্পত্তি করিবার জন্যে যে আজ্ঞা আবশ্যক কি বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

নালিশের নানা হেতু সংযুক্ত হইলে, এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমতে আজ্ঞা করা গেলে বা নাও গেলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখে বিবাদীয় বিষয় সমগ্র যত টাকা কি যত মূল্যের হয় তদনুসারে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে আদালতের এলাকা নির্ণয় হইবে ইতি।

মোকদ্দমার সীমা সঙ্কোচার্থে প্রতিবাদির প্রার্থনা
করিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা।—বাদী একি মোকদ্দামায় নালিশের যে নানা হেতু সংযোগ করেন একি মোকদ্দমায় সুবিধামতে তাহার নিষ্পত্তি হইতে পারিবে না, কোন প্রতিবাদী ইহা কহিয়া একি মোকদ্দমায় নালিশের যে২ হেতুর সুবিধামতে নিষ্পত্তি হইতে পারে কেবল সেই২ হেতুর মোকদ্দমা হওনার্থে প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে, কিম্বা ইসু নিরূপণ হইয়া থাকিলে কোন সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি।

প্রার্থনাপত্র শুনিয়া আদালতের কোন২ হেতু ত্যাগ করিয়া
সংশোধন করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭ ধারা।—নালিশের সেই২ হেতুর ভাব বিবেচনায় একি মোকদ্দমায় সুবিধামতে সকল হেতুর নিষ্পত্তি হইতে পারে না, আদালত উক্ত প্রার্থনাপত্র শুনিয়া ইহা জানিতে পাইলে, নালিশের উক্ত কোন হেতু ত্যাগ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও তদনুসারে আবেদনপত্র সংশোধন করিবার আদেশ করিয়া, খরচার বিষয়ে যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে সংশোধন করা যায় তাহাতে বিচারপতি সাক্ষিস্বরূপে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

---

৫ মপঞ্চম অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্রদ্বারা মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার কথা।

৪৮ ধারা।—আদালতে, কিম্বা এতৎ কার্যপক্ষে আদালত যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে, আবেদনপত্রদিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে ইতি।

আবেদনপত্র যে ভাষায় লিখিতেহইবে তাহার কথা।

৪৯ ধারা।—আবেদনপত্র আদালতের চলিত ভাষায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু ইঙ্গরেজী ভাষা আদালতের চলিত ভাষা না হইলে আদালতের অনুমতি লইয়া আবেদনপত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় লেখা যাইতে পারিবে, কিন্তু তদ্রূপ স্থলে প্রতিবাদীর আদেশ থাকিলে, আবেদনপত্র আদালতের চলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আদালতে অর্পণ করা যাইবে ইতি।

আবেদনপত্রে যে২ বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৫০ ধারা।—আবেদনপত্রে এই২ বৃত্তান্ত লেখা থাকিবে—

(ক) মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের নাম। (খ) বাদীর নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান। (গ) প্রতিবাদির নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান যত দূর জানা যাইতে পারে তাহা। (ঘ) যে২ ভাবগতিক লইয়া নালিশের হেতু হয় তাহার স্পষ্ট ও সংক্ষেপ বর্ণনা ও যে সময়ে যে স্থানে হেতু ঘটিয়াছিল তাহা। (ঙ) বাদী যে উপকারের দাওয়া করেন তাহার প্রার্থনা। (চ) বাদী আপন দাওয়াহইতে প্রতিবাদির কোন দাওয়া বাদ দিবার অনুমতি দিলে, কিম্বা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে, যত টাকা বাদ দিলেন কি ত্যাগ করিলেন তাহা।

টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমার কথা।

বাদী টাকা পাইবার প্রার্থনা করিলে ঠিক কত টাকা পাইবেন, বিষয় বিবেচনায় ইহা যত দূর জানাইতে পারা যায়, আবেদনপত্রে ততদূর জানাইতে হইবে।

ওয়াশিলাৎ পাইবার মোকদ্দমায়, এবং বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি না হইয়া থাকিলে সেই হিসাব লইয়া বাদির যত টাকা পাওনা দেখা যায় তাহা পাইবার মোকদ্দমায়, যত টাকার প্রার্থনা হয় আবেদনপত্রে তাহা ন্যূনাধিকরূপে জানাইলেই চলিতে পারিবে।

বাদী স্থলাভিষিক্তস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ নালিশ করিলে বিবাদীয় বিষয়ে তাঁহারযথার্থই স্বার্থ আছে আবেদনপত্রে এই মাত্র প্রকাশ করিতে হইবে না, কিন্তু তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার পুর্ব্বে তাঁহার যে২ কর্ম্ম করা আবশ্যক, তাহা করিয়াছেন ইহাও দেখাইতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের উইলক্রমে নিরূপিত কার্যসম্পাদক বলিয়া আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ বলরামের উইলের প্রমাণ যে করিয়াছেন আবেদনপত্রে ইহাও লিখিত হইবে।

(খ) চন্দ্রের দ্রব্য নিরূপণাধিকারীস্বরূপ আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ চন্দ্রের দ্রব্যনিরূপনাধিকারীত্বপত্র যে লইয়াছেন, আবেদনপত্রে এই কথাও লিখিতে হইবে।

(গ) দিলওয়ার নামক মুসলমান নাবালগের অছি বলিয়া আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু আনন্দ মুসলমানদের শরা ও আচারমতে তাহার অছি নহেন, অতএব তিনি বিশেষ মতে দিলওয়ারের অছিস্বরূপ যে নিযুক্ত হইয়াছেন আবেদনপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

প্রতিবাদির স্বার্থ ও দায় দেখাইতে হইবার কথা।

বিবাদীয় বিষয়ে প্রতিবাদীর স্বার্থ আছে কিম্বা তিনি স্বার্থের দাওয়া রাখেন, ও বাদীর দাওয়ার উত্তর দিবার জন্যে তাঁহার প্রতি আদেশ হইতে পারে, আবেদন-পত্রে ইহা দেখাইতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ আপন উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকস্বরূপ বলরামকে নিযুক্ত করিয়া, ও চন্দ্রকে আপনার উইলঅনুসারে ধনের অধিকারী করিয়া, ও দীননাথকে খাতক জানাইয়া মরিলেন। চন্দ্র উইলক্রমে প্রাপ্য ধন পাইবার নিমিত্তে দিন-নাথের ঋণ সোধ করাইবার জন্যে তাঁহার নামে নালিশ করেন। বলরাম যে দিন-নাথের নামে নালিশ করিলেন না ইহার কারণ নাই, কিম্বা প্রতারণা করিয়া চন্দ্রের প্রাপ্য হরণের জন্যে বলরাম ও দিননাথ যোগ করিয়াছেন, আবেদনপত্রে এই কথা, কিম্বা অন্য যে ভাবগতিক প্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট দিননাথ দায়ী হইলেন তাহা দেখাইতে হইবে।

মিয়াদের আইনহইতে মুক্ত হওয়ার হেতু দেখাইবার কথা।

কোন আইন দ্বারা সামান্যতঃ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার যে মিয়াদ দেওয়া যায়, যদি নালিশের কারণ উত্থিত হওয়ার পর সেই মিয়াদ গত হইয়া থাকে, তবে যে কারণে ঐ আইনের বিধানহইতে মুক্তি পাইবার দাওরা থাকে আবেদনপত্রে তাহা দেখাইতে হইবে ইতি।

আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যাকরণের কথা। লিখিবার কথা।

৫১ধারা।—বাদী, ও তাঁহার উকীল থাকিলে তিনিও আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, ও নিম্নভাগে বাদী, কিম্বা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অন্য যে ব্যক্তির সুবিদিত থাকার প্রমাণ আদালতের হৃদ্বোধমতে করা যায় তিনি, আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ সত্যাকারণের কথা লিখিবেন ইতি।

সত্যাকরণের কথার মর্ম্মের কথা।

৫২ ধারা।—সত্যাকারণের কথার মর্ম্ম এই, যে ব্যক্ত তাহা ব্যক্ত করেন

তিনি আপন জ্ঞানানুসারে তাহা সত্য বলিয়া জানেন, ও অন্যর নিকট সন্ধান পাইয়া যাহা বিশ্বাস পূর্ব্বিক জ্ঞাত করেন তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।

সত্যাকরণের কথায় স্বাক্ষর করণের ও সাক্ষির
স্বাক্ষর করণের কথা।

যে ব্যক্তি সত্যাকারণের কথা ব্যক্ত করেন তিনি ঐ কথায় স্বাক্ষর করিবেন ও আদালতের বাহিরে তাহা করিলে এক জন সাক্ষির সাক্ষাৎ স্বাক্ষর করিবেন ঐ সাক্ষীও স্বাক্ষর করিবেন।

যিনি সত্যাকরণের কথা ব্যক্ত করিলেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে, আদালত ঐ স্বাক্ষর বিষয়ে সাক্ষির সাক্ষ্য লইবেন ইতি।

আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইতে কিম্বা সংশোধন করিবার জন্যে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে কিম্বা সংসোধন করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৫৩ ধারা।—নিম্নলিখিত কোন স্থলে আদালতের বিবেচনামতে ও মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইতে পারিবে, কিম্বা আদালতের নিরূপিত কোন সময়ে মধ্যে সংশোধন করিয়া দিবার জন্যে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিম্বা সংশোধন করিবার নিমিত্ত যে খরচ লাগিবে আদালত সেই খরচ দিবার যে নিয়ম বিহিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে তাহা তৎকালে তৎস্থানেই সংশোধন করা যাইতে পারিবে। বিশেষতঃ—

(ক) পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে আবেদনপত্রের মধ্যে যে সকল বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া লেখা কর্ত্তব, তাহা শুদ্ধ রূপে ও অতিরিক্ত কথাবিনা লেখা না গেলে, (খ) তদ্রূপে যে২ বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ থাকে তদ্ভিন্ন কোন বৃত্তান্ত লেখা থাকিলে, কিম্বা (গ) পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে তাহাতে স্বাক্ষর করা না গেলে ও সত্যাকরণের কথা লেখা না গেলে, কিম্বা (ঘ) তন্মধ্যে নালিশের হেতু প্রকাশ না থাকিলে, কিম্বা (ঙ) ৪২ ধারানুসারে লেখা না গেলে, কিম্বা (চ) যাঁহারদিগকে পক্ষদের মধ্যে সংযোগ করা উচিত তাঁহারদিগকে সংযোগ না করাতে, বা যাঁহারদিগকে সংযোগ করা উচিত নয় তাঁহাদিগকে সংযোগ করাতে, কিম্বা নালিশের যে২ হেতু একি মোকদ্দমায় সংযোগ করা উচিত নয় বাদী এমত নালিশের হেতু সংযোগ করাতে, আবেদনপত্র উপযুক্তমতে লেখা না গেলে।

উপবিধি।

কিন্তু এক প্রকারের মোকদ্দমার পরিবর্ত্তে যাহাতে অন্য প্রকারের ও অসঙ্গত ভাবের অন্য মোকর্দ্দমা হইয়া উঠে, আবেদনপত্র এমতে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে না।

সংশোধিত কথায় সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করণের কথা।

আবেদনপত্র সংশোধন করা গেলে, বিচারপতি সংশোধিত কথায় স্বাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইবে তাহার কথা।

৫৪ ধারা।—নিম্নলিখিত স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইবে,—

(ক) যে উপকার প্রা না হয় তাহার ন্যুন মূল্য ধরা গেলে, এবং আদালত সময় নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ মূল্য শুদ্ধ করিয়া লিখিতে আদেশ করিলেও বাদী তাহা না করিলে, (খ) যে উপকারের প্রার্থনা হয় তাহার উপযুক্ত মূল্য ধরা গে-লেও আবেদনপত্র ন্যুনমূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা থাকিলে, এবং আদালত সময় নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজ দিতে আদেশ করিলেও বাদী তাহা না দিলে। (গ) আইনের কোন স্পষ্ট বিধানক্রমে মোকদ্দমা করিবার বাধা হইল, আবেদনপত্র লিখিত বর্ণনাদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে। (ঘ) আবেদনপত্র আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবার জন্যে ফিরিয়া দেওয়া গেলে, সেই সময়ের মধ্যে সংশোধন করা না গেলে ইতি।

আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৫ ধারা।—আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা গেলে, বিচারপতি আপন হাতে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা ও সেই আজ্ঞা করিবার কারণ লিখিয়া দিবেন ইতি।

যে স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা না থাকে তাহার কথা।

৫৬ ধারা।—পূর্ব্বোল্লিখিত কোন কারণে আবেদন পত্র অগ্রাহ্য হইলেও, কেবল তৎপ্রযুক্ত নালিশের সেই হেতু ধরিয়া বাদীর নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা নাই ইতি।

উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার নিমিত্তে আবেদনপত্র যে স্থলে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৫৭ ধারা।—নিম্নলিখিত স্থলে আবেদনপত্র উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করি-বার জন্যে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে,—(ক) মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত থাকিলেও কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে আইন দ্বারা ইহা স্বেচ্ছামতে মনোনীত করিবার অনুমতি না থাকিলে, যে আদালতের মো-কদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে তদপেক্ষা নিম্ন কি উচ্চ শ্রেণীর আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে। (খ) স্থাবর সম্পত্তির যে মোকদ্দমা ১৬ ধারার উপবিধির মধ্যে না আইসে, এমত মোকদ্দমায় আবেদনপত্র যে আদালতে উপস্থিত করা যায়, সেই আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন

অংশ নাই দৃষ্ট হইলে। (গ) অন্য কোন স্থলে সেই এলাকার সীমার মধ্যে নালিশের হেতু ঘটে নাই, ও প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তি তথায় বাস করেন কি ব্যবসায় চালান না কি লভ্যের নিমিত্ত নিজে কর্ম্ম করেন না দৃষ্ট হইলে।

আবেদনপত্র ফিরিয়া দেওন সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আবেদনপত্র ফিরিয়া দেওন সময়ে, বিচারপতি ঐ পত্রের পৃষ্ঠে তাহা উপস্থিত করিবার ও ফিরিয়া দিবার তারিখ, ও যে ব্যক্তি উপস্থিত করিলেন তাঁহার নাম, ও তাহা ফিরিয়া দিবার কারণের সংক্ষেপ লিপি স্বহস্তে লিখিবেন ইতি।

আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের কথা।

৫৮ ধারা। বাদী আবেদনপত্রের সঙ্গে কোন দলীলও উপস্থিত করিলে ঐ *আবেদনপত্রের পৃষ্ঠে সেই দলীলের স্মারকলিপি লেখাইবেন কিম্বা আবেদনপত্রের* সঙ্গে তাহা সংযোগ করিয়াদিবেন। ও আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে যত জন প্রতিবাদী থাকেন বাদী শাদা কাগজে আবেদন পত্রের তত খানি নকল উপস্থিত করিবেন, কিন্তু আবেদনপত্র লম্বা হওয়াতে কিম্বা অনেক জন প্রতিবাদী থাকাতে কি অন্য উপযুক্ত কারণে আদালত তাঁহাকে দাওয়ার ভাবাপন্ন, কিম্বা মোকদ্দমায় যে উপকারের কি প্রতিকারের প্রার্থনা হয় তদ্বিষয়ের তত খানি সংক্ষেপ ব র্ণনাপত্র উপস্থিত করিবার অনুমতি দিলে, তিনি ঐ২ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, কিম্বা অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ প্রতিবাদীর কিম্বা প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে পদোপলক্ষে বাদী মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কি প্রতিবাদির নামে *মোকদ্দমা* উপস্থিত করা যায়, ঐ *বর্ণনাপত্রে সেই পদ* ব্যক্ত থাকিবে।

তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র যেন আবেদনপত্রের অনুযায়ি হয়, বাদী আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা এমতে সংশোধন করিতে পারিবেন।

আদালতের প্রধান আমলা উক্ত স্মারকলিপি ও নকল কি বর্ণনাপত্র পরীক্ষা করিয়া ঠিক জানিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

মোকদ্দমার রেজিষ্টরের কথা।

আরও দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর নামে যে বহী রাখিতে হইবে, আদালত সেই বহীর মধ্যে ৫০ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্তও লেখাইবেন। আবেদনপত্র যে ক্রমে গ্রাহ্য হয় প্রতি বৎসর সেই ক্রমানুসারে ক্রমিক নম্বর দিয়া সেই বহীতে ঐ কথা লেখা যাইবে ইতি।

বাদী যে দলীল ধরিয়া নালিশ করেন তাহা দেখাইবার কথা।
দলীল কি তাহার নকল গচ্ছিত করিবার কথা।

৫৯ ধারা। বাদী নিজ অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন দলীল ধরিয়া নালিশ করিলে, যে সময়ে আবেদনপত্র উপস্থিত করেন সেই সময়ে ঐ দলীলও দেখাইবেন, ও আবেদনপত্রের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবার জন্যে ঐ দলীল কিম্বা তাহার নকল দিবেন।

অন্য২ দলীলের নির্ঘণ্টপত্র দিবার কথা।

আপন দাওয়ার প্রতিপোষণার্থে অন্য কোন দলীলের প্রতি নির্ভর করিলে সেই দলীল তাঁহার নিজ অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকিলে বা নাও থাকিলে, তিনি সেই২ দলীলের নির্ঘণ্টপত্র আবেদনপত্রের নিম্নভাগে লিখিয়া বা আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিবেন ইতি।

দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে বর্ণনার কথা।

৬০ ধারা।—দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে, যাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে এই কথা জানাইতে পারিলে জানাইবেন ইতি।

ক্রয়বিক্রয়ের যোগ্য নিদর্শনপত্র হারাণ গেলে তাহা ধরিয়া মোকর্দ্দমার-কথা।

৬১ ধারা।—বিল-অফ-এক্সচেঞ্জ কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয় অন্য নিদর্শন পত্রমূলক মোকদ্দমা হইলে, ও সেই নিদর্শনপত্র হারাণ গেলে যদি ইহার প্রমাণ হইয়া থাকে, ও সেই নিদর্শনপত্রের উপর অন্য কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকিলে বাদী তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন, যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে এই মর্ম্মের নিষ্কৃতিপত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাদী আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে সেই নিদর্শনপত্রও উপস্থিত করিলে ও আবেদনপত্রের সহিত গাঁথিয়া রাখিবার জন্যে ঐ নিদর্শনপত্রের নকল দিলে আদালত যদ্রূপে ডিক্রী করিতেন, তদ্রূপে ডিক্রী করিতে পারিবেন ইতি।

দোকানী খাতা দেখাইবার কথা

৬২ ধারা।—বাদির অধিকারগত কি তাঁহার ক্ষমতাধীন দোকানী কি অন্য খাতার যে কথা লেখা আছে বাদী সেই কথারূপ দলীল ধরিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে ঐ খাতাবহী ও তল্লিখিত যে কথার উপর নির্ভর করেন সেই কথার নকল আদালতে উপস্থিত করিবেন।

আসল কথায় চিহ্ন দিয়া খাতা ফিরিয়া দিবার কথা।

ঐ দলীল পুনরায় চেনা যাইতে পারে এই নিমিত্ত আদালত, কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক, তৎক্ষণাৎ তাহাতে চিহ্ন দিবেন, এবং আসলের সঙ্গে নকল মিলাইয়া দেখিয়া তাহা ঠিক জানিলে পর স্বাক্ষর করিয়া বাদিকে ঐ খাতাবহী ফিরিয়া দিয়া, নকল গাঁথাইয়া রাখিবেন ইতি।

আবেদনপত্র দেওন সময়ে দলীল না দেওয়া গেলে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

৬৩ ধারা।—আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে বাদির যে দলীল ও আদালতে উপস্থিত করা, কিম্বা আবেদনপত্রের সহিত লিখিত বা সংযুক্ত নির্ঘণ্টপত্রে লিখিয়া দেওয়া উচিত, তাহা তদনুসারে উপস্থিত না করা কিম্বা লেখা না গেলে, মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে তাহা আদালতের অনুমতি বিনা বাদীর সপক্ষ প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না।

প্রতিবাদীর সপক্ষ সাক্ষিদের কুট পরীক্ষার জন্যে কিম্বা প্রতিবাদীর উত্থাপিত কোন কথার উত্তর দিবার জন্যে যে দলীল উপস্থিত করা যায়, কিম্বা সাক্ষির কেবল স্মরণ করাইবার জন্যে যে দলীল তাঁহার হাতে দেওয়া যায়, সেইং দলীলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তে না ইতি।

---

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি।

সমন বাহির করণ বিষয়ক বিধি।

সমনের কথা।

৬৪ ধারা—আবেদনপত্র রেজেষ্টরী করা গেলে ও ৫৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা গেলে পর, প্রতিবাদীর নামে এই মর্ম্মের সমন বাহির হইবে যে, তিনি ঐ সমনের নির্দ্দিষ্ট তারিখে কিম্বা তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে, (ক) স্বয়ং কিম্বা (খ) উপযুক্তমতে শিক্ষিত ও মোকদ্দমা সম্পর্কীয় গুরুতর সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম উকীল দ্বারা কিম্বা (গ) সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এমত কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে দিয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দাওয়ার উত্তর দেন।

বিচারপতি কিম্বা তিনি অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি সেই সমননপত্রে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত হইবে।

কিন্তু আবেদন পত্র উপস্থিত করণ সময়ে প্রতিবাদীও উপস্থিত হইয়া বাদীর দাওয়া স্বীকার করিলে উক্ত সমন বাহির করা যাইবে না ইতি।

সমনের সঙ্গে নকল কি বর্ণনাপত্র সংযোগ করিয়া দিবার কথা।

৬৫ ধারা।—উক্ত প্রত্যেক সমনের সঙ্গে ৫৮ ধারার উল্লিখিত বর্ণনাপত্রের একং খানি নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র দেওয়া যাইবে ইতি।

প্রতিবাদির কি বাদির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৬৬ ধারা।—আদালত প্রতিবাদীর স্বয়ং উপস্থিত হওনের আজ্ঞা করিবার কারণ

জানিলে, ঐ সমনপত্রে এই আজ্ঞা থাকিবে যে ঐ পত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হন।

আদালতে সেই দিবসে বাদিরও স্বয়ং উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিবার কারণ জানিলে, তাঁহারও আদালতে আসিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

কোন ব্যক্তি ৫০ মাইলের মধ্যে কিম্বা রেলওয়ে থাকিলে ২০০ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে না পারিবার কথা।

৬৭।—(ক) মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণ পক্ষে আদালতের সাধারণ এলাকার যে সীমা থাকে কোন পক্ষ সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে, কিম্বা (খ) সেই সীমার বাহিরে ও আদালত ঘর হইতে ৫০ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে, কিম্বা তাঁহার বাসস্থান ও আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হইয়া থাকে এই দুই স্থানের মধ্যে রেলওয়ের দ্বারা ছয় অংশের পাঁচ অংশ পথ যাইতে পারিলে, আদালতঘর হইতে ২০০ দুই শত মাইলের মধ্যে বাস না করিলে, তাঁহার প্রতি স্বয়ং আদালতে আসিতে আজ্ঞা হইবে না ইতি।

ইস্থ নিরূপণের কিম্বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন হইবার কথা।

৬৮ ধারা।—কেবল ইস্থ নির্ণয় করিবার জন্যে, বা মোকদ্দমার চুড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন দেওয়া যাইবে, আদলত সমন দিবার সময়ে ইহা স্থির করিবেন, ও সমনের মধ্যে তদনুযায়ি আদেশ থাকিবে।

কিন্তু ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য প্রত্যেক মোকদ্দমায়, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে ইতি।

প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার দিন নিরূপণের কথা।

৬৯ ধারা।—আদালতে যে চলিত কর্ম্ম উপস্থিত আছে, ও প্রতিবাদী যে স্থানে বাস করেন, ও সমন জারী করিতে যত সময় লাগে, আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া প্রতিবাদির উপস্থিত হওয়ার দিন নিরূপণ করিবেন। ও প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে যেন উপযুক্ত অবকাশ পান, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ দিন নিরূপণ করা যাইবে।

"উপযুক্ত অবকাশ„ কাহাকে বলে মোকদ্দমার আকার প্রকার লক্ষ করিয়া ইহা স্থির করিতে হইবে ইতি।

যে২ দলীলে বাদির প্রয়োজন থাকে কিম্বা প্রতিবাদী যাহার উপর নির্ভর করিলে সমনপত্রে সেই২ দলীলও দেখাইবার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

৭০ ধারা।—যে দলীলে বাদির পক্ষ মোকদ্দমার দোষ গুণের প্রমাণ থাকে, কিম্বা প্রতিবাদী স্বপক্ষ মোকদ্দমার প্রতিপোষণার্থে যে২ দলীলের উপর নির্ভর করেন, প্রতিবাদির অধিকারে কি তাঁহার ক্ষমতাধীনে এমত যে কোন দলীল থাকে, তাঁহার

উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার সমনপত্রে সেই দলীলও আনিয়া দেখাইবার আজ্ঞা থাকিবে ইতি।

চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, উভয় পক্ষের সাক্ষিদিগকেও আনিবার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

৭১ ধারা।—মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, সেই সমনপত্রে প্রতিবাদির প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে তিনি স্বপক্ষ মোকদ্দমার পোষকতার জন্যে যে সাক্ষিদের প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন, আপনার উপস্থিত হওয়ার নিরূপিত দিনে সেই সাক্ষিদিগকেও উপস্থিত করান ইতি।

সমন জারীকরণবিষয়ক বিধি। সমন জারী করিবার জন্যে দিবার কথা।

৭২ ধারা।—আদালতের উপযুক্ত কর্ম্মকারকের কিম্বা তাহার অধীন কোন আমলার দ্বারা জারী করিবার জন্যে ঐ সমনপত্র সেই কর্ম্মকারককে দেওয়া যাইবে ইতি।

যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা।

৭৩ ধারা। বিচারপতির কিম্বা এতৎকার্য্য পক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত, ও আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত সমনপত্রের এক কেতা নকল কোন ব্যক্তিকে দিয়া কিম্বা লও বলিয়া দেখাইয়া, ঐ সমন জারী করা যাইবে ইতি।

অনেক প্রতিবাদী থাকিলে সমন দিবার কথা।

৭৪ ধারা।—একের অধিক প্রতিবাদী থাকিলে, প্রত্যেক জন প্রতিবাদির নামে সমন জারী করিতে হইবে।

কিন্তু যদি প্রতিবাদিরা অংশী হইয়া থাকেন, ও অংশিত্ব ব্যবসায় সম্পর্কীয় কিম্বা যে অন্যায়হেতুক নালিশ হইতে পারে ও যাহার নিমিত্ত কুঠির স্থানে উপকারের দাওয়া হইতে পারে এমত অন্যায় সম্পর্কীয় মোকদ্দমা হইয়া থাকে, তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, (ক) কোন এক প্রতিবাদির নামে আপনার ও অন্য প্রতিবাদিদের নিমিত্তে ঐ সমন জারী হইতে পারিবে কিম্বা (খ) দেওয়ানী মোকদ্দমা. আদৌ বিচারকরণপক্ষে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা ব্যাপ্ত হয় সেই সীমার অন্তর্গত ঐ ব্যবসায়ের প্রাধান স্থানে যিনি ঐ অংশিত্ব কার্য্যের অধ্যক্ষ হন তাঁহার নামে সমন জারী হইতে পারিবে ইতি।

নিজ প্রতিবাদিকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে তাহাকে কিম্বা মোক্তারকে দিবার কথা।

৭৫ ধারা।—নিজ প্রতিবাদিকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার সেই সমন গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার থাকিলে ঐ মোক্তারকে দিলেই যথেষ্ট হইবে ইতি।

প্রতিবাদী যে কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য চালান তাহাকে সমন দিবার কথা।

৭৬ ধারা। যে আদালত হইতে সমন বাহির হয় সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করেন এমত ব্যক্তির নামে কোন ব্যবসায় কি কর্ম্মসম্পর্কীয় মোকদ্দমা হইলে ঐ সমনজারী করণের সময়ে ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি কর্ম্মকারক স্বয়ং সেই সীমার মধ্যে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম চালান তাঁহাকে সমন দেওয়া গেলে তাহা উপযুক্তরূপে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে, যিনি জাহাজের স্বামী হন কি জাহাজ ভাড়া করিয়া লন জাহাজের কাপ্তান তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারক ইতি।

যে কর্ম্মকারকের প্রতি অধ্যক্ষতাভার থাকে স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় তাঁহাকে সমন দিবার কথা।

৭৭ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উপকার পাইবার, কিম্বা ঐ সম্পত্তির প্রতি অন্যায় কার্য্য হওয়াতে তজ্জন্য হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা হইলে, নিজ প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া যাইতে না পারিলে, ও প্রতিবাদির ঐ সমন গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার না থাকিলে, প্রতিবাদির পক্ষ যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ সম্পত্তির অধ্যক্ষতা ভার থাকে এমত কোন কর্ম্মকারককেই সমন দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

যে স্থলে প্রতিবাদির পরিবারীয় কোন পুরুষকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৭৮ ধারা।—কোন মোকদ্দমার প্রতিবাদিকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, ও তাঁহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে, প্রতিবাদির পরিবারীয় বয়ঃ প্রাপ্ত যে পুরুষ তাঁহার সঙ্গে বাস করেন, তাহাকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার মর্ম্মানুসারে চাকর পরিবারীয় লোক নয় ইতি।

সমন যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার ঐ সমন পাওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

৭৯ ধারা।—সমন জারীর আমলা নিজ প্রতিবাদিকে কিম্বা তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে সমনের নকল দিলে কি লও বলিয়া দেখাইলে, তাঁহাকে ঐ আসল সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে আদেশ করিবেন ইতি।

প্রতিবাদী সমন লইতে সম্মত না হইলে,

৮০ ধারা।—প্রতিবাদী কি ঐ অন্য ব্যক্তি সমন জারি হওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে কিম্বা সমনের নকল লইতে অস্বীকার করিলে।

কিম্বা তাহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রনালীর কথা।

কিম্বা সমন জারির আমলা প্রতিবাদীকে পাইতে না পারিলে ও তাঁহার সপক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে পারে এমত ব্যক্তি না থাকিলে,

সমন জারীর আমলা প্রতিবাদীর নিয়ত বাসগৃহের বহিরদ্বারে সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া সেই প্রকারে ঐ নকল যে লাগাইয়া দিলেন ও যে ভাবগতিকে তাহা করিলেন এই কথা আসল সমনের পৃষ্ঠে লিখিয়া, যে আদালত হইতে সমন বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরিয়া দিবেন ইতি।

সমন যে সময়ে যে প্রকারে জারীকরা গেল এই কথা সমনের পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।

৮১ ধারা।—৭৯ ধারামতে সমন জারী করা গেলে; যে সময়ে ও যে প্রকারে জারি করা গিয়াছে সমন জারীর আমলা এই কথা আসল শমনের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত-মতে স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত নকলের পৃষ্ঠে লিখিবেন বা লেখাইবেন ইতি।

সমনজারীর আমলার পরিক্ষার কথা।

৮২ ধারা।—সমন ৮০ ধারামতে ফিরিয়া আনা গেলে আদালত ঐ সমন কারীর আমলাকে শপথ করাইয়া ঐ কার্য্য বিষয়ে তাঁহার পরীক্ষা লইবেন ও তদ্বি-ষয়ের অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন লইতে পারিবেন, ও সমন উপযুক্তমতে জারী হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করিবেন, কিম্বা অন্য যে প্রকারে জারী-করা উচিত বোধ করেন করাইবেন।

তৎপরিবর্ত্তে জারী করিবার আজ্ঞার কথা।

সমন জারী না হয় এই নিমিত্তে প্রতিবাদী লুকিয়া থাকেন এমত জ্ঞান করিবার কারণ আছে, কিম্বা অন্য কারণে সমন রীতিমতে জারী হইতে পারে না, আদা-লত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, আপনার আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে, ও প্রতিবাদী শেষ যে ঘরে বাস করিতেন বলিয়া জানা থাকে সেই ঘরের কোন প্র-কাশ স্থানে ঐ সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে বি-হিত বোধ করেন সেই প্রকারে, সমন জারী করিতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

তদ্রূপে জারী করিবার ফলের কথা।

৮৩ ধারা।—আদালতের আজ্ঞাক্রমে নিয়মমতে জারী করণের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকারে সমন জারী হইলে, তাহা নিজ প্রতিবাদিকে দেওয়ার ন্যায় সফল হইবে ইতি।

সমন অন্য প্রকারে জারী হইলে উপস্থিত হইবার সময় নিরূপণ করিবার কথা।

৮৪ ধারা।—সমন রীতিমতে জারী করণের পরিবর্ত্তে আদালতের আজ্ঞাক্রমে অন্য প্রকারে জারী করা গেলে, আদালত মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদির উপস্থিত হওনের সময় নির্দ্ধার্য্য করিবেন ইতি।

প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে ও সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে ঐ সমন জারীর কথা।

৮৫ ধারা।—মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে, ও তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক প্রথমোক্ত আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করিলে, যাঁহার দ্বারা সমন সুবিধামতে জারী হইতে পারে প্রতিবাদির বাসস্থান হাইকোর্ট ভিন্ন এমত যে আদালতের এলাকায় থাকে, উক্ত আদালত আপনার কোন আমলার দ্বারা কিম্বা ডাকযোগে ঐ অন্য আদালতের নিকট সমন পাঠাইবেন ও মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদির উপস্থিত হওনের সময় নিরূপণ করিবেন।

সমন যে আদালতের নিকটে পাঠান যায়, সেই আদালত তাহা পাইলে, আপনার বাহির করা সমনের ন্যায় তাহা লইয়া কার্য্য করিয়া প্রথম যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরিয়া পাঠাইবেন ও এই প্রকরণের উল্লিখিত লিপি করা গেলে তাহাও সঙ্গে পাঠাইবেন ইতি।

রাজধানীর ও রাঙ্গুন নগরের মধ্যে মফঃসল আদালতের পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৮৬ ধারা।—কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও রাঙ্গুণ নগরের সীমার বহির্ভূত স্থানে স্থাপিত কোন আদালতের কোন পরওয়ানা ঐ২ নগরে জারী করিতে হইলে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করা যাইবে সেই আদালতে পাঠাইতে হইবে।

ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সেই আদালত হইতেই বাহির হইলে যে প্রকারে জারী করাইতেন সেই প্রকারে ঐ আদালত ঐ পরওয়ানা জারী করাইয়া,

যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।

প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে সমন দিবার কথা।

৮৭ ধারা।—প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে, তিনি যে জেলে বদ্ধ থাকেন সেই জেলের অধ্যক্ষতার ভার যাঁহার প্রতি থাকে তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইবে, ও তিনি প্রতিবাদিকে তাহা দেওয়াইবেন।

জেলের অধ্যক্ষ ও প্রতিবাদী সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমনজারী হওয়ার কথা লিখিয়া

স্বাক্ষর করিলে, যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

ভিন্ন জিলায় জেল থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৮ ধারা।—মোকদ্দমা যে জিলায় উপস্থিত করা গেল প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন জিলার জেলে বদ্ধ থাকিলে, ঐ জেলের অধ্যক্ষের নিকট ডাকযোগে কি অন্য প্রকারে সমন পাঠান যাইতে পারিবে। ও সেই অধ্যক্ষ প্রতিবাদীকে সমন দেওয়াইবেন, ও ৮৭ ধারার বিধানমতে সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমনজারী হওয়ার কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালতহইতে সমন বাহির হইল তথায় তাহা ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।

প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে ও তাহার সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে সমন যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা।

৮৯ ধারা।—প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে, ও ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে, শিরোনামায় প্রতিবাদীর নাম ও বাসস্থান লিখিয়া, আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে ঐ স্থানে ডাকযোগে পত্র পঁহুছাইতে পারিলে, ডাকযোগে সমন পাঠান যাইবে ইতি।

ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কিম্বা গবর্ণমেণ্টর এজেণ্ট সাহেবের দ্বারা সমন জারী করিবার কথা।

৯০ ধারা।—প্রতিবাদী যে দেশে বাস করেন, সেই দেশে কি সেই দেশের পক্ষে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কিম্বা গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট থাকিলে, সমন প্রতিবাদীকে দিবার নিমিত্ত ডাকযোগে কি অন্য প্রকারে ঐ রেসিডেণ্ট কি এজেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠান যাইতে পারিবে। এবং প্রতিবাদীর উপর পূর্ব্বোক্তমতে সমন জারী হইয়াছে, ঐ রেসিডেণ্ট কি এজেণ্ট সাহেব সমনের পৃষ্ঠলিখিত এই কথায় স্বাক্ষর করিয়া তাহা ফিরিয়া পাঠাইলে, ঐ পৃষ্ঠলিপিই সমন জারী হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ইতি।

সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দিবার কথা।

৯১ ধারা।—প্রতিবাদী মান্য প্রযুক্ত তাঁহার নামে সমন না দিয়া তাঁহার নিকট পত্র লেখা উচিত বোধ হইলে, এই আইনের কোন কথার ভাবান্তর থাকিলেও সমনের পরিবর্ত্তে বিচারপতির কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষরিত ও আদালতের মোহরাঙ্কিত একখানি পত্র পাঠান যাইতে পারিবে।

সমনে যে সকল বিবরণ লিখিবার আদেশ আছে ঐ পত্রেও সেই বিবরণ লেখা থাকিবে, ও ৯২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, সমন লইয়া যদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে ঐ পত্রও লইয়া সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে ইতি।

তদ্রূপ পত্র পাঠাইবার নিয়মের কথা।

৯২ ধারা।—উক্ত প্রকারে সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দেওয়া গেলে, তাহা প্রতিবাদির নিকট ডাকযোগে চালান হইতে, কিম্বা আদালতের মনোনীত বিশেষ হরকরার দ্বারা, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে পাঠান যাইতে পারিবে। কিন্তু প্রতিবাদির নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক থাকিলে পত্রখানি ঐ কর্ম্মকারককে দেওয়া বা তাঁহার নিকট পাঠান যাইতে পারিবে ইতি।

পরওয়ানা জারী করণবিষয়ক বিধি।

যাঁহার অনুরোধে পরওয়ানা বাহির হয় তাঁহার খরচে জারী করিবার কথা।

৯৩ ধারা।—এই আইনমতে যে প্রত্যেক পরওয়ানা বাহির হয়, যে ব্যক্তির পক্ষে বাহির করা যায় আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তাঁহারই খরচে জারী করা যাইবে।

জারী করিবার খরচের কথা।

পরওয়ানা জারী করিবার নিমিত্ত আদালতের যে ফী আদায় হইতে পারে, পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহা আদায় করিতে হইবে ইতি।

নোটিস ও আজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়া যে প্রকারে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

৯৪ ধারা।—এই আইনদ্বারা কোন ব্যক্তির নামে নোটিস ও আজ্ঞা দিবার বা জারী করিবার আদেশ থাকিলে তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও সমন জারী করিবার পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে জারী করা যাইবে ইতি।

ডাকমাসুলের কথা।

ডাকমাসুলের কথা।

৯৫ ধারা।—কোন নোটিস কি সমন কি পত্র এই আইনমতে বাহির হইয়া ডাকযোগে পাঠাইতে হইলে, ঐ পত্রাদি পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহার ডাকমাসুল ও তাহা রেজিস্টরী করিবার ফী দিতে হইবে ইতি।

---

৭ সপ্তম অধ্যায়।

উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফলবিষয়ক বিধি।

সমনে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ হয়, সেই দিনে উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার কথা।

৯৬ ধারা।—সমনপত্রে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ

থাকে, সেই দিনে উভয় পক্ষ নিজে কিম্বা আপনং উকীলের দ্বারা আদালত ঘরে উপস্থিত হইবেন, এবং আদালত মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া দিনান্তর নিরূপণ না করিলে, সেই দিনেই মোকদ্দমা শুনা যাইবে ইতি।

বাদী সমন জারী করিবার ফী না দেওয়াতে জারী না হইলে, মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার কথা।

৯৭ ধারা।—সমন জারী করাইবার জন্যে আদালতে যে ফী আদায় হইতে পারে বাদী তাহা না দেওয়াতে ঐ সমন জারী হয় নাই, প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে ইহা দেখা গেলে, আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া না গেলেও, যদি উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে তিনি নিজে উপস্থিত হন, কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি থাকিলে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হন, তবে উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না ইতি।

কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে হইবার কথা।

৯৮ ধারা।—প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিনে কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য দিন নিরূপণ করা গেলে সেই দিনেও, যদি কোন পক্ষ উপস্থিত না থাকেন, তবে বিচারপতি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে। প্রকারান্তরের আজ্ঞা করিলে তাঁহার আজ্ঞার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিতে হইবে ইতি।

উক্ত স্থলে বাদির নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

৯৯ ধারা।—৯৭ বা ৯৮ ধারার বিধানমতে মোকদ্দমা ডিসমিস করা গেলে, বাদী মিয়াদের আইন প্রবল মানিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিম্বা সমন জারী করিবার নিমিত্ত আদালতে যে ফী দিবার প্রয়োজন নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা না দেওনের

কিম্বা পুনরায় নথীর শামিল করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

কিম্বা বিষয়বিশেষে উপস্থিত না হওনের বিশিষ্ট কারণ ছিল, বাদী ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, আদালত ডিসমিস করিবার আজ্ঞা অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার দিন নিরূপণ করিবেন ইতি।

কেবল বাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০০ ধারা।—বাদী উপস্থিত হইলে ও প্রতিবাদী উপস্থিত না হইলে, কার্য্য এইরূপে চলিবে।

সমন নিয়মমতে দেওয়া গিয়া থাকিলে।

(ক) সমন নিয়মমতে জারী করা গিয়াছে, ইহার প্রমাণ হইলে আদালত এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

সমন নিয়মমতে দেওয়া না গেলে।

(খ) সমন নিয়মমতে যে দেওয়া গেল ইহার প্রমাণ না হইলে, আদালত প্রতিবাদির নামে দ্বিতীয় সমন বাহির করিয়া জারী করিবার আজ্ঞা করিবেন।

সমন জারী করা গেলেও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে জারী না হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

(গ) প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি যাহাতে সমনের নিরূপিত দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে পারেন এমত উপযুক্ত সময় থাকিতে তাঁহাকে দেওয়া যায় নাই, ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা শ্রবণের কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ও প্রতিবাদিকে সেই দিনের নোটিস দিতে আজ্ঞা করিবেন।

যদি বাদিরই ত্রুটি প্রযুক্ত সমন উপযুক্ত সময়ে জারী হইতে পারে নাই, তবে উক্ত প্রকারে অন্য দিন নিরূপণ করিবার যে খরচ হয়, আদালত তাঁহাকেই সেই খরচ দিতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

মোকদ্দমা স্থগিত হইয়া যে দিন নিরূপণ হয় প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া পুর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ জানাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০১ ধারা।—একপক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিলে, ও প্রতিবাদী সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার বিশিষ্ট কারণ জানাইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির যে নিয়মের আজ্ঞা করেন সেই নিয়মানুসারে, ঐমোকদ্দমায় উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে উপস্থিত হওয়ার ন্যায় প্রতিবাদির উত্তর শুনা যাইবে ইতি।

কেবল প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০২ ধারা।—প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে ও বাদী উপস্থিত না হইলে, আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন। কিন্তু প্রতিবাদী বাদির দাওয়া কি তাহার একাংশ স্বীকার করিলে, আদালত সেই স্বীকার অনুসারে প্রতিবাদির বিপক্ষে ডিক্রী করি-

বেন, ও দাওয়ার একাংশ মাত্র স্বীকার করাগেলে অবশিষ্ট অংশের পক্ষে মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন ইতি।

ত্রুটিপ্রযুক্ত বাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইলে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধার কথা।

১০৩ ধারা।—এই ধারাক্রমে সম্পূর্ণ মোকদ্দমা কিম্বা একাংশ ডিসমিস করা গেলে, বাদী নালিশের সেই হেতু ধরিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি সেই ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও শ্রবণের জন্যে মোকদ্দমা যে দিনে তলব করা যায়, বিশিষ্ট কোন কারণে তাঁহার সেই দিনে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল, ইহার প্রমাণ করা গেলে, আদালত খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া, সেই ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া, মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার দিন নিরূপণ করিবেন।

বাদী উক্তরূপে প্রার্থনা করিবার নোটীস লিখিয়া প্রতিবাদির নামে জারি না করাইলে, এই ধারার পূর্ব্ব প্রকরণমতে আজ্ঞা করা যাইবে না ইতি।

প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করাতে উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৪ ধারা।—প্রতিবাদী ব্রিটনিয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে, ও তাঁহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক না থাকিলে, যদি প্রতিবাদী মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিন কার্য্য স্থগিত হইয়া মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত অন্য দিনে উপস্থিত না হন, তবে বাদী আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, আদালত যে প্রকারে ও যে নিয়ম বিহিত বোধ করেন বাদীকে সেই প্রকারে ও সেই নিয়মানুসারে সেই মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অনুমতি দেওনরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

অনেক জন বাদির মধ্যে এক কি কএক জন উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৫ ধারা।—একের অধিক জন বাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের এক কি কএক জন উপস্থিত হইলে, ও অন্যেরা উপস্থিত না হইলে, যে বাদী কি বাদিরা উপস্থিত হন আদালত তাঁহাদের অনুরোধে সকল বাদির উপস্থিত হওয়ার ন্যায় মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হওয়ার অনুমতি দিতে, ও যেরূপ আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

অনেক জন প্রতিবাদির মধ্যে এক কি কএক জন উপস্থিত না হইলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৬ ধারা।—একের অধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের এক কি কএক জন উপস্থিত হইলে, ও অন্য প্রতিবাদিরা উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা চলিবে, ও যে প্রতিবাদিগণ উপস্থিত হন নাই আদালত নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাঁহাদের বিষয়ে যে আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা থাকিলে ও উপযুক্ত কারণ না
থাকিতে তিনি না আইলে তাহার ফলের কথা।

১০৭ ধারা।—বাদির কি প্রতিবাদির প্রতি ৬৬ ধারার কিম্বা ৫৩৬ ধারার বিধানমতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইলে, ও তিনি নিজে না আইলে, কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধমতে আপনার না আসিবার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, অনুপস্থিত বাদিদের ও প্রতিবাদিদের প্রতি পূর্ব্বলিখিত ধারার যে সকল বিধান খাটে তাঁহার প্রতিও সেই সকল বিধান খাটিবে ইতি।

এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে যে ডিক্রী হয় তাহা অসিদ্ধ করণ
বিষয়ক বিধি।

প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকিলে তাহার বিপক্ষে যে ডিক্রী হয় তাহা
অসিদ্ধ করিবার কথা।

১০৮ ধারা।—কোন মোকদ্দমায় কেবল বাদী উপস্থিত থাকিতে ১০০ ধারামতে প্রতিবাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইয়া থাকিলে, যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল প্রতিবাদী সেই আদালতে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত যে সময়ে তলব করা গেল উপযুক্ত কোন কারণে প্রতিবাদির সেই সময়ে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল, আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথার প্রমাণ করা গেলে, আদালত খরচার বিষয়ে ও আদালতে টাকা দেওন প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম করা উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন ও মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার দিন নিরূপণ করিবেন ইতি।

বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস না দিলে ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে না হইবার কথা।

১০৯ ধারা।—বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস লিখিয়া দেওয়া না গেলে, পূর্ব্বোক্ত কোন প্রার্থনামতে কোন ডিক্রী অসিদ্ধ করা যাইবে না ইতি।

---

৮ অষ্টম অধ্যায়।

বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

বর্ণনাপত্রের কথা।

১১০ ধারা।—মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ কালে বা তৎপূর্ব্ব কোন সময়ে উভয়

পক্ষ আপনং পক্ষের বর্ণনাপত্র দিতে পারিবেন, ও আদালত সেই বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করিয়া কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবেন ইতি।

এক দাওয়ার বিপক্ষে অন্য দাওয়া উপস্থিত করা গেলে বর্ণনাপত্রে তাহার বিবরণ লিখিবার কথা।

১১১ ধারা।—টাকা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমায় বাদী যে দাওয়া করেন প্রতিবাদীও বাদির সেই দাওয়ার বিপক্ষে তাঁহার স্থানে আইনমতে আপনার প্রাপ্য নিশ্চিত কতক টাকার দাওয়া উপস্থিত করিলে, এবং বাদির মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের পরস্পর যদ্রূপ সম্বন্ধ থাকে বাদির বিপক্ষে প্রতিবাদির সেই দাওয়াসম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ থাকিলে, প্রতিবাদী মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে সেই দাওয়ার বিপরীত আপনার প্রাপ্য ঋণের বিবরণ সূচক বর্ণনাপত্র দিতে পারিবেন, কিন্তু আদালতের অনুমতি না হইলে তৎপরে দিতে পারিবেন না।

অনুসন্ধান লওনের কথা।

তাহা হইলে আদালত সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন, এবং মোকদ্দমায় এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের সকল নিয়ম পূর্ণ হইল, ও যত টাকার বিপরীত দাওয়া হইল তাহা আদালতের টাকাসম্পর্কীয় বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত নয়, ইহা দেখিতে পাইলে, আদালত এক ঋণ হইতে অন্য ঋণ বাদ দিতে পারিবেন।

বাদ দেওয়ার ফলের কথা।

এক দাওয়ার বিপরীত অন্য দাওয়া উপস্থিত করিবার ফল মুজাহেমী মোকদ্দমার আবেদনপত্রের ফলের ন্যায় হইবে, তাহাতে আদালত একি মোকদ্দমায় আসল ও বিপরীত দাওয়ার চূড়ান্ত বিচার ব্যক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু ডিক্রীমতে কোন উকীলের যে খরচ প্রাপ্য হয় ডিক্রী করা টাকার উপর তাহার সেই দাওয়ার বিঘ্ন হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ উইল লিখিয়া বলরামের পক্ষে ২,০০০ টাকা নিরূপণ করিয়া চন্দ্রকে আপনার উইলের নিরূপিত কার্য্যসাধক ও অবশিষ্ট ধনের অধিকারী করিয়া যান। বলরাম মরিলে, দিননাথ তাঁহার দ্রব্যনিরূপণের অধিকারিত্বপত্র লন। চন্দ্র ঐ দিননাথের জামিনস্বরূপে ১,০০০৲ টাকা দেন। পরে আনন্দের দত্ত ঐ ২,০০০৲ টাকা পাইবার জন্যে দিননাথ চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই স্থলে চন্দ্র জামিনস্বরূপে যে ১০০০৲ টাকা দিলেন ঐ ২,০০০ টাকা হইতে তাহা বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কারণ ঐ ১০০০ টাকা দেওন সম্পর্কে চন্দ্রের ও দিননাথের পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল, আনন্দের দত্ত ২০০০ টাকাসম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ ছিল না।

(খ) আনন্দ বলরামের টাকা ধারে ও উইল না লিখিয়া মরে। চন্দ্র আনন্দের দ্রব্যনিরূপণ করিবার অধিকারিত্বপত্র লন, ও চন্দ্রেরস্থানে বলরাম সেই বিষয়ের এ-কাংশ ক্রয় করেন। পরে চন্দ্র সেই ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পাইবার জন্যে বলরামের নামে নালিশ করেন। এই স্থলে বলরাম আনন্দের স্থানে টাকা পাইবেন বলিয়া ঐ দ্রব্যের মূল্য হইতে ঐ ঋণ বাদদিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কারণ চন্দ্রের দুই প্রকারের সম্বন্ধ আছে, বলরামের নিকট তাঁহার বিক্রেতার সম্বন্ধ হেতুক বল-রামের নামে নালিশ করেন, ও আনন্দের নিকট তাহার স্থলাভিষিক্তস্বরূপ সম্বন্ধ আছে।

(গ) আনন্দ কোন হুণ্ডীর উপর বলরামের নামে নালিশ করেন, তাহাতে বলরাম কহেন যে আনন্দ আমার মালের উপর বিমাপত্র লইতে অন্যায়মতে তা-চ্ছল্য করিয়াছেন ইহার হানিপূরণার্থে আমার নিকট দায়ী আছেন, উহার দাওয়া বিপরীত ঐ হানিপূরণার টাকার দাওয়া রাখিলাম। এই স্থলে কত টাকা দাওয়া করেন ইহা নিশ্চয় না হওয়াতে তাহা বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে না।

(ঘ) আনন্দ ৫০০ টাকার হুণ্ডীর উপর বলরামের নামে নালিশ করেন। বল-রামের নিকট আনন্দের বিপক্ষে ১০০০ টাকার ডিক্রী আছে। এই স্থলে উভয়ের দাওয়ার টাকা নিশ্চিত হওয়াপ্রযুক্ত এক দাওয়ার বিপরীত অন্য দাওয়া উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) বলরাম অনধিকার প্রবেশ করাতে আনন্দ তাহার নামে হানিপূরণের নালিশ করেন। বলরামের নিকট আনন্দের ১০০০ টাকার খৎ আছে, তাহাতে বলরাম কহেন যে আনন্দ এই মোকদ্দমায় যত টাকা পাইতে পারেন, সেই হাজার টাকা হইতে তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করি। তাহা করিতেও পারেন, কারণ আনন্দের পক্ষে ঐ হানিপূরণের আজ্ঞা হইলেই উভয় পক্ষের দাওয়ার টাকা নিশ্চিত হয়।

(চ) আনন্দ ও বলরাম ১০০০ টাকা পাইবার নিমিত্ত চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। চন্দ্র কেবল আনন্দের স্থানে যে ঋণ পাইবেন তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

(ছ) আনন্দ ১০০০ টাকা পাইবার নিমিত্তে বলরামের ও চন্দ্রের নামে মো-কদ্দমা উপস্থিত করেন আনন্দের স্থানে একা বলরামের যে টাকা পাওনা হয় তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

(জ) বলরাম ও চন্দ্র অংশিত্বভাবে কর্ম্ম করেন, আনন্দ ঐ ব্যবসায় সম্পর্কে তাহাদের ১০০০ টাকা ধারেন। বলরাম মরিলে চন্দ্র বর্ত্তমান রহিলেন। ব্যবসায়

সংক্রান্ত কার্য্য ভিন্ন নিজ চন্দ্রের নামে আনন্দ ১৫০০ টাকা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। চন্দ্র ঐ ব্যবসায়ের পক্ষে প্রাপ্য ১০০০ টাকা বাদ দিতে পারিবেন।

প্রথম শ্রবণের পর আদালত বর্ণনাপত্র না চাহিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে না পারিবার কথা।

১১২ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের পরে, বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

আদালতের কোন সময়েই বর্ণনাপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু আদালত কোন সময়েই কোন পক্ষের বর্ণনাপত্র কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণনা-পত্র দিবার আজ্ঞা করিতে ও সেই পত্র উপস্থিত করিবার সময় নিরূপণ করিতে পারিবেন। পরন্তু তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র দিবার আদেশ হইলে ও উপস্থিত করা গেলে, তাহার উত্তর দিবার জন্যে আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ণনাপত্র কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণনাপত্র কোন সময়ই গ্রাহ্য হইতে পারিবে ইতি।

আদালত কোন পক্ষের নিকট বর্ণনাপত্র চাহিলেও তিনি না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা। উক্ত প্রকারে কোন পক্ষের প্রতি বর্ণনাপত্র দিবার আদেশ হইলেও সেই পক্ষ আদালতের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পত্র উপস্থিত না করিলে আদালত তাঁহার বিপক্ষ ডিক্রী করিতে, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন ইতি।

বর্ণনাপত্র যেরূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১১৪ ধারা। মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ঐ বর্ণনাপত্র যত সংক্ষেপে লেখা যাইতে পারে লেখা যাইবে। তাহা তর্কবিতর্ক ভাবাপন্ন হইবে না। কিন্তু যে পক্ষ ঐ বর্ণনাপত্র লেখেন কিম্বা যাহার পক্ষে তাহা লেখা যায় তিনি মোকদ্দমার যে২ বৃত্তান্ত গুরুতর জ্ঞান করেন ও যাহা স্বীকার করেন বা যাহার প্রমাণ করিতে আপনাকে সক্ষম জানেন, সাধ্যমতে কেবল সেই বৃত্তান্ত সহজ বর্ণনার ভাবে লেখা যাইবে।

তদ্রূপ প্রত্যেক বর্ণনা পত্র দফা২ করিয়া ভাগ করা যাইবে ও প্রত্যেক দফার ক্রমিক নম্বর দেওয়া যাইবে ও সাধ্যমতে প্রত্যেক দফায় স্বতন্ত্র উক্তি থাকিবে ইতি।

বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যাকরণের কথা লিখিতে হইবার কথা।

১১৫ ধারা। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যাকরণের কথা লিখিবার যে২ বিধান পূর্ব্বে হইয়াছে, বর্ণনাপত্রেও সেই২ বিধানমতে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যাকরণের কথা লিখিতে হইবে। তদ্রূপে স্বাক্ষর করা ও সত্যাকরণের কথা লেখা না গেলে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

৫২ ধারার স্বাক্ষরকরণ বিষয়ে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওয়ার যে বিধান আছে তাহা বর্ণনাপত্রেরও প্রতি বর্ত্তিবে। ইতি

বর্ণনাপত্রে তর্কবিতর্ক কিম্বা অতি বিস্তারিত কি অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১১৬ ধারা। বর্ণনাপত্র আদালতের আজ্ঞামতে, কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া গেলেও, আদালতের বিবেচনামতে সেই পত্র তর্ক বিতর্কের ভাবাপন্ন, কিম্বা অতি-বিস্তৃত, কিম্বা তন্মধ্যে মোকদ্দমার অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে, আদালত তৎকালে তৎস্থানেই তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন, কিম্বা পৃষ্ঠে আজ্ঞা লিখিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে, কিম্বা খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম ধার্য্য করিয়া যে ব্যক্তি লিখিয়া দিলেন তাঁহার দ্বারা আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

সংশোধনের সাক্ষির কথা।

এই ধারামতে সংশোধন করা গেলে বিচারপতি সাক্ষিস্বরূপ ঐ সংশোধিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন।

অগ্রাহ্য করণের ফলের কথা।

এই ধারামতে বর্ণনাপত্র অগ্রাহ্য হইলে, যে ব্যক্তি তাহা লিখিয়া দিলেন, আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা কি অনুমতি না থাকিলে, তিনি অন্য বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন না ইতি।

---

৯ নবম অধ্যায়।

আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি।

লিখিত বর্ণনাপত্রে যেউক্তি হইয়াছে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার হইল, প্রত্যেক পক্ষের নিকট ইহা জ্ঞাত হওয়ার কথা।

১১৭ ধারা। আবেদনপত্রে বৃত্তান্তের যে উক্তি হইয়াছে প্রতিবাদী তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করেন, আদালত মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ কালে প্রতিবাদীর কিম্বা তাঁহার উকিলের নিকট এই কথা জানিয়া লইবেন, এবং বিপক্ষ পক্ষ কোন বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিলে, তন্মধ্যে যে বৃত্তান্তের উক্তি যে পক্ষের বিপক্ষে করা যায় সেই পক্ষ স্পষ্টই কি কথার আবশ্যক ভাবানুসারে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার না করিয়া থাকিলে; ঐ পক্ষ সেই উক্তি স্বীকার বা অস্বীকার করেন আদালত তাঁহার

কিম্বা তদীয় উকিলের নিকট ইহা জানিয়া লইবেন ; ও সেই স্বীকার বা অস্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

এক পক্ষের কিম্বা সঙ্গি ব্যক্তির কি উকীলের বাচনিক পরিক্ষার কথা।

১১৮ ধারা। মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ শুনিবার অন্য কোন সময়ে কোন পক্ষ আদালতে স্বয়ং আইলে কিম্বা তথায় উপস্থিত থাকিলে, আদালত তাঁহার কিম্বা যিনি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ঐ পক্ষের কি তাঁহার উকীলের সঙ্গী এমত অন্য ব্যক্তির বাচনিক পরীক্ষা লইতে পারিবেন। এবং আদালত ঐ সাক্ষ্য লওন সময়ে উচিত বোধ করিলে কোন পক্ষের প্রস্তাবিত প্রশ্ন করিতে পারিবেন ইতি।

পরীক্ষার ফলের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবার কথা।

১১৯ ধারা। বিচারপতি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবেন ও তাহা মোকদ্দমা কাগজপত্রের একাংশ হইবে ইতি।

উকীল উত্তর না দিলে কি দিতে না পারিলে তাহার ফলের কথা।

১২০ ধারা। কোন পক্ষ উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে, ও আদালতের বিবেচনা মতে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সেই পক্ষের উচিত ও নিজ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা গেলে দিতে পারিতেন, ঐ উকীল এমত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা দিতে না পারিলে, আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে ঐ পক্ষকে নিজে আসিতে আজ্ঞা দিবেন। সেই পক্ষ বৈধ কারণ না থাকিলেও সেই নিরূপিত দিনে আপনি না আইলে, আদালত তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী করিতে, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন ইতি।

---

১০ দশম অধ্যায়।

সন্ধান লওন ও দলীল গ্রাহ্য ও দৃষ্টি ও উপস্থিত করণ ও আটক রাখণ ও ফিরিয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

প্রশ্ন লিখিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১২১ ধারা। কোন পক্ষ আদালতের অনুমতি পাইয়া কোন সময়েই আদালতের দ্বারা বিপক্ষ পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে, কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে

একের অধিক জন থাকিলে তাঁহাদের কোন এক কি কএক জনকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে, প্রশ্ন লিখিয়া দিতে পারিবেন, ও যে ব্যক্তির যে২ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, ঐ প্রশ্নেপত্রের তলভাগে ইহার নোট লিখিবেন।

কিন্তু আদালতের অনুমতি না হইলে কোন পক্ষ একি ব্যক্তিকে এক প্রস্থ প্রশ্নের অধিক দিবেন না। এবং প্রতিবাদী যদি লিখিত বর্ণনাপত্র না দিয়া থাকেন ও সেই বর্ণনাপত্র প্রাপ্ত হইয়া যদি কাগজপত্রের মধ্যে না দেওয়া যায়, তবে ঐ প্রতিবাদী বাদিকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রশ্ন দিতে পারিবেন না ইতি।

প্রশ্নপত্র দেওনের কথা।

১২২ ধারা। যে পক্ষের নিকট প্রশ্ন করা যাইবে তাঁহার উকীল থাকিলে, ১২১ ধারামতে যে প্রশ্নপত্র উপস্থিত করা যায় তাহা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে, কিম্বা সমন জারী করিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে জারী করা যাইবে, ও শেষোক্ত স্থলে ৭৯ ও ৮০ ও ৮১ ও ৮২ ধারার বিধান যত দূর বর্ত্তিতে পারে বর্ত্তিবে ইতি।

প্রশ্ন দেওনের ঔচিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

১২৩ ধারা। মোকদ্দমার খরচা ধার্য্যকরণ সময়ে আদালত কোন পক্ষের অনুরোধে ঐ প্রশ্ন দেওয়ার ঔচিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান লইবেন বা লওয়াইবেন, ও সেই প্রশ্ন অসঙ্গত কিম্বা ক্লেশজনক কিম্বা অত্যন্ত দীর্ঘ ভাবে লেখা গেল বোধ করিলে, ঐ২ প্রশ্ন ও তদুত্তর হেতুক যে খরচ লাগে তাহা উক্ত বিষয়ের দোষী ব্যক্তির দিতে হইবে ইতি।

সমবেত সমাজের কি কোম্পানির কর্ম্মকারকের নামে প্রশ্নপত্র দিবার কথা।

১২৪ ধারা। সমবেত সমাজ, কিম্বা সমবেত হইলে বা না হইলেও জাইণ্ট-ষ্টাক কোম্পানি, কিম্বা সমাজবদ্ধ অন্য যে ব্যক্তিরা আইনমতে আপনাদের সাধারণ নামে কিম্বা কোন কর্ম্মকারকের কি অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কিম্বা সেই প্রকারে যাহাদের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত ব্যক্তিরা মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, বিপক্ষপক্ষের কোন ব্যক্তি ঐ সমবেত সমাজের কি কোম্পানির কি সমাজবদ্ধ ব্যক্তিদের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কি কার্য্যকারকের নামে প্রশ্ন লিখিয়া দিবার অনুমতি প্রাপণার্থে আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও তদনুসারে আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

অপ্রাসঙ্গিক প্রভৃতি প্রশ্ন উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১২৫ ধারা।—কোন পক্ষের প্রতি নিজে কিম্বা সমাজ বদ্ধ উক্ত কোন ব্যক্তির কি কার্য্যকারকের দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিবার আদেশ থাকিলে, তিনি তন্মধ্য কোন

প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, কিম্বা প্রকৃত প্রস্তাবে মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে করা যায় নাই, কিম্বা যে বিষয়ের প্রশ্ন হইতেছে মোকদ্দমার তাৎকালিক অবস্থায় তাহা উপযুক্তমতে গুরুতর নয়, এই কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন কারণে, ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ইতি।

উত্তরস্বরূপ আফিডেবিট অর্পণ করিবার সময়ের কথা।

১২৬ ধারা।—প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত হওয়ার তারিখঅবধি দশ দিনের মধ্যে, কিম্বা আদালত আর যত দিনের অনুমতি দেন তত দিনের মধ্যে, আফিডেবিটদ্বারা প্রশ্নের উত্তর আদালতে অর্পণ করা যাইবে ইতি।

কোন পক্ষ প্রচুরমতে উত্তর না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১২৭ ধারা।—যাঁহার নিকট প্রশ্ন করা যায় তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর না দিলে, কিম্বা দিব না বলিলে, কিম্বা অপ্রচুরমতে উত্তর দিলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ঐ উত্তর দেওনের কিম্বা বিষয়বিশেষে আরো উত্তর দেওনের আজ্ঞার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও আফিডেবিটদ্বারা, কিম্বা বিচারপতি আদেশ করিলে বাচনিক পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রতি উত্তর দিবার কি আরো উত্তর দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে। কিন্তু ১২৫ ধারামতে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নাই বিচারপতি এমত জ্ঞান করিলে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার আজ্ঞা করিবেন না ইতি।

দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করণের দাওয়া করিতে পারিবার কথা।

১২৮ ধারা। মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্বে দশ দিনের অন্যূন সঙ্গত কোন সময়ে, কোন এক পক্ষ আদালতের দ্বারা অন্য পক্ষের নামে নোটিস দিয়া (প্রমাণস্বরূপ কোন দলীল গ্রাহ্য হওয়ার ন্যায্য সকল আপত্তি প্রবল মানিয়া) মোকদ্দমার পক্ষে গুরুতর কোন দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন।

দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করার কথা লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও অন্য পক্ষ কি তাঁহার উকীল তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতে অর্পণ করা যাইবে।

যদি উক্ত প্রকারের নোটিস না দেওয়া যায়, তবে বিচারপতি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ঐ দলীল প্রমাণ করিবার কোন খরচার অনুমতি হইবে না।

সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর, চারি দিনের মধ্যে তদনুযায়ি কার্য্য না করা গেলে, ও বিচারপতি দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত জ্ঞান করিলে মোকদ্দমার যে ফল হউক, যে পক্ষ অসম্মত হইলেন ঐ দলীল প্রমাণ করিবার খরচ তাঁহারই দিতে হইবে ইতি।

দলীলের সন্ধান লইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কথা।

১২৯ ধারা।—মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন বিষয়সম্পর্কীয় যেং দলীল মোকদ্দমার কোন পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে বা ছিল, আদালত ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকনের কোন সময়ে তাঁহার প্রতি আফিডেবিটক্রমে সেই সকল দলীল নির্দ্দেশ করিয়া জানাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কোন পক্ষ, প্রথম শ্রবণের পূর্ব্ব কোন সময়ে, আদালতে তদ্রূপ আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ আজ্ঞার উত্তরস্বরূপ আফিডেবিটের কথা।

যে ব্যক্তি ঐ নির্দ্দেশসূচক বাক্য কহেন তাঁহার ঐ আফিডেবিটের উল্লিখিত দলীলের মধ্যে কোন দলীল উপস্থিত করিবার আপত্তি থাকিলে, উক্ত প্রত্যেক আফিডেবিটে তাহাও বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিবেন ও তাঁহার আপত্তির হেতু লিখিবেন ইতি।

মোকদ্দমার চলন সময়ে দলীল উপস্থিতকরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩০ ধারা।—কোন মোকদ্দমার উপস্থিত থাকনের কোন সময়ে আদালত ঐ মোকদ্দমা কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন পক্ষের অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন যেং দলীল উপস্থিত করা উচিত বোধ করেন, ঐ পক্ষের প্রতি তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহা লইয়া যদ্রূপ ন্যায্য জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন ইতি।

আবেদনপত্রাদির যে দলীলের উল্লেখ হয় তাহা দেখিবার জন্যে উপস্থিত করিবার নোটিসের কথা।

১৩১ ধারা।—কোন পক্ষের আবেদনপত্রে কি লিখিত বর্ণনাপত্রে কি আফিডেবিটে কোন দলীলের উল্লেখ থাকিলে, মোকদ্দমার অন্য পক্ষ ঐ মোকদ্দমা শ্রবণ হওয়ার পূর্ব্বে কি শ্রবণকালীন কোন সময়ে আদালতের দ্বারা তাঁহাকে এই নোটিস দিতে পারিবেন যে, আদালত এতৎকার্য্যের নিমিত্ত যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার সাক্ষাৎ ঐ নোটিসদাতার কি তাঁহার উকীলের দেখিবার নিমিত্ত ঐ দলীল উপস্থিত করেন, ও তাঁহাকে কি তাঁহার উকীলকে ঐ দলীল নকল করিয়া লইবার অনুমতি দেন।

ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার ফলের কথা।

কোন পক্ষ যদি উক্ত নোটিস অনুসারে কার্য্য না করেন, তবে ঐ দলীল কেবল আপনার স্বত্ব সম্পর্কীয় দলীল, কিম্বা ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার অন্য ও উপযুক্ত কারণ ছিল, আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথা না জানাইলে, তিনি পশ্চাৎ

ঐ মোকদ্দমায় আপনার সপক্ষ প্রমাণ স্বরূপ ঐ দলীল উপস্থিত করিতে পাইবেন না ইতি।

কোন পক্ষ উক্ত নোটিস পাইলে, ঐ দলীল যে স্থানে যে সময়ে দেখা যাইতে পারে ইহার নোটিস তাঁহার দিতে হইবার কথা।

১৩২ ধারা।—যে পক্ষকে উক্ত নোটিস দেওয়া যায় তিনি তাহা পাইলে পর দশ দিনের মধ্যে ঐ নোটিসদাতাকে আদালতের দ্বারা এই মর্ম্মের নোটিস দিবেন যে, এই নোটিস দেওয়া গেলে পর তিন দিনের মধ্যে ঐ দলীল, কিম্বা তাঁহার যেং দলীল দেখাইবার আপত্তি নাই তাহা, আপন উকীলের আফিসে কিম্বা সুবিধাজনক অন্য স্থানে দেখা যাইতে পারিবে। ও কোন দলীল দেখাইতে আপত্তি করিলে সেই দলীল নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার আপত্তির কারণ জানাইবেন ইতি।

দেখাইতে আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনার কথা।

১৩৩ ধারা।—যে পক্ষের প্রতি ১৩১ ধারামতে নোটিস দেওয়া যায়, তিনি ১৩২ ধারামতে দলীল দেখিবার সময়ের নোটিস না দিলে, কিম্বা দেখাইবার আপত্তি করিলে, কিম্বা দেখিবার অসুবিধার স্থান জানাইলে, যে পক্ষ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি আদালতের নিকট তাহা দেখিতে পাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি।

ঐ প্রার্থনা আফিডেবিট মুলক হওয়ার কথা।

১৩৪ ধারা।—যাঁহার বিপক্ষে উক্ত প্রার্থনা করা যায় তাঁহার আবেদনপত্রের কি বর্ণনাপত্রের কি আফিডেবিটের উল্লিখিত দলীলভিন্ন, কিম্বা তাঁহার দলীলের আফিডেবিটে যেং দলীলের কথা প্রকাশ হইয়াছে তদ্ভিন্ন, কোন দলীল সম্পর্কীয় উক্ত প্রার্থনাপত্র আফিডেবিট মুলক হইবে, তন্মধ্যে (ক) যেং দলীল দেখিতে প্রার্থনা হয় ও (খ) প্রার্থকের সেই দলীল দেখিবার অধিকার আছে, ও [গ] যে পক্ষের বিপক্ষে ঐ প্রার্থনা করা যায় দলীল তাঁহার অধিকারে কিম্বা ক্ষমতাধীনে আছে, এইং কথা ব্যক্ত থাকিবে ইতি।

কোন ইস্যুর কি বিবাদীয় বিষয়ের উপর দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্বের নির্ভর থাখিলে তাহা প্রথমে নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩৫ ধারা।—যে পক্ষের নিকট কোন প্রকারের দলীলের সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার চেষ্টা হয়, তিনি তদ্বিষয়ে কিম্বা তাহার কোন অংশ বিষয়ে আপত্তি করিলে, এবং মোকদ্দমায় কোন ইস্যুর কি বিবাদীয় কোন বিষয়ের নির্ণয়ের উপর ঐ সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্ব নির্ভর করে, কিম্বা অন্য

কোন কারণে, সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্ব নির্ণয়ের পূর্ব্বে উক্ত কোন ইস্যু কি বিবাদীয় বিষয় নির্ণয় করা বিহিত, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে প্রথমে ঐ ইস্যু কি বিবাদীয় বিষয় নির্ণয় করিবার, ও পশ্চাৎ সন্ধান জানিবার কি দলীল দেখিয়া লওয়ার কথা নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

উত্তর না দিবার কি দলীল না দেখাইবার ফলের কথা।

১৩৬ ধারা।—এই অধ্যায়মতে প্রশ্নের উত্তর দিবার কিম্বা দলীলের সন্ধান জানাইবার কিম্বাদলীল দেখাইবার যে আজ্ঞা করা যায়, সেই আজ্ঞাপত্র নিয়মমতে দেওয়া গেলেও, যদি কোন পক্ষ সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করেন, তবে বাদী হইলে, মোকদ্দমা চালাইবার ত্রুটিপ্রযুক্ত তাঁহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারিবে, প্রতিবাদী হইলে তাঁহার উত্তর দেওয়া গিয়া থাকিলেও তাহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে ও তাঁহার উপস্থিত হইয়া উত্তর না দেওয়ার তুল্য অবস্থা হইবে।

ও যে পক্ষ প্রশ্ন করেন কি সন্ধান জানিতে কি দলীল দেখিতে চেষ্টা করেন, তিনি আদালতের নিকট সেই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আদালত তদনুসারে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মতে প্রশ্নের উত্তর দিবার কিম্বা দলীলের সন্ধান জানাইবার কি দলীল দেখাইবার আজ্ঞাপত্র নিজ কোন পক্ষকে দেওয়া গেলেও, যদি তিনি সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করেন, তবে তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারামতেও অপরাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

আপনার কিম্বা অন্য আদালতের কাগজপত্রহইতে কাগজপত্র আনাইতে পারিবার কথা।

১৩৭ ধারা।—আদালত স্বীয় প্রবৃত্তিমতে, এবং মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে স্বীয় বিবেচনামতে, আপনার কাগজপত্রের মধ্যহইতে, কিম্বা অন্য কোন আদালতহইতে অন্য কোন মোকদ্দমার কি মোকদ্দমাঘটিত ব্যাপারের কাগজ-পত্র আনাইয়া দেখিতে পারিবেন।

আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে, যে মোকদ্দমার সম্পর্কে ঐ প্রার্থনা করা যায় সেই মোকদ্দমাসম্বন্ধে ঐ কাগজপত্র যে কারণে গুরুতর হয়, ও যে কাগজ-পত্রে কিম্বা তাহার যে অংশে প্রার্থকের প্রয়োজন থাকে, অসঙ্গত বিলম্ব কি খরচ না হইলে তিনি নিয়মমতে প্রমাণীকৃত সেই পত্রের নকল পাইতে পারেন না, কিম্বা ন্যায় বিচার হেতুক আসল দলীল উপস্থিত করা আবশ্যক, ইহা দেখাইবার জন্যে এই ধারামত প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় প্রার্থকের কিম্বা তাঁহার উকীলের আফিডেবিটও দিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনমতে যে দলীল মোকদ্দমায় গ্রাহ্য হইতে না

পারে, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালত সেই দলীল প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন এমত জ্ঞান হইবে না ইতি।

প্রথম শ্রবণের সময়ে লিখিত প্রমাণ প্রস্তুত রাখিবার কথা।

১৩৮।—পূর্ব্বে যে দলীল আদালতে অর্পণ করা যায় নাই এইরূপ নানা প্রকারের যে সকল দলীল উভয় পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকে ও যাহার উপর তাঁহারা নির্ভর করিতে কল্পনা করেন, এবং আদালত মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্ব কোন সময়ে যে সকল দলীল উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিলেন, ঐ উভয় পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের উকীলেরা মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ সময়ে তাহা সঙ্গে করিয়া আনিবেন, ও প্রস্তুত রাখিয়া আদালতের আদেশ হইলেই দেখাইবেন ইতি।

দলীল উপস্থিত না করিবার ফলেরকথা।

১৩৯ ধারা।—১৩৮ ধারামতে যে দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয়, কোন পক্ষের অধিকারগত কিম্বা ক্ষমতাধীন এমত দলীল উপস্থিত না করা গেলে, ও তাহা উপস্থিত না করিবার বিশিষ্ট কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে দর্শান না গেলে, তৎপরে ঐ মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। বিচারপতি তদ্রূপ কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করিলে, তাহা গ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

আদালতের দলীল গ্রাহ্য করিবার কথা।

১৪০ ধারা।—উভয় পক্ষ প্রথম শ্রবণের সময়ে যে সকল দলীল উপস্থিত করেন আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু এক২ পক্ষ যে সকল দলীল উপস্থিত করেন তাহার সঙ্গে ঐ সকল দলীলের পরিশুদ্ধ নির্ঘণ্টপত্রও দিতে হইবে। হাইকোর্ট সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ নির্ঘণ্টপত্র সেই পাঠে প্রস্তুত করা যাইবে।

অপ্রাসঙ্গিক কি অনুপযুক্ত দলীল অগ্রাহ্য করিবার কথা।

আদালত কোন দলীল অপ্রাসঙ্গিক কিম্বা অন্য কারণে গ্রাহ্য হওয়ার অনুপযুক্ত জ্ঞান করিলে, তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া, মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

দলীলের প্রমাণ না হইলে কাগজপত্রের মধ্যে রাখিতে না হইবার কথা।
দলীলের প্রমাণ হইলে চিহ্ন দিয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

১৪১ধারা।—সাক্ষ্য বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন দলীল প্রমাণীকৃত কিম্বা স্বীকৃত না হইলে, তাহা কাগজপত্রের মধ্যে রাখিতে হইবে না। তদ্রূপে প্রমাণীকৃত কি স্বীকৃত হইলে, ঐ প্রত্যেক দলীলের পৃষ্ঠভাগে মোকদ্দমার নম্বর ও নাম, ও যে ব্যক্তি দলীল উপস্থিত করিলেন তাঁহার নাম, ও

তাহা উপস্থিত করিবার তারিখ লেখা যাইবে। ও যে ব্যক্তির বিপক্ষে ঐ দলীলের ব্যবহার হয় তাঁহারই বিপক্ষে তাহার প্রমাণ করা গেল কিম্বা বিষয়বিশেষ তিনি তাহা স্বীকার করিলেন, দলীলের পৃষ্ঠে বিচারপতি স্বহস্তে এই বর্ণনা লিখিবেন। পরে সেই দলীল কাগজপত্রের একাংশ বলিয়া গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

দোকানের খাতার লিখিত কথা।

কিন্তু দোকানের খাতার কি অন্য বহীর লিখিত কথা লইয়া ঐ দলীল হইলে, যে পক্ষের সপক্ষে ঐ খাতাবহী উপস্থিত করা যায় তিনি ঐ কথার নকল দিতে পারিবেন, সেই নকলখানির পৃষ্ঠে পূর্ব্বোক্ত কথা লেখা যাইতে পারিবে, ও তাহা কাগজ পত্রের একাংশ বলিয়া গাঁথিয়া রাখা যাইবে, ও আদালত খাতার ঐ কথায় চিহ্ন দিবেন, ও যে ব্যক্তি বহী উপস্থিত করিলেন তাঁহাকে ফিরিয়া দিবেন।

প্রথম শ্রবণের সময়ে কোন দলীল উপস্থিত করা গেলে ও উক্ত প্রকারে তাহার প্রমাণ না হইলে, কি স্বীকার না করা গেলে, যে পক্ষ উপস্থিত করিলেন তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

দলীল অগ্রাহ্য হইলে তাহাতে চিহ্ন দিবার কথা।

১৪২ ধারা।—কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য বলিয়া পূর্ব্বোক্তমতে প্রমাণীকৃত বা স্বীকৃত কোন দলীলের উপর নির্ভর করিলে, কিন্তু আদালত তাহা অগ্রাহ্য জ্ঞান করিলে, পূর্ব্বোক্ত পৃষ্ঠলিপির মধ্যে "অগ্রাহ্য হইল" এই কথাও লেখা যাইবে, ও বিচারপতি সেই পৃষ্ঠলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন।

এবং আদালতে আটক রাখা না গেলে ফিরিয়া দিবার কথা।

পরে যে ব্যক্তি দলীল আনিলেন তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

কোন দলীল আটক করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৪৩ ধারা।—কোন মোকদ্দমায় যে দলীল কি বহী আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, ৬২ ও ১৪১ ও ১৪২ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, আদালত উপযুক্ত কারণ জানিলে তাহা আটক করিয়া, যত দিন ও যেনিয়মাধীনে উচিত বোধ করেন তত দিন ও সেই নিয়মানুসারে, আদালতের কোন আমলার জিম্মায় রাখিতে পারিবেন ইতি।

প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয়, আপীলের মিয়াদ গত হইলে তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।

১৪৪ ধারা।—যে মোকদ্দমায় আপীল করিবার অনুমতি নাই, সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, ও যে মোকদ্দমায় আপীল করিবার অনুমতি আছে, সেই

মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর, আপীল করিবার মিয়াদ গত হইলে পর, কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে, সেই আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করিলেন ও যাহা কাগজপত্রের মধ্যে রাখা গেল তাহা ফিরিয়া পাইতে চাহিলে, ১৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে দলীল ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবার কথা।

পরন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্ব কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারককে আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের শংসিত নকল দিলে, দলীলখানি তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

স্থলবিশেষে দলীল ফিরিয়া দিতে না হইবার কথা।

আরো ডিক্রীর বলে কোন দলীল ব্যর্থ কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে, সেই দলীল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফিরিয়া দেওয়া গেলে রসীদ লইবার কথা।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ বহী রাখা যাইবে, প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফিরিয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন ইতি।

দলীল বিষয়ক বিধান অন্যান্য পদার্থেরও প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

১৪৫।—এই আইনগত দলীল বিষয়ক সকল বিধান, প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা অন্য সকল দ্রব্যেরও প্রতি যত দূর বর্ত্তিতে পারে, বর্ত্তিবে ইতি।

---

১১ একাদশ অধ্যায়।

ইস্যু নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি।

ইস্যু নিরূপণের কথা।

১৪৬ ধারা।—এক পক্ষ বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন গুরুতর প্রসঙ্গ করিলেও অপর পক্ষ তাহা অস্বীকার করিলে ইস্যুর উত্থাপন হয়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণের স্বত্ব দেখাইবার জন্যে বাদির আইন বা বৃত্তান্তঘটিত যে প্রসঙ্গ ব্যক্ত করা আবশ্যক তাহাই গুরুতর প্রসঙ্গ।

এক পক্ষ যাহা ব্যক্ত করেন ও অন্য পক্ষ যাহা অস্বীকার করেন এমত প্রত্যেক গুরুতর প্রসঙ্গ লইয়া একটি২ ইস্যু হয়।

ইস্যু দুই প্রকারের (১) বৃত্তান্তঘটীত। (২) আইনঘটিত।

মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে আদালত, আবেদনপত্র এবং বর্ণনাপত্র

থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া, ও উভয় পক্ষের যেরূপ পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইয়া, বৃত্তান্ত কিম্বা আইন ঘটীত যে২ গুরুতর প্রসঙ্গ ধরিয়া উভয় পক্ষের অনৈক্য হয়, ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবেন, ও যে২ ইস্যুর উপর স্বীয় বিবেচনানুসারে মোকদ্দমার ন্যায্য নিষ্পত্তির নির্ভর থাকে, সেই২ ইস্যু ধার্য্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

একি মোকদ্দমায় আইন এবং বৃত্তান্তঘটিত ইস্যু উত্থাপিত হইলে, কেবল আইন-ঘটিত ইস্যু ধরিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে আদালতের এই বিবেচনা থাকিলে, তিনি প্রথমে সেই ইস্যুর বিচার করিবেন। ও তদ্ধেতুক উচিত বোধ করিলে আইনঘটিত ইস্যু যত কাল নির্ণয় না হয় ততকাল বৃত্তান্তঘটিত ইস্যু স্থির করিতে বিলম্ব করিবেন।

প্রতিবাদী মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে উত্তর না দিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের প্রতি ইস্যু ধার্য্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ নাই ইতি।

যে২ বাক্য ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য হইতে পারে তাহার কথা।

১৪৭ ধারা।—আদালত নিম্নলিখিত সকল কি কোন বিষয় ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য করিতে পারিবেন,—

(ক) উভয় পক্ষ, কিম্বা তাঁহাদের সপক্ষে উপস্থিত কোন ব্যক্তিরা, কিম্বা ঐ২ পক্ষের কি ব্যক্তিদের উকীলেরা শপথ করিয়া যে উক্তি করেন তাহা।

(খ) মোকদ্দমার আবেদনপত্রে, কিম্বা লিখিত বর্ণনাপত্র দেওয়া গেলে সেই পত্রে, কিম্বা মোকদ্দমায় যে প্রশ্ন পত্র দেওয়া যায় তাহার উত্তরস্বরূপ যে উক্তি থাকে তাহা।

(গ) কোন পক্ষ যে দলীল উপস্থিত করেন তাহার মর্ম্ম ইতি।

ইস্যু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সাক্ষিদিগকে কি দলীল আদালতের পরিক্ষা করিতে পারিবার কথা।

১৪৮ ধারা।—আদালতের সম্মুখে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির পরীক্ষা না লইলে কিম্বা মোকদ্দমায় যাহা উপস্থিত করা যায় নাই এমত দলীল না দেখিলে, ইস্যু শুদ্ধ-রূপে ধার্য্য করা যাইতে পারে না, আদালত এইরূপবিবেচনা করিলে, অন্য দিন নিরূপণ করিয়া, সেই দিন পর্য্যন্ত ইস্যু ধার্য্য করিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, ভারত-বর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের বিধি প্রবল মানিয়া, সমন কিম্বা অন্য পরওয়ানা দিয়া বলপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইতে, কিম্বা দলীল যাঁহার হাতে থাকে তাঁহার দ্বারা তাহা আনাইতে পারিবেন ইতি।

ইস্যু সংশোধন করিবার ও আরো ইস্যু লিখিবার ও ইস্যু উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৯ ধারা—আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে, ইস্যু সংশোধন করিতে কিম্বা আর কোন ইস্যু ধার্য্য করিতে পারিবেন। ও উভয় পক্ষের বিবাদ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যে সকল ইস্যু সংশোধন করা, কি নূতন যে ইস্যু ধার্য্য করা আবশ্যক, তাহাও সেই প্রকারে সংশোধন কি ধার্য্য করা যাইতে পারিবে।

আরও কোন ইস্যু অন্যায়মতে ধার্য্য কি উপস্থিত করা গিয়াছে, আদালত এমত বোধ করিলে, ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা উঠাইয়া দিতে পারিবেন ইতি।

উভয় পক্ষের সম্মতি হইলে বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত বিবাদের বিষয় ইস্যুর ন্যায় লেখা যাইতে পারিবার কথা।

১৫০ ধারা।—উভয় পক্ষের মধ্যে বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত অমুক২ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবে বলিয়া উভয়ের একমত থাকিলে তাঁহারা ইস্যুস্বরূপ তাহা ব্যক্ত করিয়া এই মর্ম্মের নিয়মপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন যে,

(ক) আদালত ঐ ইস্যুর সপক্ষ বা বিপক্ষ নির্ণয় করিলে আমাদের এক পক্ষ তদনুসারে অন্য পক্ষকে এই নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট এত টাকা, কিম্বা আদালত যত টাকা নির্ণয় করেন তত টাকা, কিম্বা আদালত যেরূপে আজ্ঞা করেন সেইরূপে নির্ণীত টাকা দিব, অথবা আমাদের কোন এক পক্ষকে নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট কোন স্বত্বের স্বত্ববান, কিম্বা কোন দায়ের অধীন বলিয়া নির্ণয় করা যাইবে, অথবা

(খ) মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় উক্ত প্রকারে যাহা নির্ণয় করা যায় তদনুসারে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কিম্বা ঐ অন্য পক্ষের আদেশমতে ঐ নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট সেই সম্পত্তি দিবেন, অথবা

(গ) নিয়মপত্রে বিবাদীয় বিষয় সংক্রান্ত যে বিশেষকার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, উক্ত প্রকারে যাহা নির্ণয় হয় তদনুসারে এক পক্ষ কি অন্য পক্ষ সেই কার্য্য করিবেন কিম্বা সেই কার্য্য করিতে নিরস্ত হইবেন ইতি।

ঐ নিয়মপত্র সরলভাবে সম্পাদন করা গেল আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে নির্ণয় করিবার কথা।

১৫১ ধারা।—আদালত যে প্রকারের অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইয়া,

(ক) উভয় পক্ষ নিয়মমতে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিলেন ও

(খ) উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তিতে তাঁহাদের বিশিষ্ট স্বার্থ আছে, ও

(গ) সেই বিবাদ বিচার ও নিষ্পত্তি করণের উপযুক্ত,

ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, সেই ইসু লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন, ও আদালতেরই দ্বারা ইসু ধার্য্য হইলে যে প্রকারে করিতেন সেই প্রকারে আপনার নির্ণয় কি অভিমত জানাইবেন।

এবং সেই ইসু ধরিয়া যাহা নির্ণয় কি নিষ্পত্তি করেন তদনুসারে ঐ নিয়মপত্রের নিয়মক্রমে বিচার জানাইতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে বিচার জ্ঞাত করা যায় তদনুসারে ডিক্রী হইবে, ও মোকদ্দমায় বাদ-প্রতিবাদ হইয়া সেই বিচার প্রচার হইলে ডিক্রী যদ্রূপে জারী করা যাইত, তদ্রূপে জারী করা যাইবে ইতি।

---

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম শ্রবণের সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ না হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

১৫২ ধারা।—উভয় পক্ষের মধ্যে আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ নাই, মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে ইহা দৃষ্ট হইলে, আদালত একেবারে বিচার জানাইতে পারিবেন ইতি।

অনেক জন প্রতিবাদী থাকিলে যদি বাদির সঙ্গে তাহাদের এক জনের বিবাদ না হয়, তবে সেই স্থলের কথা।

১৫৩।—দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, এবং বাদির সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে এক জনের আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ না থাকিলে, আদালত একেবারে সেই প্রতিবাদির সপক্ষ কি বিপক্ষ বিচার জানাইতে পারিবেন, ও কেবল অন্য প্রতিবাদিদের বিপক্ষে মোকদ্দমা চলিবে ইতি।

আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

১৫৪ ধারা।—আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ হইলে, এবং পূর্ব্ববিধানমতে আদালত কর্ত্তৃক ইসু ধার্য্য করা গেলে, ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত যেং ইসু প্রচুর হয় তৎসম্পর্কে উভয়পক্ষ তৎকালেই যে তর্ক কি প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন তদ্ভিন্ন কোন তর্কের কি প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ও তৎকালেই মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হইলে কোন অন্যায়জনক ফলের সম্ভাবনা নাই, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঐ ইসু স্থির করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন,

ইসু স্থির করিয়া বিচার জানাইবার কথা।

ও কেবল ইসু ধার্য্য করিবার কিম্বা কোমদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন

হইলেও, ঐ ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় হয় তাহা নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রচুর হইলে, তদনুসারে বিচার জানাইতে পারিবেন।

কিন্তু কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার জন্যে সমন বাহির হইয়া থাকিলে, প্রয়োজন যে উভয় পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের উকীলেরা উপস্থিত হন ও তাঁহাদের মধ্যে কেহ আপত্তি না করেন,

তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় তদ্দ্বারাই নিষ্পত্তি হইতে না পারিলে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে আরও প্রমাণ উপস্থিত করিবার কিম্বা আরও তর্ক করিবার জন্যে দিন নিরূপণ করিবেন ইতি।

কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে আদালতের বিচার জানাইতে পারিবার কথা।

১৫৫ ধারা।—মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন বাহির হইয়া থাকিলে, ও কোন পক্ষ যে প্রমাণের উপর নির্ভর করেন উপযুক্ত কারণ না থাকিতেও তাহা উপস্থিত না করিলে, আদালত তৎকালেই বিচার জানাইতে পারিবেন।

প্রথম শ্রবণের সময়ে বিচার জানাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

অথবা যদি উচিত বোধ করেন তবে, ১৪৬ ধারামতে ইস্যু ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করিলে পর, সেইং ইস্যু ধরিয়া নিষ্পত্তি করিবার জন্যে যে প্রমাণের আবশ্যক, তাহা উপস্থিত করাইবার জন্যে অন্য দিনপর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারিবেন ইতি।

---

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

আদালতের অবকাশ দিবার কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৫৬ ধারা।—মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত উভয় পক্ষকে কিম্বা তাঁহাদের কোন ব্যক্তিকে অবকাশ দিতে, ও সময়েং মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন।

দিনান্তর নিরূপণের খরচার কথা।

তদ্রূপ সকল স্থলে আদালত মোকদ্দমার আরং কথা শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন, ও দিনান্তর নিরূপণ করাপ্রযুক্ত যে খরচা হয় তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

পরন্তু প্রমাণ শুনিতে একবার আরম্ভ হইলেই, আদালত কোন কারণে শ্রবণের কার্য্য দিনান্তর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে, উপস্থিত সকল সাক্ষির

সাক্ষ্য যত কাল না লওয়া যায় তত কাল মোকদ্দমা দিনং শ্রবণ হইতে থাকিবে। স্থগিত করা আবশ্যক বোধ করিলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

উভয় পক্ষ নিরূপিত দিনে না আইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫৭ ধারা।—মোকদ্দমা শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ করা গেলে, যদি উভয় পক্ষ কি তাহাদের মধ্যে কোন পক্ষ সেই দিনে উপস্থিত না হন, তবে সেই স্থলের উপলক্ষে ৭ সপ্তম অধ্যায়ে যেং প্রথার আজ্ঞা হইল আদালত তাহার কোন এক প্রথামতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রবত্ত হইবেন, কিম্বা অন্য যে আজ্ঞা করা বিহিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন ইতি।

কোন এক পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলেও আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবার কথা।

১৫৮ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষকে অবকাশ দেওয়া গেলেও যদি তিনি আপনার প্রমাণ উপস্থিত করিতে, কিম্বা আপন সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইতে কিম্বা মোকদ্দমা চালাইবার আবশ্যক জন্য যে কর্ম্মের নিমিত্ত অবকাশ দেওয়া গেল সেই কর্ম্ম করিতে ক্রটী করেন, তবে ঐ ক্রটী হইলেও আদালত অগৌণে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রবত্ত হইতে পারিবেন ইতি।

---

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

প্রমাণ দিবার কি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার সমনের কথা।

১৫৯ ধারা।—কেবল ইস্যু স্থির করিবার কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তও সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে, প্রতিবাদির নামে জারী করিবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে পর, নিষ্পত্তি করিবার কিম্বা বিষয়বিশেষে ইস্যু ধার্য্য করিবার নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে, উভয় পক্ষ আদালতে কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে প্রার্থনা করিয়া, সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে যে ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাঁহাদের নামে সমন বাহির করাইতে পারিবেন ইতি।

সমন প্রার্থনাকরিবার সময়ে সাক্ষিদের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা।

১৬০ ধারা।—যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় তাঁহার যে আদালতে উপস্থিত

হইতে হইবে, পথ প্রভৃতির খরচ বলিয়া তাঁহার সেই আদালতে আসিতে ও তথা হইতে ফিরিয়া যাইতে ও এক দিন উপস্থিত থাকিতে আদালত যত টাকা সঙ্গত বোধ করেন, যে পক্ষ সমন প্রার্থনা করেন সমন বাহির হওয়ার পূর্ব্বে আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাঁহার তত টাকা আদালতে দিতে হইবে।

খরচার ফর্দ্দের কথা।

আদালত হাইকোর্টের অধীন হইলে, খরচের হার নিরূপণ করিতে গেলে তদ্বিষয়ের যে বিধি উপযুক্ত ক্ষমতাক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইল, সেই বিধি মানিয়া ঐ খরচ ধার্য্য করিবেন ইতি।

সাক্ষিদিগকে খরচ দিবার প্রস্তাবের কথা।

১৬১ ধারা।—যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, নিজ তাঁহাকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে, যে টাকা উক্ত প্রকারে আদালতে দেওয়া যায়, সমন দিবার সময়ে তাঁহাকে সেই টাকাও দেওয়া যাইবে ইতি।

যত টাকা দেওয়া গেল তাহাতে না কুলাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬২ ধারা।—যে টাকা আদালতে দেওয়া গেল তাহাতে উক্ত খরচ কুলায় না, আদালত কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক এমত বোধ করিলে, তজ্জন্যে আর যত টাকা আবশ্যক বোধ হয়, আদালত সমন করা ব্যক্তির হস্তে আর তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই টাকা না দেওয়া গেলে, যে পক্ষ সমন বাহির করিলেন আদালত তাঁহার অবস্থার সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা সমন করা ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ না করিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন। কিম্বা ঐ টাকা তদ্রূপে আদায় করিবার ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বিদায়ও করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাক্ষির এক দিনের অধিক থাকিতে হইলে তাহার খরচের কথা।

যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, তাঁহাকে এক দিনের অধিক রাখিবার আবশ্যক হইলে, তাঁহার সেই অধিককাল আটক থাকাতে যত টাকায় খরচ কুলায়, যাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে সমন করা গেল আদালত তাঁহাকে সময়ে২ আদালতে তত টাকা দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই টাকা আমানৎ করা না গেলে, তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা আদালত ঐ সমন করা ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ না করিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ টাকা তদ্রূপে আদায় করিবার ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বিদায়ও করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

যে সময়ে যে স্থানে যে কারণে উপস্থিত হইতে হইবে সমনে এইং
কথা বিশেষ করিয়া লিখিবার কথা।

১৬৩ ধারা।—সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার জন্যে কোন ব্যক্তির উপস্থিত হওনের যে সমন দেওয়া যায়, যে সময়ে যে স্থানে ও যে কারণে, অর্থাৎ সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার জন্যে কি উভয় কারণে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, সমনে এইং কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। ও যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি বিশেষ কোন দলীল দেখাইতে আজ্ঞা হইলে সমনে সেই দলীলের সঙ্গত ঠিক বর্ণনা করা যাইবে ইতি।

দলীল উপস্থিত করিবার সমনের কথা।

১৬৪ ধারা।—কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন না হইয়া দলীল দেখাইবার জন্যে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে। আরও কোন ব্যক্তির নামে কেবল দলীল দেখাইবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে, তিনি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া অন্য দ্বারা দলীল উপস্থিত করাইলে সমনমতে কার্য্য করিলেন বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

আদালতে উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার আদেশ
হইতে পারিবার কথা।

১৬৫ ধারা।—আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তির প্রতি আদালত সাক্ষ্য দিবার ও তৎকালে তৎস্থানে তাঁহার নিকট কি তাঁহার অধিকার গত দলীল দেখাইবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

সমন যে প্রকারে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৬৬ ধারা।—এই আইনের পুর্ব্বভাগে প্রতিবাদীর নামে সমন দিবার যে বিধি নির্দ্ধারিত হইল, কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার সমন যত দূর হইতে পারে সেই বিধিমতে দেওয়া যাইবে। ও ৬ ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমন জারী হওয়ার প্রমাণ বিষয়ক যে বিধি আছে, তাহা এই ধারামতে জারী করা সকল সমনের প্রতি খাটিবে ইতি।

সমন দিবার সময়ের কথা।

১৬৭ ধারা।—যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সমনে তাঁহার উপস্থিত হইবার যে সময় নির্দ্ধারিত হয় তৎপুর্ব্বে এমত সময় থাকিতে সমন জারী করিতে হইবে যেন তিনি প্রস্তুত হইয়া উপস্থিত হইবার নির্দ্ধারিত স্থানে যাইবার যুক্তিসঙ্গত অবকাশ পান ইতি।

সাক্ষী পলাইলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

১৬৮ ধারা।—কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে উপস্থিত হওনের যে সমন দেওয়া যায়, তাহা জারী হইতে পারিল না, সমন জারীর আমলা আদালতে এই কথা শংসিতমতে জানাইলে, আদালত সমন জারী না হওন বিষয়ে শপথপূর্ব্বক ঐ আমলার সাক্ষ্য লইবেন।

এবং সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য কিম্বা সেই দলীল উপস্থিত করা গুরুতর বিষয়, ও যে ব্যক্তির নামে উপস্থিত হইবার সমন দেওয়া গেল তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে না পারে এই কারণে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছেন কিম্বা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঘোষনাপত্র প্রচার করিয়া তাঁহার প্রতি সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে সেই পত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও তিনি সচরাচর যে ঘরে বাস করেন সেই ঘরের বহির্দ্বারে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

তিনি ঐ ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত না হইলে, তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে যত খরচা লাগে এবং ১৭০ ধারার বিধানমতে তাঁহার যত অর্থদণ্ড হইতে পারে, যে পক্ষের প্রার্থনানুসারে, সমন বাহির হইল তাঁহার অনুরোধে আদালত স্বীয় বিবচনামতে ইহার অনধিক যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির তত টাকার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কিন্তু ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিবেন না ইতি।

সাক্ষী উপস্থিত হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

১৬৯ ধারা।—ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে যদি তিনি উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে না পারে এই উদ্দেশে তিনি পলায়ন করেন নাই কি নিরুদ্দেশ হন নাই, এবং যাহাতে ঘোষনাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন এমত সময় থাকিতে ঐ ঘোষণাপত্রের নোটিস পান নাই, এই সকল বিষয়ে যদি আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দেন, তবে আদালত তাঁহার সম্পত্তির উপর ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিয়া, ক্রোকের খরচার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

সাক্ষী উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭০ ধারা।—সেই ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, কিম্বা হইলেও তাঁহাকে যেন সমন দেওয়া যাইতে না পারে এই কারণে পলায়ন করেন নাই কিম্বা নিরুদ্দেশ হয়েন নাই, যাহাতে ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন এমত

সময় থাকিতে ঐ ঘোষণাপত্রের নোটিস পান নাই, এইং বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, আদালত ঐ ব্যক্তির সাংসারিক অবস্থা ও মোকদ্দমার সকল ভাবগতিক বিবেচনায় পাঁচ শত টাকার অনধিক যত টাকা বিহিত বোধ করেন তাঁহার তত টাকা দণ্ড ধার্য্য করিতে পারিবেন, এবং ঐ ক্রোক করা প্রযুক্ত যত টাকা খরচ হয় তাহা এবং অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করিবার জন্যে, তাঁহার ঐ ক্রোকী সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা হয়, তিনি উক্ত খরচের ও দণ্ডের টাকা আদালতে দিলে আদালত তাঁহার সম্পত্তির উপর ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

মোকদ্দমার নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদিগকে সাক্ষীস্বরূপে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা।

১৭১ ধারা।—যে ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষের অন্তর্গত নহেন, ও মোকদ্দমার কোন পক্ষ সাক্ষী বলিয়া যাঁহার নাম দেন নাই আদালত কোন সময়ে এমত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলে, সাক্ষিদের আইসন ও উপস্থিত হওন বিষয়ক এই আইনের বিধি এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের বিধান প্রবল মানিয়া, আপনার প্রবৃত্তিমতে দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে সাক্ষ্য দিবার জন্যে ও তাঁহার অধিকারগত দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে তাঁহার নামে সাক্ষীস্বরূপ সমন দেওয়াইতে পারিবেন ও সাক্ষী বলিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে কিম্বা তাঁহাকে সেই দলীল দেখাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করা গেলে তাহার আসিতে হইবার কথা।

১৭২ ধারা।—পূর্ব্বোক্তবিধান প্রবল মানিয়া কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে, সমনে যে সময় ও স্থান লেখা থাকে, তাঁহার সেই সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, ও দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সেই সময়ে ও স্থানে তাঁহার সেই দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে স্বয়ং আসিতে হইবে কিম্বা দলীল উপস্থিত করাইতে হইবে ইতি।

যে সময়ে চলিয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৭৩ ধারা।—যে ব্যক্তির নামে তদ্রূপে সমন দেওয়া যায় তিনি উপস্থিত হইলে (ক) তাঁহার সাক্ষ্য না লওয়া গেলে বা তিনি দলীল উপস্থিত না করিলে ও

আদালতের অধিবেশন ভঙ্গ না হইলে কিম্বা (খ) আদালতের স্থানে চলিয়া যাইবার অনুমতি না পাইলে, তিনি চলিয়া যাইবেন না ইতি।

উপস্থিত না হওয়ার ফলের কথা।

১৭৪ ধারা।—সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে কোন ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া গেলে পর, যদি তিনি সমনমতে কার্য্য না করেন, কিম্বা যাঁহার নামে তদ্রূপ সমন দেওয়া যায় তিনি উপস্থিত হইয়া যদি ১৭৩ ধারার বিধানের বিপক্ষে চলিয়া যান তবে আদালত তাঁহাকে ধরিয়া সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে ত্রুটি করেন তাঁহার সেই ত্রুটির উপযুক্ত কারণ ছিল আদালতের এইরূপ জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না।

কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, তাঁহার সমন অনুযায়ি কার্য্য না করিবার উপযুক্ত কারণ ছিল এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, আদালত তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—১৬০ ধারার উল্লিখিত খরচ শোধ করিবার উপযুক্ত টাকা না দেওয়া বা দিবার প্রস্তাব না করা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ি উপযুক্ত কারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সাক্ষ্য দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার অসম্মতির ফলের কথা।

কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে ধরিয়া আদালতের সম্মুখে আনা গেলে পর, তাঁহার নামে যে সাক্ষ্য দিবার কি যে দলীল উপস্থিত করিবার সমন দেওয়া গেল উভয় কিম্বা কোন পক্ষের উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত যদি তিনি ঐ সাক্ষ্য দিতে কি ঐ দলীল উপস্থিত করিতে না পারেন, তবে আদালত যে সময় ও স্থান উচিত বোধ করেন তৎসময়ে তৎস্থানে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার হাজিরজামিন বা অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই হাজিরজামিন বা প্রতিভূ দিলে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

সাক্ষী পলায়ণ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭৫ ধারা।—কোন ব্যক্তি উক্ত প্রকারে সমন অনুযায়ি কার্য্য না করিয়া পলায়ন করাতে কি নিরুদ্দেশ হওয়াতে যদি তাঁহাকে ধরিয়া আদালতের সম্মুখে আনা যাইতে না পারে, তবে ১৬৮, ১৬৯ ও ১৭০ ধারার বিধানের কথা প্রয়োজন মতে পরিবর্ত্তন করিলে উক্ত স্থলে ঐ২ বিধান বর্ত্তিবে ইতি।

কোন ব্যক্তির নামে সমনক্রমে আজ্ঞা হইলে স্বয়ং উপস্থিত হইবার কথা।

১৭৬ ধারা।—(ক) মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে আদালতের সাধারণ

ক্ষমতা যে সীমাপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় কোন ব্যক্তি সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে, কিম্বা

(খ) সেই সীমার বহির্ভূত স্থানে কিন্তু আদালত ঘর হইতে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে, কিম্বা আদালত যে স্থানে থাকে সেই স্থানের ও তাঁহার বাসস্থানের মধ্যে রেলপথদ্বারা ছয় অংশের পাঁচ অংশ পথ যাইতে পারিলে ঐ আদালত ঘর হইতে দুই শত মাইলের মধ্যে বাস না করিলে, তিনি সেই আদালতে প্রামাণ কি সাক্ষ্য দিবার জন্যে স্বয়ং যাইতে বদ্ধ নহেন ইতি।

আদালতের আজ্ঞা হইলেও কোন পক্ষের সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওয়ার ফলের কথা।

১৭৭ ধারা।—মোকদ্দমার কোন পক্ষ আদালতে উপস্থিত থাকিলে ও আদালত তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে কিম্বা তৎকালের তাঁহার নিকট কি অধিকার গত দলীল দেখাইতে আদেশ করিলেও, তিনি বৈধ কোন কারণ বিনা সম্মত না হইলে, আদালত স্বীয় বিবেচনা মতে তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন ইতি।

মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সমন করা গেলে সাক্ষি বিষয়ক বিধি খাটিবার কথা।

১৭৮ ধারা।—মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সাক্ষ্য দিতে কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করা গেলে, এই আইনে সাক্ষিদের বিষয়ে যে বিধি আছে তাহা যতদূর খাটিতে পারে ততদূর ঐ পক্ষের প্রতিও খাটিবে ইতি।

---

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তাহার বর্ণনাপত্র ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা।

১৭৯ ধারা।—মোকদ্দমা শুনিবার নির্দ্ধারিত দিনে কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তিনি স্বপক্ষীয় বাক্য জানাইবেন ও যে২ ইস্যুর প্রমাণ করিতে হইবে তাহার পোষকতার্থ প্রমাণ উপস্থিত করিবেন।

আরম্ভ করিবার স্বত্ববিষয়ক বিধি।

বাখ্যা।—বাদির আরম্ভ করিবার স্বত্ব আছে। কিন্তু প্রতিবাদী বাদির কথিত বৃত্তান্ত স্বীকার করিয়াও বাদী যে উপকার প্রার্থনা করেন আইনঘটিত বিষয়হেতুক

কিম্বা প্রতিবাদির ব্যক্ত আর কোন বৃত্তান্তমতে, তাঁহার সেই উপকারের কোন অংশ পাইবার অধিকার নাই, এইরূপ বিতণ্ডা করিলে, প্রতিবাদির আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকিবে ইতি।

অন্য পক্ষের বর্ণনা ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা।

১৮০ ধারা।—পরে অন্য পক্ষ স্বপক্ষীয় মোকদ্দমার বর্ণনা করিয়া, প্রমাণ থাকিলে তাহা উপস্থিত করিবেন।

যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন তাঁহার উত্তরের কথা।

যে ব্যক্তি আরম্ভ করিলেন তিনি তৎপরে প্রত্যুত্তর করিতে স্বত্ববান।

অনেক ইস্যু থাকিলে, ও তন্মধ্যে কএক ইস্যুর প্রমাণ করিবার ভার অন্য পক্ষের প্রতি বর্ত্তিলে, যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন তিনি আপন ইচ্ছামতে হয় ঐ২ ইস্যুর উপর আপনার প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন, না হয় অন্য পক্ষ যে প্রমাণ উপস্থিত করেন তাহার উত্তর স্বরূপে আপনার প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন। শেষোক্ত স্থলে, অন্য পক্ষ সকল প্রমাণ উপস্থিত করিলে পর, যিনি আরম্ভ করিলেন তিনি ঐ২ ইস্যুর উপর প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন, পরে অন্য পক্ষ তাঁহার উপস্থিত করা প্রমাণে বিশেষ উত্তর দিতে পারিবেন। তৎপরে, যিনি আরম্ভ করিলেন সম্পূর্ণ মোকদ্দমার বিষয় ধরিয়া তাঁহার সাধারণ উত্তর দিবার স্বত্ব থাকিবে ইতি।

খোলা কাছারীতে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার কথা।

১৮১ ধারা।—যত জন সাক্ষী উপস্থিত থাকেন, মুক্তদ্বার আদালতে বিচারপতির সাক্ষাতে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে তাঁহাদের বাচনিক সাক্ষ্য লওয়া যাইবে ইতি।

মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারিলে সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইবে তাহা লইবার কথা।

১৮২ ধারা।—যে মোকদ্দমায় আপীল হইবার অনুমতি থাকে, সেই মোকদ্দমায় আদালতের চলিত ভাষায়, বিচারপতির দ্বারা কিম্বা তাঁহার সাক্ষাতে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য, সচরাচর প্রশ্নোত্তরের ভাবে না হইয়া বৃত্তান্ত ভাবে লিখিয়া লওয়া যাইবে। ও সমাপ্ত হইলে বিচারপতির ও সাক্ষির সাক্ষাৎ এবং উভয় পক্ষের কিম্বা তাঁহাদের উকীলদের সাক্ষাৎ পাঠ করা যাইবে, ও বিচারপতি প্রয়োজনমতে সংশোধন করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

যে স্থলে সাক্ষী আপন সাক্ষ্য বুঝাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারেন তাহার কথা।

১৮৩ ধারা।—সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল, ১৮২ ধারামতে তদ্ভিন্ন কোন

ভাষায় লিখিয়া লওয়া গেলে, ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী সেই ভাষা বুঝিতে না পারিলে, যে ভাষায় সাক্ষ্য দিলেন ঐ লিখিত সাক্ষ্য সেই ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

বিচারপতি সাক্ষ্য না লিখিলে সার কথা লিখিবার কথা।

১৮৪ ধারা।—বিচারপতি আপনি সাক্ষ্য লিখিয়া না লইলে, এক২ জন সাক্ষির সাক্ষ্য লওন সময়ে এক২ জনের সাক্ষ্যের মর্ম্ম তাঁহার লিখিয়া লইতেই হইবে। বিচারপতি স্বহস্তে ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে ইতি।

যে স্থলে ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লেখা যাইতে পারে তাহার কথা।

১৮৫ ধারা।—ইংরেজী ভাষা আদালতের চলিত ভাষা না হইলে, কিন্তু ইংরেজী ভাষায় যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, মোকদ্দমার যে২ পক্ষ স্বয়ং উপস্থিত হন তাঁহারা এবং উকীলদের দ্বারা যাঁহারা উপস্থিত হন তাঁহাদের উকীলেরা ইংরেজী ভাষায় ঐ সাক্ষ্য লিখন বিষয়ে আপত্তি না করিলে, বিচারপতি ইংরেজী ভাষায় স্বহস্তে ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন ইতি।

বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৮৬ ধারা।—বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর কিম্বা কোন প্রশ্নের বিষয়ে কোন আপত্তি লিখিয়া লইবার কোন বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইলে, আদালত আপনার প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন পক্ষের কি তাঁহার উকীলের প্রার্থনামতে তাহা লিখিয়া কি লেখাইয়া লইতে পারিবেন ইতি।

প্রশ্নের বিষয় আপত্তি হইলে তাহার কথা।

১৮৭ ধারা।—সাক্ষির নিকট যে প্রশ্ন করা যায় কোন পক্ষ কি তাঁহার উকীল তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলেও আদালত সেই প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিলে, বিচারপতি ঐ প্রশ্ন ও উত্তর ও আপত্তি, ও আপত্তিকারকের নাম, ও তদ্বিষয়ে আদালতের যে নিষ্পত্তি হয় তাহা লিখিয়া লইবেন ইতি।

সাক্ষিদের আচরণ বিষয়ক মন্তব্য কথা।

১৮৮ ধারা।—সাক্ষ্য দিবার সময়ে কোন সাক্ষী যেরূপ আচরণ করেন আদালত তদ্বিষয়ের কোন মন্তব্য কথা লেখা গুরুতর জ্ঞান করিলে তাহাও লিখিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি।

যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্যের মর্ম্মলিখিবার কথা।

১৮৯ ধারা।—যে মোকদ্দমায় আপীল হইবার অনুমতি নাই, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লওয়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু এক২ জন সাক্ষির সাক্ষ্য লওন সময়ে বিচারপতি তাঁহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন। ঐ

মর্ম্মাত্মক কথা স্বহস্তে লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজ পত্রের একাংশ হইবে ইতি।

বিচারপতি সেই মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে না পারিলে তাহার কারণ লিখিবার কথা।

১৯০।—ধারা।—বিচারপতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞামতে মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে অক্ষম হইলে তাঁহার অক্ষমতার কারণ লিপিবদ্ধ করাইবেন। ও তিনি মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে সেই মর্ম্মাত্মক কথা লেখাইয়া লইবেন। তদ্রূপে লেখা মর্ম্মাত্মক পত্র কাগজপত্রের একাংশ হইবে ইতি।

মোকদ্দমার সমাপ্তির পূর্ব্বে বিচারপতি স্থানান্তরে গেলে ঐ সাক্ষ্য লইয়া যাহা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৯১ ধারা।—বিচারপতি এই অধ্যায়মতে কোন সাক্ষ্য লিখিয়া লইলে কিম্বা মর্ম্মাত্মকপত্র লেখাইয়া লইলে পর, মোকদ্দমার কার্য্য সমাপ্ত না হইতে২ মরিলে, কিম্বা আদালত হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে, তাঁহার উত্তরপদধারী উচিত বোধ করিলে, আপনি যেন সেই সাক্ষ্য কি মর্ম্মাত্মকপত্র লিখিয়া কি লেখাইয়া লইলেন তাহা লইয়া এমত কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

অগৌণেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবার কথা।

১৯২ ধারা।—সাক্ষী আদালতের এলাকা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধ মতে তাঁহার সাক্ষ্য অগৌণেই লইবার বিশিষ্ট অন্য কারণ দর্শান গেলে, আদালত মোকদ্দমার কোন এক পক্ষের কিম্বা ঐ সাক্ষির প্রার্থনামতে, মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর কোন সময়ে, পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবেন। ঐ সাক্ষ্য অগৌণেই ও উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ লওয়া না গেলে, আদালত ঐ সাক্ষ্য লইবার নিরূপিত দিনের যে নোটীস প্রচুর জ্ঞান করেন উভয় পক্ষকে এমত নোটীস দেওয়া যাইবে। সাক্ষ্য তদ্রূপে লইয়া লেখা গেলে পর সাক্ষির নিকট পাঠ করা যাইবে, ও তিনি তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পরে মোকদ্দমা শ্রবণের কোন সময়ে পাঠ করা যাইতে পারিবে ইতি।

সাক্ষিকে পুনরায় ডাকিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৯৩ ধারা।—কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর তিনি ১৭৩ ধারার বিধানমতে চলিয়া না গেলে, আদালত মোকদ্দমা চলনের কোন সময়েই তাঁহাকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া (ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের বিধান প্রবল

ষানিয়া) তাঁহার নিকট যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

---

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

আফিডেবিট দ্বারা কোন বিষয়ের প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

১৯৪ ধারা।—প্রথম স্থলের কোন আদালত ও কোন আপীল আদালত বিশিষ্ট কারণ থাকিলে কোন সময়ে আপনার বিবেচনানুযায়ী সঙ্গত নিয়ম করিয়া আফিডেবিট দ্বারা বিশেষ কোন এক কি কএক বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার, কিম্বা শ্রবণের সময়ে কোন সাক্ষির আফিডেবিট পাঠ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন পক্ষ সরলভাবে কোন সাক্ষির কুট পরীক্ষা হইবার জন্য তাঁহাকে উপস্থিত করাইতে ইচ্ছুক আছেন, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, ও সেই সাক্ষিকে উপস্থিত করাণ যাইতে পারিলে, আফিডেবিটদ্বারা ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য দেওনের অনুমতির আজ্ঞা করা যাইবে না ইতি।

যে স্থলে আফিডেবিটদ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৯৫ ধারা।—প্রার্থনা হইলেই আফিডেবিটদ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি আফিডেবিট করিলেন আদালত কোন পক্ষের অনুরোধে তাঁহারা কুট পরীক্ষা হইবার জন্যে উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তিনি এই আইনমতে স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত না থাকিলে, কিম্বা আদালত অন্যরূপ আজ্ঞা না করিলে ঐ ব্যক্তির আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। ইতি।

আফিডেবিটে যেং বিষয় মাত্রের কথা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

১৯৬ ধারা।—যে বক্তি আফিডেবিট করেন তিনি নিজ জ্ঞানে যেং বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পারেন তাঁহার আফিডেবিটে কেবল সেইং বৃত্তান্তলেখা যাইবে। কিন্তু মোকদ্দমা চলন সময়ে প্রার্থনা হইলে, তিনি যাহা বিশ্বাস করেন তদ্বিষয়ের সঙ্গত কারণ প্রকাশ হইলে তাঁহার সেই বিশ্বাসমত কথাও গ্রাহ্য হইতে পারিবে। কোন আফিডেবিটের মধ্যে যদি শ্রুত কথা কিম্বা তর্কবিতর্ক কিম্বা দলীলের প্রতিলিপি কি দলীল হইতে উর্দ্ধৃত কথা অনাব্যশ্যকমতে ব্যক্ত থাকে, তবে আদালত অন্য প্রকারের আজ্ঞা না করিলে, যে ব্যক্তি আফিডেবিট উপস্থিত করেন তাঁহারই সেই আফিডেবিটের খরচ দিতে হইবে ইতি।

যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তাহাকে যিনি শপথ করাইবেন তাঁহার কথা।

১৯৭ ধারা।—এই আইনমতে কোন আফিডেবিট হইলে, যিনি আফিডেবিট করেন, (ক) কোন অদোলত কি মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা (খ) হাইকোর্ট এই কার্য্যপক্ষে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, কিম্বা (গ) স্থানিয় গবর্ণমেণ্ট এতৎকার্য্য পক্ষে অন্য আদালতের নিযুক্ত যে কার্য্যকারককে সাধারণ কি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন তিনি তাঁহাকে শপথ করাইতে পারিবেন ইতি।

---

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

বিচার যে সময়ে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কথা।

১৯৮ ধারা।—সাক্ষ্য নিয়মমতে লওয়া গেলে ও উভয়পক্ষের নিজ২ কথা, কি আপন২ উকীলদের বা স্বীকৃত মোক্তারদের দ্বারা তাঁহাদের কথা শুনা গেলে পর, আদালত তৎকালেই কিম্বা তৎপশ্চাৎ কোন দিনে মুক্তদ্বার আদালতে আপনার বিচার জানাইবেন। উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে সময় থাকিতে ঐ দিনের নোটীস দিতে হইবে ইতি।

বিচারপতির পূর্ব্বপদধারীর বিচার প্রকাশ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৯৯ ধারা।—বিচারপতির পূর্ব্বপদধারী যদি বিচার লিখিয়া প্রকাশ না করিয়া থাকেন, তবে বিচারপতি তাহাই প্রচার করিতে পারিবেন। এমত স্থলে নোটিস দেওনভিন্ন তিনি ১৯৮ ধারার বিধানে বদ্ধ হইবেন না ইতি।

বিচার লিখিবার ভাষার কথা।

২০০ ধারা।—আদালতের চলিত ভাষায় কিম্বা ইঙ্গরেজী কি বিচারপতির মাতৃভাষায় বিচার লিখিতে হইবে ইতি।

বিচারের অনুবাদের কথা।

২০১ ধারা।—আদালতের চলিত ভাষাভিন্ন কোন ভাষায় বিচার লেখা গেলে কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, আদালতের চলিত ভাষায় ঐ বিচার অনুবাদ করা যাইবে, ও বিচারপতি কিম্বা তিনি এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ অনুবাদে স্বাক্ষরও করিবেন ইতি।

বিচারপত্রে তারিখ লিখিতে ও স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

২০২ ধারা।—বিচারপতি যে সময়ে বিচার প্রকাশ করেন সেই সময়ে মুক্তদ্বার আদালতে ঐ বিচারপত্রে তারিখ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, ও কোন শব্দের ভ্রম শোধন কিম্বা যে দোষদ্বারা মোকদ্দমার গুরুতর অংশের কোন বিঘ্ন না হয় অকস্মাৎ

এমত কোন দোষ খণ্ডনভিন্ন কিম্বা পুনরালোচনার সময়ে যে সংশোধন করা যায় তদ্ভিন্ন, তাহা পরিবর্ত্তন করা যাইবে না ও তাহাতে কোন কথা সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে না ইতি।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারের কথা।

২০৩ ধারা।—যেং বিষয় নির্ণয় করা প্রয়োজন ও তাহার উপর যেং নিষ্পত্তি হয়, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারপত্রে তদ্ভিন্ন কোন কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই।

অন্যং আদালতের বিচারের কথা।

অন্য সকল আদালতের বিচারপত্রে, মোকদ্দমার সংক্ষেপ বর্ণনা, ও নির্ণয় করিবার যেং বিষয়, ও তাহার উপর যে নিষ্পত্তি হয় তাহা, ও ঐ নিষ্পত্তির হেতু লিখিতে হইবে ইতি।

প্রত্যেক ইস্যুর বিষয়ে আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২০৪ ধারা।—মোকদ্দমার ইস্যু ধার্য্য করা গেলে, কোন এক কি কএক ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় হয় কেবল তাহাই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রচুর না হইলে, আদালত একং স্বতন্ত্র ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় বা নিষ্পত্তি করেন হেতু সহিত তাহা লিখিবেন ইতি।

ডিক্রীর তারিখের কথা।

২০৫ ধারা।—যে দিনে বিচার প্রচার করা যায়, ডিক্রীতে সেই দিনের তারিখ লিখিতে হইবে। ও বিচারপত্রানুসারে ডিক্রী লেখা গেল বিচারপতি ইহা স্ববোধমতে জানিলে, ঐ ডিক্রীতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

ডিক্রীর মর্ম্মের কথা।

২০৬ ধারা।—ডিক্রী বিচারের সঙ্গে মিলিবে। মোকদ্দমার রেজিস্টরী বহীতে মোকদ্দমার যে নম্বর ও উভয় পক্ষের যেং নাম ও বর্ণনা ও দাওয়ার যে বিশেষ কথা লেখা থাকে ডিক্রীতে তাহাও লিখিতে হইবে, ও যে প্রকারের উপকার করা গেল কিম্বা মোকদ্দমা অন্য যে প্রকারে নির্ণয় হইল তাহাও স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইবে। আরও মোকদ্দমায় যত খরচা লাগিল ও যেং পক্ষের, ও ঐ খরচার যে অংশ যাঁহার দিতে হইবে, ডিক্রীতে এইং কথাও লেখা যাইবে।

ডিক্রী সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

বিচারের সঙ্গে ডিক্রীর ঐক্য নাই দেখা গেলে, কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে কোন অক্ষরের কি অঙ্কের ভুল দেখা গেলে, যাহাতে বিচারের সঙ্গে ঐক্য হয় কিম্বা ঐ ভ্রম সংশোধন করা যায়, আদালত আপন প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন এক পক্ষের

প্রার্থনানুসারে ডিক্রী এমন করিয়া সংশোধন করিতে পারিবেন। কিন্তু উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে প্রস্তাবিতমতে সংশোধন করিবার উপযুক্ত নোটিস দিতে হইবে ইতি।

স্থাবর সম্পত্তির একাংশ ফিরিয়া পাইবার ডিক্রীর কথা।

২০৭ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তি মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় হইলে, এবং বন্দোবস্তী কি জরীপী কাগজপত্রে সীমা কি নম্বর দিয়া ঐ সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, যদি ঐ সম্পত্তির অংশমাত্র ফিরিয়া পাইবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ডিক্রীতে সেই অংশের সীমা ও নম্বর বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে ইতি।

অস্থাবর সম্পত্তি দিবার ডিক্রীর কথা।

২০৮ ধারা।—অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইয়া যদি ঐ সম্পত্তি দিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইতে না পারিলে তৎপরিবর্ত্তে যত টাকা দিতে হইবে, ইহাও ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ইতি।

টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে আসল যত টাকার আজ্ঞা হয় ডিক্রীতে তাহার উপর সুদও দিবার আজ্ঞা থাকিতে পারিবার কথা।

২০৯ ধারা।—বাদির পাওনা টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্ব্ব কোন সময়ের নিমিত্ত আসল টাকার উপর যে সুদের আজ্ঞা হয় আদালত তদতিরিক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ঐ ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত যে হার সঙ্গত জ্ঞান করেন, আসল যত টাকার ডিক্রী করেন ঐ ডিক্রীতে তত টাকার উপর সেই হারানুসারেও সুদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকার ডিক্রী হয় ডিক্রীর তারিখ অবধি টাকা না দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত, কিম্বা আদালত তৎপূর্ব্বের যে তারিখ উচিত বোধ করেন এমত তারিখ পর্য্যন্ত, মোটে তত টাকার উপর যে হারে সঙ্গত জ্ঞান করেন সেই হারে সুদের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

কিস্তি করিয়া টাকা দিবার কথা।

২১০ ধারা।—টাকা দিবার সকল ডিক্রীতে আদালত বিশিষ্ট কোন কারণে সুদ সমেত কি সুদছাড়া কিস্তি করিয়া ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালত যে স্থলে কিস্তিবন্দি করিয়া টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

ও তদ্রূপ কোন ডিক্রী করা গেলে পর, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে ও ডিক্রীদারের অনুমতি লইয়া, আদালত সুদ দেওন, বা প্রতিবাদির সম্পত্তি ক্রোক করণ, কিম্বা তাঁহার স্থানে জামিন লওন প্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, তদনুসারে কিস্তিবন্দী করিয়া ঐ ডিক্রীর টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারার ও ২০৬ ধারার বিধানের স্থল ছাড়া, কোন পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রী পরিবর্ত্তন কয়া যাইবে না ইতি।

ভূমির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, সুদসমেত ওয়াসিলাৎ দিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২১১ ধারা।—ভূমির, কিম্বা অন্য যে সম্পত্তি হইতে খাজানা কি অন্য লভ্য পাওয়া যায় সেই সম্পত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, যাঁহার পক্ষে ডিক্রী করা যায় আদালত ঐ ডিক্রীর মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি সম্পত্তি তাঁহার অধিকার করিয়া না দেওন, কিম্বা ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসরের অবসান না হওন, ইহার মধ্যে যেটি প্রথম হয় তৎকালপর্য্যন্ত, ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াসিলাৎ কি খাজানা দিবার ও যে হার উচিত বোধ করেন সেই হারে সুদ দিবার বিধান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—সম্পত্তি অন্যায়মতে যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তিনি সেই সম্পত্তি হইতে যে লভ্য পাইলেন, কিম্বা সাধারণমতে যত্ন করিলে যে লভ্য পাইতে পারিতেন, সম্পত্তির "ওয়াসিলাৎ" শব্দে সেই লভ্য জানিতে হইবে ইতি।

আদালতেরডিক্রী করিবার পূর্ব্বে ওয়াসিলাতের টাকা নির্ণয় করিবার কিম্বা পশ্চাৎ তাহার অনুসন্ধান লইবার কথা।

২১২ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ব কোন সময়াবধি ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াসিলাতের নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, এবং ঐ ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয় তদ্বিষয়ের বিবাদ হইলে, আদালত ঐ ডিক্রীতেই সেই টাকা নির্ণয় করিতে পারিবেন। কিম্বা সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রী করিয়া, ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয় ইহার অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা করিয়া অন্য আজ্ঞাক্রমে তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

মৃত ব্যক্তির দ্রব্যনিরূপণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৩ ধারা।—কোন সম্পত্তির হিসাব পাইবার ও আদালতের ডিক্রী অনুসারে সম্পত্তি নিয়মমতে নিরূপণ করার বিষয়ে মোকদ্দমা হইলে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে যে হিসাব ও অনুসন্ধান লওয়ার ও অন্য যে বিষয়ের আদেশ করা উচিত বোধ করেন তাহার আজ্ঞা করিবেন। এই আইন প্রচলিত হওনের পর কোন ব্যক্তি মরিলে ও আদালত তাঁহার সম্পত্তি নিরূপণ করিলে, যদি তাঁহার সম্পূর্ণ ঋণ ও দায় শোধ করনার্থে ঐ সম্পত্তিতে অকুলান হইয়া থাকে, তবে যাঁহাদিগকে ঋণ শোধ করিবার অক্ষম বলিয়া নির্ণয় করা যায় তাঁহাদের সম্পত্তি বিষয়ে যে বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে, ঐ মৃত ব্যক্তির প্রতিভূক্রমে রক্ষিত ও অরক্ষিত মহাজন দের নিজ২ সত্ত্ব বিষয়ে, ও যে ঋণের ও দায়ের প্রমাণ করা যাইতে

পারে তদ্বিষয়ে, ও বার্ষিক বৃত্তির ও সম্ভাবিত ও নৈমিত্তিক দায়ের মুল্য নিরূপণ বিষয়ে, সেই২ বিধিমতে কার্য্য করা যাইবে। ও তদ্রূপ কোন স্থলে সেই সম্পত্তি হইতে যাঁহাদের ঋণের শোধ পাইবার স্বত্ব থাকে, তাঁহারা ঐ সম্পত্তির নিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক ডিক্রীর অধীন হইয়া এই আইনের বলে যে দাওয়া করিতে স্বত্ববান হন ঐ সম্পত্তির উপর সেই দাওয়া করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৬৫ ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, তাহা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ি মোকদ্দমা বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৪ ধারা।—সম্পত্তির বিশেষ বিক্রয় হওনস্থলে, যদি ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমা হইয়া থাকে, ও আদালত বাদির স্বপক্ষে নির্ণয় করেন, তবে ক্রয়ের টাকা আদালতে না দেওয়া গেলে, যে দিনে বা যে দিনের পূর্ব্বে ঐ টাকা দিতে হইবে ডিক্রীর মধ্যে এমত দিন নির্দ্ধারিত হইবে, ও তন্মধ্যে এই আজ্ঞা থাকিবে যে বাদির বিপক্ষে খরচারও ডিক্রী হইলে সেই খরচা সুদ্ধ ঐ ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে বাদী ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবেন, কিন্তু সেই টাকা ও খরচা না দেওয়া গেলে, মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিসমিস হইবে ইতি।

অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৫ ধারা।—অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকদ্দমা হইলে, যে দিন অবধি ঐ অংশিত্ব লোপ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে এমত দিন নিরূপণের আজ্ঞা করিয়া, হিসাব লওয়ার ও অন্য যে কার্য্য করা উচিত বোধ করেন, সেই কার্য্য করিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

বিপরীত দাওয়ার অনুমতি হইলে তাহার কথা।

২১৬ ধারা।—প্রতিবাদী বাদির দাওয়ার বিপক্ষে কোন ঋণের দাওয়া করিলে ও সেই দাওয়া গ্রাহ্য হইলে, বাদির কত টাকা পাওনা ও প্রতিবাদির কিছু পাওনা থাকিলে তাঁহারই বা কত পাওনা আছে, ডিক্রীর মধ্যে এই কথা লেখা যাইবে, ও কোন এক পক্ষের যত টাকা পাওনা বলিয়া দৃষ্টি হয় তত টাকা আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রী হইবে।

ডিক্রীর ফলের কথা।

প্রতিবাদী বাদির নামে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা করিয়া সেই টাকার দাওয়া করিলে ঐ ডিক্রীর যে ফল হইত ও আপিল প্রভৃতি বিষয়ক যে বিধি বর্ত্তিত, আদালত উক্ত স্থলে প্রতিবাদির কোন টাকা পাইবার যে ডিক্রী করেন তাহারও সেই ফল হইবে, ও আপীল প্রভৃতি বিষয়ক সেই বিধি বর্ত্তিবে ইতি।

ডিক্রীর ও বিচারের সর্টিফিকিটযুক্ত নকল দিতে হইবার কথা।

২১৭ ধারা।—মোকদ্দমার কোন পক্ষ আদালতের নিকটে বিচারপত্র ও ডিক্রী প্রার্থনা করিলে, তাঁহার খরচে ঐ২ পত্রের সার্টিফিকটযুক্ত নকল তাঁহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

---

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

খরচা বিষয়ক বিধি।

প্রার্থনাপত্রের খরচের কথা।

২১৮ ধারা।—আদালত এই আইনমত কোন প্রার্থনাপত্রের নিষ্পত্তি করণ সময়ে কোন এক পক্ষকে ঐ প্রার্থনাপত্রের খরচ দেওয়াইতে পারিবেন, কিম্বা তৎপরে অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহা করণসময়ে এ খরচার কথা বিবেচনা করিতে পারিবেন ইতি।

খরচ কোন্ পক্ষের দিতে হইবে বিচারপত্রে ইহার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

২১৯ ধারা।—একং পক্ষের খরচা কাহার দিতে হইবে, অর্থাৎ আপনি কি মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষ দিবেন, এবং সমুদয় কিম্বা অংশমাত্র কি যে অনুপাতে যাঁহার দিতে হইবে বিচারপত্রে এইং বিষয়ের আজ্ঞা থাকিবে ইতি।

খরচার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২২০ ধারা।—আদালত যে কোন প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের ও মোকদ্দমার খরচা দেওয়াইতে ও অংশাংশমতে নিরূপণ করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হন। এবং আদালত মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলেও তাঁহার উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার বাধা নাই। কিন্তু কোন প্রা নাপত্রের কি মোকদ্দমার যে খরচা লাগে তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রের কি মোকদ্দমার ফলের অনুগত হইবে না, আদালত এমত আজ্ঞা করিলে, তাহার কারণ লিখিয়া জানাইবেন ইতি।

টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকার হইলে কি জানিতে পাওয়া গেলে
তাহা হইতে খরচ বাদ দিতে পারিবার কথা।

২২১ ধারা।—এক পক্ষের খরচ অন্য পক্ষের দিতে হইলে, যদি ঐ একপক্ষ ঐ অন্য পক্ষের টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকার করেন, কিম্বা মোকদ্দমায় তাহা পাওনা বলিয়া জানা যায়, তবে আদালত সেই টাকা হইতে শেষোক্ত পক্ষের খরচা বাদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উকীলের দাওয়ার ব্যাঘাত না হইবার কথা।

কিন্তু ডিক্রীমতে উকীলের যে খরচা প্রাপ্য হয়, তদ্ধেতুক ডিক্রীর টাকার উপর তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, উক্ত আজ্ঞাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইবে না ইতি।

খরচার উপর সুদের কথা। বিবাদের বিষয় হইতে খরচা দিবার কথা।

২২২ ধারা।—আদালত খরচার উপর বৎসর সতকরা ছয় টাকার অনধিক হারে সুদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এবং সুদ সহিত বা সুদ বিনা ঐ খরচা মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় হইতে দেওয়া কি লওয়া যায় এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

---

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়।

ডিক্রী জারীকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—যে আদালতের দ্বারা ডিক্রিজারী করা যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ক বিধি।

যে আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক কথা।

২২৩ ধারা।—যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহারই দ্বারা, কিম্বা জারী করাইবার জন্যে অন্য যে আদালতে পাঠান যায় তাঁহার দ্বারা, নিম্নলিখিত বিধানমতে ডিক্রীজারী করা যাইতে পারিবে। যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে সেই ডিক্রীজারী করাইবার জন্যে অন্য আদালতে পাঠাইতে পারিবেন, (ক) যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী হয় তিনি যথার্থই ও স্বেচ্ছামতে ঐ অন্য আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করিলে কি ব্যবসায় করিলে কিম্বা লাভের আশায় নিজে কর্ম্ম করিলে। কিম্বা (খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করনার্থ ঐ ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি না থাকিলে ও ঐ অন্য আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে সম্পত্তি থাকিলে, কিম্বা (গ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাহা যে জিলার অন্তর্গত থাকে, ডিক্রীর মধ্যে সেই জিলার বহির্ভূত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কিম্বা (ঘ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত অন্য কোন কারণে ঐ অন্য আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী হওয়া উচিত বোধ করিলে। এই স্থলে তাঁহার সেই কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি আপন প্রবৃত্তি মতে আপনার অধীন কোন আদালতে তাহা জারী করিবার নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবেন।

এই ধারামতে ডিক্রী জারী করাইবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালত, অন্য যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহার নামে সার্টিফিকেট লিখিয়া, ঐ ডিক্রী জারী করাইবার কথা, কিম্বা জারি করিতে না পারিলে, না পারিবার সকল ভাবগতিক জানাইবেন। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমায় ডিক্রী হইলে, ও যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি কলিকাতায় কি মান্দ্রাজে কি বোম্বাইয়ে কি রাঙ্গুণে ঐ ডিক্রী জারী করাইতে চাহিলে, ঐ২ স্থানের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে ২২৪ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের উল্লিখিত নকল ও সার্টিফিকেট পাঠাইবেন। তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত আপনার কৃত ডিক্রীর ন্যায় ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন। যে আদালত ডিক্রী করিলেন ও ডিক্রীজারী করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায় উভয়ই একি জিলার মধ্যে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত আদালত শেষোক্ত আদালতে তাহা একেবারে পাঠাইবেন। কিন্তু ডিক্রীজারী করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায় তাহা ভিন্ন জিলায় থাকিলে যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি যে জিলার মধ্যে তাহা জারী করাইবেন তথাকার জিলার আদালতে ডিক্রী পাঠাইবেন ইতি।

কোন আদালত আপনার ডিক্রী অন্য আদালতের দ্বারা জারী করাইতে ইচ্ছা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৪ ধারা।—কোন আদালত ২২৩ ধারামতে ডিক্রীজারী করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে, তাহার সঙ্গে এই২ পত্রাদি পাঠাইবেন,—

(ক) ডিক্রীর নকল (খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতের এলাকার মধ্যে ডিক্রীজারী করণ দারা ডিক্রী মত কার্য্যসাধন হয় নাই এই মর্ম্মের সর্টিফিকট, কিম্বা ডিক্রীর অংশমাত্র সাধন হইলে, যতদূর সাধন হইয়াছে ও ডিক্রীর যে অংশটী সাধন না হইয়া রহিয়াছে তদ্বিষয়ের সার্টিফিকট। এবং (গ) ডিক্রীজারী করিবার কোন আজ্ঞা হইয়া থাকিলে সেই আজ্ঞার নকল ও তদ্রূপ আজ্ঞা না হইয়া থাকিলে সেই মর্ম্মের সার্টিফিকট দিবেন ইতি।

আদালত ডিক্রীর নকলপ্রভৃতি পাইলে প্রমাণ না লইয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

২২৫ ধারা।—যে আদালতে তদ্রূপে ডিক্রী পাঠান যায়, সেই আদালত বিশেষ কোন কারণে ঐ ডিক্রীর, কিম্বা জারী করণের আজ্ঞার, কিম্বা তাহার নকলের, কিম্বা যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহার বিচারাধিপত্যের প্রমাণ চাহিলে, বিচারপতি ঐ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। নতুবা কোন প্রমাণ না লইয়া, ঐ২ নকল ও সর্টিফিকট গাঁথাইয়া রাখিবেন ইতি।

ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায় তৎকর্ত্তৃক
জারী হওয়ার কথা।

২২৬ ধারা।—ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায় তাহা জিলার আদালত হইলে, পূর্ব্বোক্ত নকল তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে পর, ঐ আদালত আপনি তাহা জারী করিতে পারিবেন, কিম্বা অধীন যে আদালতের প্রতি আজ্ঞা করেন সেই আদালত জারী করিতে পারিবেন ইতি।

অন্য আদালতের প্রেরিত ডিক্রী হাইকোর্টের দ্বারা জারী করিবার কথা।

২২৭ ধারা।—ডিক্রী জারী করিবার জন্যে হাইকোর্টে পাঠান গেলে, ঐ কোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে সাধারণ ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া আপনি ডিক্রী করিলে যে প্রকারে জারী করিতেন, সেই প্রকারে ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন ইতি।

অন্য আদালতের ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

২২৮ ধারা।—এই অধ্যায়মতে ডিক্রী জারী করিবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায়, তিনি আপনার ডিক্রী জারী করণার্থে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন ঐ ডিক্রী জারী করণার্থেও সেই ক্ষমতাপন্ন হইবেন। কোন ব্যক্তি সেই ডিক্রী জারীসম্পর্কীয় আজ্ঞা না মানিলে, কিম্বা জারী করণের বাধা জন্মাইলে, ঐ আদালত আপনি ঐ ডিক্রী করিলে যেরূপে ঐ ব্যক্তির দণ্ড করিতে পারিতেন সেইরূপে করিতে পারিবেন। এবং ঐ ডিক্রী জারী করণ সম্পর্কে ঐ আদালত যে২ আজ্ঞা করেন, আপনি ঐ ডিক্রী করিলে ঐ২ আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক যে বিধি বর্ত্তিত সেই বিধি বর্ত্তিবে ইতি।

এতদ্দেশীয় রাজ্যাধিকারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত
আদালতের ডিক্রীর কথা।

২২৯ ধারা।—ভারতবর্ষের অন্তর্গত এতদ্দেশীয় কোন রাজার দেশে কি রাজ্যাধিকারে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনরজেনরল সাহেবের অনুমতি ক্রমে যে আদালত স্থাপিত হয়, সেই আদালতের ডিক্রী ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করা যাইতে নাপারিলে, এই আইনের বিধানমতে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করা যাইতে পারিবে ইতি।

(খ)—ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার কথা।

ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার কথা।

২৩০ ধারা।—ডিক্রীদার ডিক্রী প্রবল করিতে চাহিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি সেই আদালতে, কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে কোন কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া থাকিলে তাঁহার নিকটে, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে অন্য আদালতে প্রেরণ

করা গেলে সেই আদালতে, কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে প্রার্থনা করিবেন। আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ডিক্রীমত খাতকের ও তাঁহার সম্পত্তির উপর একি সময়ে ডিক্রী জারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন। এই ধারাক্রমে টাকা দেওনের কিম্বা অন্য সম্পত্তি সমার্পণ করণের ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা করা গেলে, ও সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে, সেই প্রার্থনানুসারে উপযুক্ত যত্নক্রমে সেই ডিক্রীমত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করিবার উদ্যোগ হইয়াছে আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে না জানিলে, তৎপশ্চাৎ সেই ডিক্রী জারী করিবার অন্য প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না। ও আদালত পশ্চাৎ অন্য প্রার্থনা গ্রাহ্য হওয়ার আজ্ঞা করিলে সেই ডিক্রী মতে কার্য্যসাধন করিবার উপযুক্ত যত্ন যে হইয়াছিল ঐ আজ্ঞাই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে। ঐ প্রকারের প্রার্থনা পশ্চাৎ করা গেলেও নিম্নলিখিত কোন তারিখ অবধি দ্বাদশ বৎসর গত হইলে পর গ্রাহ্য হইবে না,—

(ক) যে ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয় তাহার, কিম্বা আপীল হইয়া সেই ডিক্রী প্রবল রাখিবার ডিক্রী হইলে তাহার তারিখ অবধি, কিম্বা (খ) ডিক্রীদ্বারা কিম্বা পশ্চাৎ অন্য আজ্ঞা দ্বারা কিস্তীবন্দি করিয়া টাকা দিবার কি সম্পত্তি সমর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে, প্রার্থক যে কিস্তী লক্ষ করিয়া ডিক্রী প্রবল করাইতে চেষ্ট করেন, সেই কিস্তীর টাকা দিবার কি সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ত্রুটি যে তারিখে হয় সেই তারিখ অবধি। ঐ প্রার্থনাপত্রের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ব দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ডিক্রীমত খাতক প্রতারণাদ্বারা কিম্বা বলক্রমে ঐ ডিক্রী জারী হইবার বাধা দিয় থাকিলে, বারো বৎসরের ঐ মিয়াদ গত হইলেও, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের ঐ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধা নাই। এই আইন প্রচলিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে আইন প্রবল ছিল তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত ছিল, এই আইন প্রচলিত হওয়ার পর তিন বৎসর অবসান হওনের পূর্ব্বে ঐ মিয়াদ গত না হইলে, এই ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, উক্ত তিন বৎসরের মধ্যে কোন ডিক্রী প্রবল করিবার কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে ইতি।

অনেক ডিক্রীদার থাকিলে কোন একজনের ঐ প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩১ ধারা।—দুই কি তদধিক ব্যক্তির স্বপক্ষে সাধারণ ডিক্রী হইলে, তাঁহাদের কোন এক কি অধিক ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার কি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, সকলের হিতার্থে, কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে উত্তরজীবি অন্য ব্যক্তিদের ও মৃত ব্যক্তির স্বার্থসম্বন্ধীয় স্থলাভিষিক্তের হিতার্থে, সম্পূর্ণ ডিক্রী জারী করিবার-

প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তদ্রূপে যে প্রার্থনা করা যায় আদালত সেই প্রার্থনানুসারে ডিক্রী জারী করিবার অনুমতি দেওয়ার উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাইলে, অন্য যে ব্যক্তিরা সেই প্রার্থনায় সংযুক্ত না ছিলেন তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে যে আজ্ঞা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিবেন ইতি।

ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার প্রার্থনার কথা।

২৩২ ধারা।—লিখিত নিরূপণপত্রক্রমে কিম্বা আইনের কার্য্যবলে সেই ডিক্রী ডিক্রীদারের হস্তহইতে অন্য কোন ব্যক্তির হস্তগত করা গেলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন ঐ ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আদালতে ঐ ডিক্রী জারীর প্রার্থনা করিতে পারিবেন। এবং ডিক্রীদার আপনি ঐ প্রার্থনা করিলে যে প্রকারে ও যে নিয়মাধীনে তাহা জারী করা যাইত, আদালত বিহিত বোধ করিলে, ঐ ডিক্রী সেই প্রকারে ও সেই নিয়মাধীনে জারী করা যাইতে পারিবে। কিন্তু নিরূপণপত্রদ্বারা সেই ডিক্রী অন্যের হস্তগত করা গেলে, উক্ত প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া হস্তান্তরকারিকে ও ডিক্রীমতে খাতককে দেওয়া যাইবে ও তাঁহারা ঐ ডিক্রী জারী করণ বিষয়ে আপত্তি করিলে, আদালত তাঁহাদের ঐ আপত্তি না শুনিলে ঐ ডিক্রী জারী করা যাইবে না। আরো অনেক ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী হইয়া তাঁহারদের কোন এক ব্যক্তির হস্তগত করা গেলে, অন্যদের বিপক্ষে তাহা জারী করা যাইতে পারিবে না ইতি।

ঐ ডিক্রী যাঁহার হস্তগত করা যায় আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে যে ন্যায্য দাওয়া প্রবল হইতে পারে তাহা মানিয়া তাঁহার ঐ ডিক্রী রাখিবার কথা।

২৩৩ ধারা।—আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে ডিক্রীমত খাতকের ন্যায্য দাওয়া থাকিলে, ও খাতক ঐ দাওয়া প্রবল করিতে পারিলে, ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায় তিনিও সেই দাওয়া বলবৎ মানিয়া ঐ ডিক্রী রাখিবেন ইতি।

ডিক্রীমত খাতক ঐ ডিক্রী জারী হওনের পুর্ব্বে মরিলে, তাঁহার স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনার কথা।

২২৪ ধারা।—ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী হওনের পূর্ব্বে ডিক্রীমত খাতক মরিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন ডিক্রীদার তাঁহার নিকট মৃত খাতকের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী করাইতে প্রার্থনা করিতে পরিবেন। মৃত ব্যক্তির যত সম্পাত্তি ঐ স্থলাভিষিক্তের হস্তগত হইয়া নিয়মমতে হস্তান্তর করা যায় নাই, ঐ স্থলাভিষিক্ত কেবল তত সম্পাত্তি সম্বন্ধে দায়ী হইবেন। ও যে আদালত ডিক্রীজারী করাইবেন তিনি ঐ দায় নিশ্চয়রূপে স্থির করিবার নিমিত্তে যে২ হিসাব দেখা উচিত বোধ করেন, স্বীয় প্রবৃত্তিমতে কিম্বা ডিক্রীদারের প্রার্থনা-

মতে ঐ স্থলাভিষিক্তের দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই২ হিসাব উপস্থিত করাইতে পারিবেন ইতি।

ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

২৩৫ ধারা।—ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও আবেদনপত্রে সত্যাকরণের কথা লিখিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানানুসারে ঐ প্রার্থনাপত্রেও সত্যাকরণের কথা লিখিতে হইবে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত টেবিলের পাঠে লেখা থাকিবে,—

(ক) মোকদ্দমার নম্বর। (খ) উভয় পক্ষের নাম। (গ) ডিক্রীর তারিখ। (ঘ) ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা গেল কি না। (ঙ) ডিক্রী হওয়ার পর উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদীয় বিষয়ের কোনরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না ও যেরূপ নিষ্পত্তি হইল সেই কথা। (চ) ইহার পুর্ব্বে ঐ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়াছে কি না ও কি২ প্রার্থনা হইয়াছে ও তাহার কি ফল। (ছ) ডিক্রীমতে ঋণের কি হানিপূরণের যত টাকা ও সুদের আজ্ঞা হইলে যত টাকা সুদ কি তদ্দ্বারা অন্য যে উপকারের আজ্ঞা হইল তাহা। (জ) খরচার আজ্ঞা হইলে যত টাকা খরচা। (ঝ) যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয় তাঁহার নাম। ও (ঞ) আদালতের নিকট যদ্রূপ সাহায্যের প্রার্থনা হয়, অর্থাৎ যে সম্পত্তির স্পষ্ট ডিক্রী হইল সেই সম্পত্তি দেওন, কিম্বা প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত ব্যক্তিকে ধরিয়া কারাবদ্ধকরণ, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণ, কিম্বা প্রার্থিত উপকারের ভাব বিবেচনায় অন্য যে কার্য্যের প্রার্থনা হয় তাহা ইতি।

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সহিত নির্ঘণ্টপত্র দিতে হইবার কথা।

২৩৬ ধারা। ডিক্রীমত খাতকের যে অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে নাই, এমত সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে, ডিক্রীদার ঐ প্রার্থনাপত্রের সহিত ঐ সম্পত্তির সঙ্গতরূপে যথার্থ বর্ণনাযুক্ত এক নির্ঘণ্টপত্র সংযোগ করিয়া দিবেন ইতি।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে আর২ যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৭ ধারা।—ডিক্রীমত খাতকের কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে, সেই সম্পত্তি যাহাতে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে প্রার্থনাপত্রের নিম্নভাগে তাহার এমত বর্ণনা লিখিতে হইবে, এবং প্রার্থকের বিশ্বাসমতে কিম্বা তিনি যত দূর নিশ্চয়রূপে জানিয়া লইতে পারিলেন ততদূর সেই সম্পত্তিতে ডিক্রীমত খাতকের যে অংশ কি স্বার্থ থাকে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে। আবেদন-

পত্রে সত্যাকরণের কথা লিখিবার পূর্ব্ব লিখিত বিধানানুসারে, উক্ত বর্ণনাপত্রে ও নির্দ্দেশ বাক্যেও সত্যাকরণের সেই কথা লিখিতে হইবে ইতি।

প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে যে স্থলে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টর হইতে উর্দ্ধৃত কথা দিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৮ ধারা।—সেই সম্পত্তি যদি কালেক্টরী কাছারীতে রেজিষ্টরী করা ভূসম্পত্তি হয়, তবে ঐ ভূমির অধিকারী বলিয়া, কিম্বা যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যাইতে পারে ঐ ভূমিতে কি তদুৎপন্ন রাজস্বে এমত স্বার্থ প্রাপ্ত কিম্বা ঐ ভূমির রাজস্বের দায়ী বলিয়া যে ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টরী করা গেল, তাঁহাদের নাম ও রেজিষ্টরী ভূম্যধিকারিদের নানা অংশ যাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকে ঐ কাছারীর রেজিষ্টর হইতে উদ্ধৃত ও স্বাক্ষরক্রমে প্রমাণিত এমত পত্র ঐ ভূমি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে দিতে হইবে ইতি।

(গ)—ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবার বিধি।

যে স্থলে আদালত ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারেন তাহার কথা।

২৩৯ ধারা।—যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতে, কিম্বা ঐ ডিক্রী কি তাহার জারী করণ বিষয়ক আপীল যে আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা হওয়ার নিমিত্ত, কিম্বা ঐ প্রথম স্থলীয় আদালত কি আপীল আদালত ডিক্রী জারীর আজ্ঞা দিয়া থাকিলে কিম্বা তাঁহার নিকট ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া থাকিলে ঐ ডিক্রীর কিম্বা তাহা জারী করণের বিষয়ে অন্য যে আজ্ঞা করিতে পারিতেন এমত কোন আজ্ঞা হওয়ার নিমিত্ত, ডিক্রীমত খাতক যেন প্রার্থনা করিতে অবকাশ পান এই অভিপ্রায়ে, এই অধ্যায়মতে জারী করিবার জন্যে ডিক্রী যে আদালতে প্রেরণ করা যায়, উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, সেই আদালত সঙ্গত কালের নিমিত্ত ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবেন। ও ডিক্রী জারীক্রমে ডিক্রীমত খাতকের সম্পত্তি কিম্বা তাঁহাকেই ধৃত করা গিয়া থাকিলে, যে আদালত ঐ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত, উক্ত আজ্ঞার নিমিত্ত প্রার্থনার ফলের অপেক্ষায়, ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

ডিক্রীমত খাতকের স্থানে জামীন লইতে কিম্বা তাঁহাকে নিয়মবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

২৪০ ধারা।—২৩৯ ধারামতে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার কিম্বা সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে, আদালত ডিক্রীমত খাতকের স্থানে যে জামিন লওয়া উচিত বোধ করেন লইতে পারিবেন, কিম্বা তৎপক্ষে যে নিয়ম ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করা গেলে পুনরায় ধরা যাইতে পারিবার কথা।

২৪১ ধারা।—ডিক্রীমত খাতককে কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ২৩৯ ধারামতে মুক্ত করা গেলেও, জারী করিবার নিমিত্ত যে ডিক্রী পাঠান যায় তাহা জারী করণক্রমে তাঁহার কিম্বা তাঁহার সম্পত্তির পুনরায় ধৃত হইবার বাধা নাই ইতি।

যে আদালতে প্রার্থনা করা যায় ডিক্রীকারি কিম্বা আপীল আদালতের আজ্ঞা তাঁহার মানিতে হইবার কথা।

২৪২ ধারা।—যে আদালতে ডিক্রী করা যায় সেই আদালত, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত আপীল আদালত ঐ ডিক্রীজারী করণসম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন, ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালতের ঐ আজ্ঞা মানিতেই হইবে ইতি।

ডিক্রীদারের ও ডিক্রীমত খাতকের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকার কথা।

২৪৩ ধারা —কোন আদালতের ডিক্রী যে ব্যক্তির বিপক্ষে হইয়াছে, ডিক্রীদারের নামে সেই আদালতে সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে, আদালত উচিত জ্ঞান করিলে, ঐ উপস্থিত মোকদ্দমা যত দিন নিষ্পত্তি না হয় ততদিন নিয়ম ব্যতিরেকে কিম্বা যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়মানুসারে, ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন ইতি।

ঘ।—যে আদালত ডিক্রীজারী করিবেন তাঁহার বিবেচনীয় বিষয়ের কথা।

যে আদালত ডিক্রী জারী করেন তাঁহার যেং বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা।

২৪৪ ধারা।—যে আদালত ডিক্রীজারী করেন স্বতন্ত্র মোকদ্দমা না হইয়া সেই আদালতের আজ্ঞাক্রমে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকল নির্ণয় করা যাইবে।

(ক) ডিক্রীতে যে ওয়াসিলাতের বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা থাকে তাহার যত টাকা ধরিতে হইবে এই বিষয়ের প্রশ্ন। (খ) ডিক্রী অনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ডিক্রী জারী করণের তারিখ পর্য্যন্ত, কিম্বা ডিক্রীর তারিখ অবধি তিনবৎসর অবসান না হওন পর্য্যন্ত বিবাদীয় বিষয়ের উপর ওয়াসিলাৎ কি সুদ দেওনের আজ্ঞা থাকিলে, যত টাকা ওয়াসিলাৎ কি সুদ ধরিতে হইবে এই বিষয়ের প্রশ্ন। (গ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা যায় সেই মোকদ্দমার উভয়পক্ষের কিম্বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তদের মধ্যে ডিক্রী জারী করণসম্পর্কীয় অন্যান্য যে প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহা। প্রথম মোকদ্দমা উপস্থিত করণ ও ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণসময়ের মধ্যে যে ওয়াসিলাৎ বর্ত্তে, ঐডিক্রীতে তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করা না গেলে, এই ধারার কোন কথায় সেই ওয়াসিলাতের নিমিত্ত স্বতন্ত্র

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা নাই ইতি।

৬।—ডিক্রী যে প্রকারে জারী করা যাইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৫ ধারা।—আদালত ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে, ২৩৫ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত কিম্বা তন্মধ্য যেং বৃত্তান্ত মোকদ্দমায় বর্ত্তে তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রে লেখা হইয়াছে কি না, ও তাহার সঙ্গে ২৩৬ ধারার উল্লিখিত নির্ঘণ্টপত্র দেওয়া গিয়াছে কি না ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবেন। ও সেই বৃত্তান্ত কি নির্ঘণ্টপত্র না থাকিলে ঐ প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা সংশোধন করিবার নিমিত্ত কি বিষয়বিশেষে নির্ঘণ্টপত্র সংযোগ করিবার নিমিত্ত তাহা ফিরিয়া দিবেন, কিম্বা তৎকালে তৎস্থানেই সংশোধন করিতে পারিবেন। এই ধারামতে যেং কথা সংশোধন করা যায় তাহাতে বিচারপতির স্বাক্ষর করিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে, আদালত মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে ঐ প্রার্থনা হওয়ার কথা, ও যে তারিখে করা যায় তাহা লিখিয়া, ঐ প্রার্থনাপত্রের ভাবানুসারে ডিক্রী জারি করিবার আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, যত টাকার ডিক্রী হয়, সাধ্যমতে তাহার অধিক কি ন্যুন মূল্যের সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে না ইতি।

পরস্পরের বিপক্ষ ডিক্রীর কথা।

২৪৬ ধারা।—আদালতে টাকার নিমিত্ত দুই পক্ষের পরস্পর বিপক্ষ ডিক্রী উপস্থিত করা গেলে, যিনি অধিক টাকার ডিক্রীদার তিনিই অন্য ডিক্রীর অল্পতর টাকা বাদে কেবল অবশিষ্ট টাকার নিমিত্ত ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন, এবং অধিক টাকার ডিক্রীর উপর ঐ অল্প টাকা শোধ হওয়ার, ও অল্প টাকার ডিক্রীর উপর টাকা শোধ পাইবার কথা লেখা যাইবে। সমান টাকার দুই ডিক্রী হইলে, উভয় ডিক্রীর উপর টাকা শোধ হওয়ার কথা লেখা যাইবে।

প্রথম ব্যাখ্যা।—এই ধারায় এইং প্রকারের ডিক্রী লক্ষ্য। (ক) একি আদালতের ডিক্রী। (খ) জারী করিবার নিমিত্ত একি আদালতে প্রেরিত ডিক্রী। (গ) দুই ডিক্রীর মধ্যে একখানি আদালতেরই হইলে, অন্য খানি জারী করিবার নিমিত্ত সেই আদালতে পাঠান গেলে সেই ডিক্রী। কিন্তু (ঘ) দুই ডিক্রীর মধ্যে এক খানি এক আদালতের অন্য খানি অন্য আদালতের হইয়া জারী করিবার নিমিত্ত প্রথমোক্ত আদালতে পাঠান না গেলে তাহা এই ধারার লক্ষিত নয়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—কোন এক পক্ষ নিরূপণক্রমে উক্ত কোন এক ডিক্রী প্রাপ্ত হইলেও এই ধারা খাটে, এবং নিরূপণক্রমে প্রাপ্ত ব্যক্তির ও আসল নিরূপণকারির

ডিক্রীমত ঋণের প্রতি সমানরূপে খাটে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা।—এই ধারা নিম্নলিখিত স্থলে খাটে না, (ঙ) যদি উভয় ডিক্রী একি সময়ে জারী হইতে না পারে। (চ) যে২ মোকদ্দমায় ঐ২ ডিক্রী করা গেল তন্মধ্য কোন এক মোকদ্দমার ডিক্রীদ্বারা যদি অন্য মোকদ্দমার ডিক্রীমতখাতক না হন, ও উভয় মোকদ্দমায় প্রত্যেক জনের একিরূপ সম্বন্ধ না থাকে, এবং (ছ) দুই ডিক্রীমতে যে টাকা পাওনা হয় তাহা যদি নিশ্চিত না থাকে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের বিপক্ষে আনন্দের ১০০০ টাকার ডিক্রী আছে। ও আনন্দ ভাবি কোন দিনে বলরামকে অমুক২ দ্রব না দিলে ঐ আনন্দের বিপক্ষে বলরামের ও ১০০০ টাকা পাইবার ডিক্রী হইয়াছে। বলরাম এই ধারামতে আপনার ডিক্রী বিপক্ষ ডিক্রী বলিয়া মানিতে পারিবেন না। (খ) আনন্দ ও বলরাম একি মোকদ্দমায় সহবাদী হইয়া চন্দ্রের বিপক্ষে ১০০০ টাকার ডিক্রী পান চন্দ্রও কেবল বলরামের বিপক্ষে ১০০০ টাকার অন্য ডিক্রী পান। চন্দ্র এই ধারামতে আপনার ডিক্রী অন্য ডিক্রীর বিপক্ষ বলিয়া মানিতে পারিবেন না। (গ) আনন্দ বলরামের বিপক্ষে ১০০০ টাকার ডিক্রী পান। চন্দ্র বলরামের স্বপক্ষ ন্যাসধারী হইয়া বলরামের সপক্ষে আনন্দের বিপক্ষে ১০০০ টাকার ডিক্রী পান। বলরাম এই ধারামতে চন্দ্রের ডিক্রী বিপক্ষ ডিক্রী বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

একি ডিক্রীমতে পরস্পর বিপক্ষ দাওয়ার কথা।

২৪৭ ধারা।—দুই পক্ষ একি ডিক্রীমতে পরস্পরের স্থানে ন্যুনাধিক টাকা পাইবার স্বত্ববান হইলে, যে ব্যক্তি অন্য অপেক্ষা অল্প টাকার স্বত্ববান তিনি ঐ অন্যের বিপক্ষে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন না কিন্তু ডিক্রীর উপর অল্প টাকা শোধ পাওয়ার কথা লেখা যাইবে। উভয় ডিক্রী সমান টাকার হইলে, কোন পক্ষ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন না, একং ডিক্রীর টাকা শোধ হওয়ার কথা সেইং ডিক্রীরউপর লেখা যাইবে ইতি।

ডিক্রী জারী করিতে না হওয়ার কারণ দেখাইবার নোটিস দিবার কথা।

২৪৮ ধারা।—(ক) ডিক্রীর তারিখের ও তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের তারিখের মধ্যে এক বৎসরের অধিক গত হইলে, কিম্বা (খ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা গেল, সেই মোকদ্দমার এক পক্ষের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রী প্রবল করিবার প্রার্থনা হইলে, যাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করা যায় আদালত মিয়াদ নিরূপণ করিয়া তাঁহার নামে নোটিস দিয়া যেং হেতুতে তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারী করা উচিত না হয় সেই মিয়াদের মধ্যে এমত হেতু

দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা করিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু এই২ স্থলে তদ্রূপ নোটিস দেওনের প্রয়োজন নাই, ডিক্রীর তারিখ ও ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের তারিখের মধ্যে এক বৎসরের অধিক গত হইলেও, যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, তাহার উপর আপীল হইয়া যে ডিক্রী করা যায় যদি সেই ডিক্রীর তারিখ অবধি, কিম্বা যাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করা যায় তৎ পূর্ব্বে ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া তাঁহার বিপক্ষে শেষ যে আজ্ঞা করা যায় যদি ঐ আজ্ঞার তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ প্রার্থনা হইয়া থাকে, কিম্বা ডিক্রীমত খাতকের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে প্রার্থনা হইলেও, যদি তৎপূর্ব্বে সেই ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া আদালত তাঁহার বিপক্ষ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "আদালত" শব্দে যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহাকে জানিতে হইবে। কিন্তু ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত অন্য আদালতে পাঠান গিয়া থাকিলে ঐ শব্দে সেই অন্য আদালতকে জানিতে হইবে ইতি।

নোটিস জারী হইবার পর কার্য্য প্রণালীর কথা।

২৪৯ ধারা।—ইহার পূর্ব্ব ধারামতে কোন ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া গেলেও তিনি উপস্থিত না হইলে, কিম্বা যে হেতুতে ডিক্রী জারী করা উচিত নয় আদালতের হৃদ্বোধমতে এমত হেতু না দেখাইলে, আদালত সেই ডিক্রী জারী করিতে আজ্ঞা করিবেন। তিনি ঐ ডিক্রী প্রবল করিবার কোন আপত্তি জানাইলে, আদালত সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া যে আজ্ঞা বিহিত জ্ঞান করেন করিবেন ইতি।

পরওয়ানা যে সময়ে বাহির হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৫০ ধারা।—পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে প্রথমস্থলীয় যে কার্য্যের প্রয়োজন হয় তাহা করা গেলে পর আদালত অন্যরূপ কার্য্য, করিবার কারণ না জানিলে, ডিক্রী জারী করিবার পরওয়ানা দিবেন ইতি।

তাহাতে তারিখ দিয়া ও স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিবার কথা।

২৫১ ধারা।—ঐ পরওয়ানা যে দিনে বাহির হয় সেই দিনের তারিখ তাহাতে দেওয়া যাইবে, ও বিচারপতি কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। তাহাতে আদালতের মোহর ও মুদ্রিত হইবে ও জারী করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মকারকের হস্তে দেওয়া যাইবে। ও যে দিনে বা যে দিনের পূর্ব্বে ঐ পরওয়ানা জারী করিতে হইবে এমত দিন নির্দ্ধারিত থাকিবে, ও যে দিনে যে প্রকারে জারী করা গেল উপযুক্ত কর্ম্মকারক পরওয়ানার পৃষ্ঠে তাহা

লিখিয়া, কিম্বা জারী করা না গেলে জারী না হওয়ার কারণ লিখিয়া, যে আদালত হইতে বাহির হইল তথায় সেই পৃষ্ঠলিপি সহিত ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।

মৃতব্যক্তির সম্পত্তি হইতে তাঁহার স্থলাভিষিক্তের টাকা দিবার ডিক্রীর কথা।

২৫২ ধারা।—মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্তস্বরূপ কোন পক্ষের বিপক্ষে ডিক্রী জারী হইলে, এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে টাকা দিবার ঐ ডিক্রী হইলে, উক্ত কোন সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবে। তদ্রূপ কোন সম্পত্তি পাওয়া যাইতে না পারিলে, ও মৃত ব্যক্তির যে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারগত হইল বলিয়া প্রমাণ করা যায় তিনি ঐ সম্পত্তি নিয়মমতে যে প্রয়োগ করিয়াছেন এই কথা আদালতের হৃদ্বোধমতে জানাইতে না পারিলে, সম্পত্তির যে অংশ তাঁহারদ্বারা নিয়মমতে প্রয়োগ হয় নাই সেই অংশ-পর্য্যন্ত, নিজ তাঁহারই বিপক্ষে ডিক্রী হওয়ার ন্যায়, ডিক্রীমত খাতকের বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবে ইতি।

জামিনের বিপক্ষে ডিক্রীর কথা।

২৫৩ ধারা।—প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমায় ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ঐ ডিক্রীমতে কিম্বা তাহার একাংশমতে কার্য্য হইবার প্রতিভূস্বরূপ দায়ী হইলে, প্রতিবাদির বিপক্ষে যেরূপে ডিক্রী জারী হইতে পারে, ঐ ব্যক্তি আপনাকে যত দূর দায়ী করিলেন তত দূর তাঁহার বিপক্ষে সেই ডিক্রী জারী হইতে পারিবে। কিন্তু আদালত প্রত্যেক স্থলে যে প্রকারের নোটিস প্রচুর জ্ঞান করেন, প্রতিভূকে এমত নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে ইতি।

টাকার নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৫৪ ধারা।—যে ডিক্রী কি আজ্ঞাদ্বারা কোন পক্ষের প্রতি হানিপূরণ কি খরচাস্বরূপ, কিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞানুযায়ি অন্য কোন উপকারের পরিবর্ত্তে, কি অন্য প্রকারে, টাকা দেওয়ার আদেশ থাকে, ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করণ কিম্বা নিম্নলিখিত বিধানমতে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণদ্বারা কিম্বা ঐ উভয় প্রকারে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা প্রবল করা যাইতে পারিবে ইতি।

ওয়াসিলাতের কিম্বা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ক ডিক্রীর কথা।

২৫৫ ধারা।—ওয়াসিলাতের কিম্বা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ টাকাতে নির্ণয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ের ডিক্রী হইলে, ডিক্রীমত খাতকের স্থানে ডিক্রীক্রমে যত টাকা পাওনা হয় তাহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে, টাকার সাধারণ ডিক্রী হওয়ার ন্যায় তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারিবে ইতি।

১০০০ টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে অগৌণেই তাহা জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৫৬ ধারা।—কেবল টাকার ডিক্রী হইলে, ও এক সহস্র টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে, ও ডিক্রীমত খাতক আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকিলে, আদালত ঐ ডিক্রী করণসময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে খাতককেই ধরিবার কিম্বা সেই সীমার অন্তর্গত তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরওয়ানা দিয়া, অগৌণেই ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

ডিক্রীমত টাকা যেং রূপে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৫৭ ধারা।—ডিক্রীমতে যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা এইং প্রকারে দেওয়া যাইবে, (ক) সেই ডিক্রী জারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য সেই আদালতে, কিম্বা (খ) আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে, কিম্বা (গ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি অন্য যদ্রূপে আজ্ঞা করেন, তদ্রূপে ইতি।

আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে টাকা দিবার কথা।

২৫৮ ধারা।—আদালতের বাহিরে টাকা দেওয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা ডিক্রীদারের স্বচ্ছন্দমতে ডিক্রী অন্য প্রকারে মিটাইয়া দেওয়া গেলে, ঐ ডিক্রী জারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য, ডিক্রীদার সেই আদালতে ঐ টাকা দেওয়ার কি মিটাইয়া দেওয়ার সার্টিফিকট দিবেন। ও সেই টাকা দেওয়ার কিম্বা ডিক্রী মিটাইয়া দেওয়ার পূর্ব্বোক্ত সার্টিফিকট না দেওয়া গেলে, ঐ আদালত ঐ টাকা দেওন কি ডিক্রী মিটাইয়া লওন দ্বারা ডিক্রীর একাংশ কি সম্পূর্ণ শোধ স্বীকার করিবেন না। ডিক্রীদার পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সার্টিফিকট না দিলে, ডিক্রীমত খাতক আদালতে এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, ডিক্রীদারের প্রতি পূর্ব্বোক্ত সার্টিফিকট দিবার আজ্ঞা হয়, ও আদালত ডিক্রীদারের কথা শুনিলে পর সেই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও ডিক্রীদার সেই আজ্ঞা না মানিলে, ঐ ডিক্রী আর জারী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ইতি।

বিশেষ অস্থাবর দ্রব্যের কিম্বা স্ত্রী পুনঃ প্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৫৯ ধারা।—যদি বিশেষ কোন অস্থাবর দ্রব্য কিম্বা অস্থাবর দ্রব্যের কোন অংশ প্রাপণের কিম্বা স্ত্রী পুনঃপ্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রী হয়, তবে ঐ দ্রব্য কি অংশ ধৃত করিয়া লইতে পারিলে তাহা ধৃত করিয়া যাঁহার পক্ষে ডিক্রী হইল তাঁহার প্রতি, কিম্বা তিনি আপনার পক্ষ হইয়া ঐ দ্রব্য গ্রহনার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিয়া, কিম্বা ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করিয়া, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত আটক রাখিয়া,

কিম্বা আবশ্যক হইলে তাঁহাকে কারাবদ্ধ ও তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া, ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে। এই ধারামতে যে ক্রোক করা যায় তাহা ছয় মাসের অধিক প্রবল থাকিবে না। তৎকালের শেষে যদি ডিক্রীমত খাতক ঐ ডিক্রীমত আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন, তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, ও তদুৎপন্ন টাকাহইতে আদালত ডিক্রীদারের হানিপূরণস্বরূপ যত পাওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিয়া, উদ্বর্ত্ত থাকিলে ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দিতে পারিবেন ইতি।

বিশেষ কার্য্যসম্পাদন করণার্থ কিম্বা দাম্পত্যস্বত্ব পুনঃ প্রাপণার্থ
ডিক্রী হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

২৬০ ধারা।—কোন ব্যক্তির বিপক্ষে চুক্তিমতে কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার, কিম্বা দাম্পত্যস্বত্ব পুনঃ প্রদান করিবার, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ ক্রিয়া করিবার ডিক্রী হইলে, তাঁহার সেই ডিক্রী কি আজ্ঞামতে কার্য্য করিবার সুযোগ থাকিলেও যদি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ ডিক্রী মানিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করণ কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণদ্বারা কিম্বা ঐ উভয় কার্য্য দ্বারা ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে। এই ধারা মতে যে ক্রোক করা যায় তাহা এক বৎসরের অধিক কাল প্রবল থাকিবে না। তৎকালের শেষে যদি ডিক্রীমত খাতক ঐ ডিক্রীমত আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে ও তদুৎপন্ন টাকা হইতে আদালত ডিক্রীদারের হানিপূরণস্বরূপ যত পাওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিয়া, উদ্বর্ত্ত থাকিলে ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দিতে পারিবেন ইতি।

হস্তান্তরকরণপত্র সম্পাদন করিবার কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয়
নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে লিখিবার ডিক্রীর কথা।

২৬১ ধারা।—হস্তান্তর করণপত্রে স্বাক্ষর করিবার কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শন-পত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, ও ডিক্রীমত খাতক সেই ডিক্রী মতে কার্য্য করিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, ডিক্রীদার ডিক্রীর নিয়মানুসারে হস্তান্তর করণপত্রের কি পৃষ্ঠলিপির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আদালতে দিতে পারিবেন। তাহা হইলে আদালত, সমন জারী করিবার পূর্ব্ব লিখিত বিধানমতে, ডিক্রীমত খাতকের নামে সেই পাণ্ডুলিপি ও তৎসহিত এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া জারী করাইবেন যে, তদ্বিষয়ে তাঁহার আপত্তি থাকিলে তিনি এতৎপক্ষে আদালতের নিরূপিত অমুক সময়ের মধ্যে জানান। আইনমতে সেই পাণ্ডুলিপিতে ইষ্টাম্প লাগিলে ডিক্রীদার উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখাইবার নিমিত্ত ঐ পাণ্ডু-লিপির অন্য এক প্রতিলিপি দিতে পারিবেন। ডিক্রীমত খাতককে ঐ পাণ্ডুলিপি

দেওয়ার প্রমাণ হইলে, আদালত কিম্বা এতৎপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কার্য্যকারক তদ্রূপে দেওয়া দ্বিতীয় প্রতিলিপিতে, কিম্বা আবশ্যক হইলে ঐ প্রতিলিপি যাহাতে ডিক্রীর নিয়মানুযায়ি হয় এমতে পরিবর্ত্তন করিয়া সেই পরিবর্ত্তিত প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্তমতে যে পাণ্ডুলিপি জারী করা যায় কোন পক্ষ তদ্বিষয়ের আপত্তি করিলে, পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ আপত্তি লিখিয়া দেওয়া ও আদালতের সম্মুখে তদ্বিষয়ের তর্কবিতর্ক করা যাইবে, তাহা হইলে আদালত যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া, তদনুসারে ঐ পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন কিম্বা পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

হস্তান্তর করণপত্রে আদালতের যেরূপে স্বাক্ষর করিতে হইবে
ও তাহার যে ফল হইবে তাহার কথা।

২৬২ ধারা।—ইহার পূর্ব্বধারামতে হস্তান্তরকরণপত্রে আদালতের যে স্বাক্ষর করিতে, কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের যে পৃষ্ঠলিপি লিখিতে হইবে, তাহা এই পাঠানুসারে লেখা যাইবে। "আনন্দের নামে ঈশানের মোকদ্দমায় আনন্দের পক্ষে অমুক আদালতের জজ (কিম্বা বিষয়বিশেষে) শ্রীঅমুক, "কিম্বা হাই কোর্ট সময়েং অন্য কোন পাঠে লিখিতে আজ্ঞা করিলে সেই পাঠে লেখা যাইবে। ও যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিতে কিম্বা ঐ পৃষ্ঠলিপি করিতে আজ্ঞা হয় তিনিই তাহা করিলে যে ফল হইত, আদালতকর্ত্তৃক সেই হস্তান্তর-করণপত্রে স্বাক্ষর করিবার কিম্বা সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিবার সেই ফল হইবে ইতি।

স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৬৩ ধারা।—কোন স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ডিক্রী হইলে, যাঁহার সপক্ষ ডিক্রী হইল তাঁহার কিম্বা তিনি আপনার পক্ষে তাহা গ্রহণার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার অধিকারে দেওয়া যাইবে। এবং ডিক্রীক্রমে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে, প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়া যাইবে ইতি।

স্থাবর সম্পত্তি প্রজার অধিকারে থাকিলে তাহা
দেওয়াইবার কথা।

২৬৪ ধারা।—প্রজার কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির অধিকার করিবার স্বত্ব আছে তাঁহার অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ডিক্রী হইলে, আদালত ঐ সম্পত্তির কোন প্রকাশ স্থানে পরওয়নার এক কেতা নকল লাগাইয়া দিয়া, এবং উপযুক্ত কোন স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা রীতিমতে অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে দখীলকারের নিকট ঐ সম্পত্তি বিষয়ক ডিক্রীর মর্ম্ম ঘোষণা করাইয়া

ঐ সম্পত্তি সমর্পণ করাইতে আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু দখীলকারের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিলে তাঁহারই নামে সেই মর্ম্মের নোটিস জারী করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই ইতি।

মহাল বিভাগ কি অংশ পৃথক করিবার কথা।

২৬৫ ধারা।—গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী কোন মহাল বণ্টন করিবার, কিম্বা অবিভক্ত মহালের একাংশের স্বতন্ত্র অধিকার পাইবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, কালেক্টর সাহেবের দ্বারা মহাল বণ্টন কিম্বা অংশ পৃথক করা যাইবে ইতি।

চ—সম্পত্তি ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

ডিক্রী জারীক্রমে যেহ প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে তাহার কথা।

২৬৬ ধারা।—ডিক্রী জারীক্রমে নিম্নলিখিত প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবে, অর্থাৎ ভূমি, কোটা কি অন্য ঘর, মাল, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক নোট, চ্যাক, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, হুণ্ডী, প্রমিসরি নোট, গবর্ণমেণ্ট সিক্যুরিটী, খৎ কিম্বা টাকার অন্য প্রতিভূপত্র, ঋণ, কোন রেলওয়ের কি ব্যাঙ্কের কিম্বা প্রকাশ্য অন্য কোম্পানির কি সমাবায়িত সমাজের মূলধনের কি সংযুক্ত ধনের শ্যার, এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যাদিভিন্ন ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর কি অস্থাবর অন্য যে সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে, কিম্বা যে সম্পত্তির উপর কিম্বা যাহার উপস্বত্বের উপর খাতকের নিজ হিতার্থে বিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা নিজ তাঁহারই নামে ভোগ হইলে কিম্বা তাঁহার নিমিত্ত কি তাঁহার পক্ষে অন্যের দ্বারা ন্যস্তস্বরূপে ভোগ হইলেও, সেই দ্রব্য। কিন্তু নিম্নলিখিত দ্রব্য তদ্রূপে ক্রোক কি নীলাম হইতে পারিবে না, বিশেষতঃ (ক) ডিক্রীমত খাতকের ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির পরিধেয় বস্ত্রাদি। (খ) কারিগরদের হাতিয়ার ও কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত যন্ত্র ও ডিক্রীমত খাতকের কৃষাণস্বরূপে জীবিকা চালাইবার নিমিত্ত আদালতের বিবেচনায় তাঁহার যে গবাদির আবশ্যক তাহা। (গ) কৃষিকারীদের অধিকারে তাঁহাদের যে গৃহাদি থাকে সেই গৃহাদির সরঞ্জাম। (ঘ) খাতাবহী। (ঙ) হানিপূরণ পাইবার জন্যে নালিশ করিবার স্বত্বমাত্র। (চ) নিজে সেবা করিবার কোন স্বত্ব। (ছ) সৈনিক ও সিবিল সরবিসের যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্ট হইতে পেনশ্যন পান তাঁহাদের ঐ বৃত্তি, ও রাজনীতি সংক্রান্ত পেনশ্যন। (জ) রাজকীয় কার্য্যকারকের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারকের অর্দ্ধ বেতন। (ঝ) সিপাহীদের যুদ্ধসংক্রান্ত আইন যে ব্যক্তিদের প্রতি বর্ত্তে তাঁহাদের বেতন ও উপরি টাকা। (ঞ) মজুরদের ও ঘরের চাকরদের বেতন। (ট) অন্যের মরণান্তে জীবিত থাকিলে উত্তরাধিকারিত্বের অপেক্ষা, কিম্বা কেবল কোন ঘটনাধীন কি সম্ভাবিত অন্য স্বত্ব কি স্বার্থ। (ঠ) উত্তরকালীন ভরণপোষণের অধিকার।

ব্যাখ্যা।—(ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) এই কএকটি প্রকরণে যেং বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে তাহা প্রাপ্য হওয়ার পূর্ব্বে বা পরেও ক্রোক ও বিক্রয় হইতে মুক্ত। পরন্তু (ক) খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী জারীক্রমে, কোটার ও অন্য গৃহাদির সরঞ্জাম ক্রোক কি বিক্রয় হইতে যে মুক্ত হইল, কিম্বা (খ) সৈন্যদলের রাজবিদ্রোহ ও পলায়ন অপরাধের দণ্ড করণার্থে ও পল্টনের ও সৈন্যদলের বেতন দানার্থে যে ব্যবস্থা যৎকালে প্রচলিত থাকে তাহার যে ব্যতিক্রম হইল, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

২৬৭ ধারা।—আদালত আপনার প্রবৃত্তিমতে কিম্বা ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে যাঁহাকে আবশ্যক বোধ করেন তাঁহাকে সমন করিয়া, ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিবার জন্যে যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, ও সেই সম্পত্তি বিষয়ক যে দলীল তাঁহার নিকটে কি অধিকারে থাকে তাহা দেখা-ইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও আপনার প্রবৃত্তিমতে সমন জারী করিবার পূর্ব্বে, যাঁহার পক্ষে সমন বাহির করান তাহার নাম প্রচার করিবেন ইতি।

ঋণ ও শ্যার অত্ন যে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে নাই তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৬৮ ধারা।—ঐ সম্পত্তি (ক) ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের দ্বারা অরক্ষিত ঋণ, কিম্বা (খ) কোন প্রকাশ্য কোম্পানির কি সমাবায়িত সমাজের মূলধনে কোন শ্যার কিম্বা (গ) কোন আদালতে গচ্ছিত কি রক্ষিত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে না থাকে তাহা লইয়া সম্পত্তি হইলে, নিম্নলিখিত প্রকারের নিষেধ সূচক লিখিত আজ্ঞাদ্বারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে, বিশেষতঃ (ক) ঋণ হইলে আদালত হইতে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত মহাজন ঐ ঋণ আদায় না করেন ও খাতক কাহাকেও সেই ঋনের টাকা না দেন, (খ) শ্যার হইলে, ঐ শ্যার যাঁহার নামে থাকে তিনি অন্যের নিকট তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন, কিম্বা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড না লন, (গ) পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তিভিন্ন অন্য প্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, তাহা যে ব্যক্তির অধিকারে আছে তিনি ডিক্রীমত খাতককে তাহা না দেন। সেই নিষেধসূচক আজ্ঞার এক কেতা আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। ও ঋণ হইলে ঐ আজ্ঞাপত্রের অন্য এক কেতা খাতকের নিকট, কিম্বা শ্যার হইলে, কোম্পানির কিম্বা সমাবায়িত সমাজের উপযুক্ত কর্ম্মকারকের নিকট, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য অস্থাবর হইলে, তাহা যাঁহার অধিকারে থাকে তাঁহার নিকট পাঠান

যাইবে। এই ধারার (ক) প্রকরণমতে খাতকের প্রতি নিষেধ হইলে, তিনি আদালতে ঐ ঋণের টাকা দিতে পারিবেন। তাহা দিলে, যে পক্ষের ঐ টাকা পাইবার স্বত্ব আছে তাঁহাকেই দেওয়ার ন্যায় খাতকের সম্পূর্ণ নিস্কৃতি হইবে। এই ধারামতে যে ক্রোক করা যায় তাহা ছয় মাসের অধিক কাল প্রবল থাকিবে না। তৎকালে শেষে যদি ডিক্রীমত খাতক ঐ ডিক্রীমত আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন, তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, ও তৎজুৎপন্ন টাকা হইতে আদালত ডিক্রীদারের হানিপূরণস্বরূপ যত পাওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিয়া, উদ্বৃত্ত থাকিলে ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দিতে পারিবেন ইতি।

প্রতিবাদির অধিকারে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৬৯ ধারা। ২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির উল্লিখিত সম্পত্তিভিন্ন ডিক্রীমত খাতকের অধিকারস্থ অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, ঐ দ্রব্যই ধৃত করিয়া ক্রোক করা যাইবে। ক্রোককারী কার্য্যকারক আপনার কিম্বা আপন অধীন কোন একজন কর্ম্মকারকের জিম্মায় ঐ সম্পত্তি রাখিবেন ও তাহা উপযুক্তমতে রক্ষা করণ বিষয়ে তিনিই দায়ী হইবেন। কিন্তু ক্রোক করা সম্পত্তি স্বভাবতঃ অতি শিঘ্র ক্ষয় পায় এমত দ্রব্য হইলে, কিম্বা সেই দ্রব্য রক্ষা করিবার খরচ দ্রব্যের মূল্য হইতেও অধিক হইলে, উপযুক্ত কর্ম্মকারক তৎকালেই তাহা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

পশ্বাদি ক্রোক করা গেলে তাহার আহারাদির বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

পশুপক্ষ্যাদি ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি যত দিন ক্রোকী অস্থাবর থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং তাহার তত দিন আহারাদি পাইবার ও রক্ষণাবেক্ষণের বিধি করিতে পারিবেন, এবং যে কার্য্যকারক এই ধারামতে সম্পত্তি ক্রোক করেন এই ধারার পূর্ব্ব ভাগে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, তিনি ঐ বিধিমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ক্রোক করিবার কথা।

২৭০ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ও তাহা আদালতে গচ্ছিত না থাকিলে, সেই নিদর্শনপত্রধৃত করিয়া ক্রোক করা যাইবে, ও সেই পত্র আদালতে আনা যাইবে, ও আদালতের অন্যরূপ আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত আটক রাখা যাইবে ইতি।

ঘরের মধ্যে দ্রব্য ধৃতকরণ বিষয়ক কথা।

২৭১ ধারা।—এই আইনমত কোন পরওয়ানায় অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা কি অনুমতি থাকিলে, যে ব্যক্তি সেই পরওয়ানা জারী করেন তিনি বাটিতে

কি অন্য ঘরে প্রবেশ করিতে পারিলে, ও ঐ বাটীর কোন ঘরের মধ্যে তদ্রূপ কোন সম্পত্তি আছে তাঁহার এমত জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি ঐ ঘরের দ্বারের বন্ধন মুক্ত করিয়া দ্বার খুলিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরে দ্রব্য ধৃত করণ বিষয়ক কথা।

কিন্তু তৎকালে ঐ ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিলে, ও দেশাচারমতে প্রকাশ স্থানে যাইতে না পারিলে, যে ব্যক্তি পরওয়ানা জারী করেন তিনি ঐ স্ত্রীলোককে চলিয়া যাইবার অনুমতির নোটীস দিবেন, ও ঐ স্ত্রীলোকের চলিয়া যাইবার উপযুক্ত সময় দিয়া ও তাঁহার চলিয়া যাইবার সঙ্গত সুবিধা করাইলে পর, তিনি ঐ দ্রব্য ধৃত করিবার জন্যে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন, ইতিমধ্যে ঐ দ্রব্য যেন গোপনে স্থানান্তর করা না যায় এই নিমিত্ত এই বিধানের সঙ্গত সদুপায় করিবেন ইতি।

সম্পত্তি আদালতে কি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের নিকট গচ্ছিত থাকিলে নোটিস দিয়া তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৭২ ধারা।—কোন আদালতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের হস্তে ঐ সম্পত্তি আমানৎ কি গচ্ছিত থাকিলে, তাহা ক্রোক করিবার নিয়ম এই, ঐ আদালতের কি কার্য্য কারকের নামে এই মর্ম্মের নোটিস দেওয়া যাইবে যে উক্ত নোটিস যে আদালত হইতে বাহির হয় সেই আদালতের অন্য আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত উক্ত আদালত কি কার্য্যকারক ঐ দ্রব্য, ও তাহার উপর সুদ কি ডিবিডেণ্ড পাওনা থাকিলে তাহা, আপন হস্তে রাখেন।

উপবিধি।

পরন্তু সেই দ্রব্য কোন আদালতে আমানৎ কি গচ্ছিত থাকিলে, ও কোন নিরূপণপত্রক্রমে কিম্বা ক্রোক করণের কি অন্য কার্য্যের বলে, ডিক্রীমত খাতকভিন্ন, ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থের অন্য দাওয়াদারের ও ডিক্রীদারের মধ্যে স্বত্ব কি অগ্রগণ্যতা-বিষয়ক কোন বিবাদ হইলে, সেই আদালত ঐ বিবাদ নির্ণয় করিবেন ইতি।

টাকার ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা।

২৭৩ ধারা।—যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীকারি আদালতের টাকার অন্য ডিক্রী লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, শেষ ডিক্রীর টাকা শোধ করিবার জন্যে যেন পূর্ব্ব ডিক্রীর উৎপন্ন টাকা প্রয়োগ হয়, আদালতের এই মর্ম্মের আজ্ঞা দ্বারা ঐ ডিক্রী ক্রোক করা যাইবে। যদি অন্য আদালতের টাকার ডিক্রী লইয়া সম্পত্তি হয়, তবে যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা থাকে সেই ডিক্রীকারি আদালতের বিচারপতি আপন স্বাক্ষর ক্রমে ঐ অন্য আদালতের নামে নোটিস লিখিয়া দিয়া, যে আদালতহইতে নোটিস পাঠান গেল তাঁহার দ্বারা ঐ নোটিস রহিত না

হওনপর্য্যন্ত, আপন ডিক্রী জারীর কার্য্য স্থগিত করিতে আদেশ করিবেন। তাহা হইলে, (ক) যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রীকারি আদালত যত দিন ঐ নোটিস রহিত না করেন, কিম্বা (খ) যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীদার ঐ নোটিসপ্রাপ্ত আদালতে আপন ডিক্রী জারী করিতে যত দিন প্রার্থনা না করেন, ঐ নোটিসপ্রাপ্ত আদালত তত দিন ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবেন। আদালত উক্ত প্রকারের প্রার্থনাপত্র পাইলে, ঐ ডিক্রী জারী করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় তাহার পরিশোধে উক্ত ডিক্রীর উৎপন্ন টাকাপ্রয়োগ করিবেন।

অন্য ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা।

অন্য কোন প্রকারের ডিক্রী হইলে, ক্রোক করিবার নিয়ম এই।—যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীকারি আদালতের বিচারপতি, যে ডিক্রী ক্রোক করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীদারের নামে স্বীয় স্বাক্ষরিত নোটিস লিখিয়া, তাঁহাকে কোন প্রকারেই সেই ডিক্রী হস্তান্তর করিতে কি তাহার উপর কোন দায় বর্ত্তাইতে নিষেধ করিবেন। এবং অন্য আদালতের ঐ ডিক্রী হইলে, সেই আদালতের নামেও সেই প্রকারের নোটিস লিখিয়া পাঠাইয়া, যে আদালতহইতে পাঠানযায় সেই আদালত ঐ নোটিস রহিত না করিলে, যে ডিক্রী ক্রোক করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রী জারী না করিতে আদেশ করিবেন। কোন আদালত সেই প্রকারের নোটিস পাইলে, যত দিন ঐ নোটিস রহিত না করা যায় তত দিন তাহা প্রবল করাইবেন।

ডিক্রীদারের সন্ধান জানাইতে হইবার কথা।

এই ধারামতে কোন ডিক্রী ক্রোক করা গেল সেই ডিক্রীদার ঐ ডিক্রী জারী করণিয়া আদালতের প্রতি সম্ভবমত আদেশানুসারে সন্ধান জানাইতে ও তাঁহার সাহায্যে করিতে আবদ্ধ হইবেন ইতি।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

২৭৪ ধারা।—সম্পত্তি স্থাবর হইলে, ডিক্রীমত খাতক কোন প্রকারে তাহা যেন হস্তান্তর না করেন বা তাহার উপর কোন দায় না বর্ত্তান, এবং কোন ব্যক্তি যেন তাঁহার স্থানে ক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য প্রকারে তাহা গ্রহণ না করেন এই মর্ম্মের নিষেধ সূচক আজ্ঞা দ্বারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে। ঐ সম্পত্তি যে স্থানে থাকে সেই স্থানে কি তাহার নিকটে ঢেঁড়রা দিয়া কি সচরাচর অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে ঐ আজ্ঞা ঘোষণা করা যাইবে, ও ঐ সম্পত্তির এবং আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ আজ্ঞাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে,

ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতেও ঐ আজ্ঞাপত্রের নকল লাগাইয়া দিতে হইবে ইতি।

ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন হইলে পর ক্রোক উঠাইয়া লইবার আজ্ঞার কথা।

২৭৫ ধারা।—যত টাকার ডিক্রী হইল, খরচাসুদ্ধ এবং কোন সম্পত্তি ক্রোক করণ প্রযুক্ত সকল খরচ খরচাসুদ্ধ সেই সমুদয় টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, কিম্বা আদালতের দ্বারা ডিক্রীমত কার্য্য অন্য কোন প্রকারে সাধন করা গেলে, কিম্বা ডিক্রী অসিদ্ধ কি ব্যর্থ করা গেলে, ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থ বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করা যাইবে ইতি।

ক্রোক হইবার পর সম্পত্তি গোপনে হস্তান্তর করা গেলে তাহা ব্যর্থ হওয়ার কথা।

২৭৬ ধারা।—সম্পত্তি ধৃত করণদ্বারা কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিত আজ্ঞা নিয়মিতরূপে জ্ঞাত ও প্রচার করণ দ্বারা ক্রোক করা গেলে পর, যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গোপনে বিক্রয় কি দান কি বন্ধকক্রমে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করা যায়, ও ক্রোক হইয়া থাকন সময়ে যদি ডিক্রীমত খাতককে ঋণের কি ডিবিডেণ্ডের টাকা কি স্যার দেওয়া যায়, তবে ক্রোকের বলে যে সকল দাওয়া প্রবল করা যাইতে পারে তৎপক্ষে ঐ হস্তান্তরকরণ কি ঐ টাকাপ্রভৃতি দেওন ব্যর্থ হইবে ইতি।

মুদ্রা কি নোট ক্রোক করা গেলে তাহা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৭৭ ধারা।—যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহা মুদ্রা কি নোট হইলে, ডিক্রীমতে যে পক্ষের তাহা পাইবার স্বত্ব থাকে, আদালত ঐ ক্রোক প্রবল থাকনের কোন সময়ে ঐ পক্ষকেই সেই মুদ্রা কি নোট, কিম্বা তাহার উপযুক্ত যে অংশদ্বারা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন হইতে পারে সেই অংশ দিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়ার ও ক্রোক করিবার আপত্তির অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

২৭৮ ধারা।—ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে, তাহা ক্রোক হওয়ার যোগ্য নয় বলিয়া সেই সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া, কিম্বা তাহার ক্রোক হওয়ার কোন আপত্তি উপস্থিত করা গেলে, আদালত সেই দাওয়ার কি আপত্তির অনুসন্ধান লইতে প্রবর্ত্ত হইবেন। সেই দাওয়াদার কি আপত্তিকারক মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে আদালতের যে ক্ষমতা থাকিত, তাঁহার সাক্ষ্য লওনবিষয়ে ও অন্য সকল বিষয়ে সেই ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা অনাবশ্যকমতে সেই দাওয়া কি আপত্তি করিতে বিলম্ব হইয়াছে, আদালতের এমত বোধ হইলে তদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া যাইবে না।

নিলাম স্থগিত রাখণের কথা।

যে সম্পত্তির উপর ঐ দাওয়া কি আপত্তি করা যায় তাহার নীলাম হইবার ইশতিহার হইয়া থাকিলে, নীলামের আজ্ঞাকারক আদালত ঐ দাওয়ার কি আপত্তির অনুসন্ধান হওনের অপেক্ষায় ঐ নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন ইতি।

দাওয়াদারের যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

২৭৯ ধারা।—সম্পত্তি যে তারিখে ক্রোক করা যায় সেই তারিখে সেই ক্রোকী সম্পত্তিতে দাওয়াদারের কি আপত্তিকারকের কোন স্বার্থ ছিল, কিম্বা সেই সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে ছিল, তাঁহার ইহা দেখাইবার প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে ইতি।

ক্রোকহইতে সম্পত্তি মুক্ত করিবার কথা।

২৮০ ধারা।—ঐ দাওয়া কি আপত্তিপত্রের উল্লিখিত কারণে সেই সম্পত্তি ক্রোক করণ সময়ে ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে, কিম্বা তাঁহার পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ অন্য ব্যক্তির অধিকারে, কিম্বা তাঁহাকে যে প্রজা কি অন্য ব্যক্তি খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহার অধিকারে ছিল না, কিম্বা সেই সময়ে ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে থাকিলেও তাঁহার নিজের নিমিত্ত কিম্বা নিজ সম্পত্তি বলিয়া নয় অন্যের নিমিত্ত কিম্বা অন্যের পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ, কিম্বা অংশতঃ নিজের ও অংশতঃ অন্যের পক্ষে তাঁহার অধিকারে ছিল, আদালত পুর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান লইয়া ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ক্রোক হইতে সম্পুর্ণরূপে কিম্বা যত দূর উচিত বোধ করেন তত দুর ঐ সম্পত্তি মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন ইতি।

ক্রোক করা সম্পত্তির মুক্ত হওয়ার দাওয়া অগ্রাহ্য করিবার কথা।

২৮১ ধারা।—ঐ সম্পত্তি ক্রোক করণ সময়ে অন্য কাহারো নিমিত্ত না হইয়া ডিক্রীমত খাতকের নিজ সম্পত্তি বলিয়া তাঁহার অধিকারে, কিম্বা তাঁহার পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ অন্য ব্যক্তির অধিকারে ছিল, কিম্বা তাঁহাকে যে প্রজা কি অন্য ব্যক্তি খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহার অধিকারে ছিল, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঐ দাওয়া অগ্রাহ্য করিবেন ইতি।

অন্য ব্যক্তির দাওয়ার অধিনে সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

২৮২ ধারা।—ঐ সম্পত্তি বন্ধকক্রমে, কিম্বা যাহার অধিকারে নাই এমত কোন ব্যক্তির কোন স্বত্বাধীনে অন্যের অধিকারে আছে আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ও ক্রোক প্রবল রাখা উচিত বোধ করিলে, ঐ বন্ধক কি ঐ অন্য ব্যক্তির স্বত্ব প্রবল রাখিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রোকী অবস্থায় রাখিবেন ইতি।

ক্রোকী সম্পত্তির উপর স্বত্ব স্থাপন করিবার মোকদ্দমা হইতে পারিবার কথা।

২৮৩ ধারা।—২৮০ কি ২৮১ কি ২৮২ ধারামত কোন আজ্ঞা যাঁহার বিপক্ষে করা যায়, তিনি বিবাদীয় সম্পত্তির উপর যে স্বত্বের দাওয়া রাখেন, তাহা স্থাপনার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ মোকদ্দমার যে ফল হয় তাহা প্রবল মানিয়া উক্ত আজ্ঞা সিদ্ধান্ত হইবে ইতি।

ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বত্ববান ব্যক্তিদিগকে টাকা দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

২৮৪ ধারা।—যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে কোন আদালত ঐ সম্পত্তি কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিবার জন্যে তাহার যে অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক সেই অংশ বিক্রয় করিবার, ও তদুৎপন্ন টাকা কিম্বা তাহার উপযুক্ত অংশ ডিক্রীমতে পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

নানা আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

২৮৫ ধারা।—একের অধিক আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে ও সেই সম্পত্তি কোন আদালতে আটক না থাকিলে, ঐ ২ আদালতের মধ্যে যেটি উচ্চতম শ্রেণীর, সেই আদালত, কিম্বা ঐ২ আদালতের শ্রেণীর ইতর বিশেষ না থাকিলে, যে আদালতের ডিক্রীমতে সম্পত্তি প্রথম ক্রোক করা যায় সেই আদালত ঐ সম্পত্তি গ্রহণ বা আদায় করিবেন ও তৎপক্ষে কোন দাওয়া ও ক্রোক করণবিষয়ক কোন আপত্তি নির্ণয় করিবেন ইতি।

ছ।—সম্পত্তি বিক্রয় সমর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

ক—সাধারণ বিধি।

যাঁহার দ্বারা যে রূপে নীলাম হইবে তাহার কথা।

২৮৬ ধারা।—আদালতের কোন এক জন কার্য্যকারকের দ্বারা কিম্বা আদালত অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় হইবে, এবং ২৯৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন নিম্নলিখিতমতে প্রকাশ্য নীলাম করিয়া বিক্রয় করা যাইবে ইতি।

নীলাম দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণার কথা।

২৮৭ ধারা।—ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি প্রকাশরূপে নীলাম করিবার আজ্ঞা হইলে, আদালতনিজ আদালতের চলিত ভাষায় ঐ প্রস্তাবিত নীলামের কথা ঘোষণা করাইবেন। যে সময়ে ও যে স্থানে নীলাম হইবে ঘোষণাপত্রের মধ্যে তাহা ব্যক্ত থাকিবে ও নিম্নলিখিত কথা সাধ্যানুসারে স্পষ্ট ও শুদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইবে। (ক) যে সম্পত্তি নীলাম হইবে তাহা।

(খ) যে সম্পত্তি নীলাম করা যাইবে তাহা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদারি মহালগত কিম্বা মহালের একাংশগত স্বার্থ হইলে, ঐ মহালের কিম্বা সেই অংশের যত রাজস্ব ধার্য্য আছে তাহা। (গ) ঐ সম্পত্তির উপর কোন দায় থাকিলে তাহা। (ঘ) যত টাকা আদায়ের জন্যে নীলামের আজ্ঞা হয় তাহা। ও (ঙ) সম্পত্তির ভাব ও মূল্য বুঝিয়া লইবার জন্যে আদালতের বিবেচনায় ক্রেতার আর যে২ কথা জানা প্রয়োজন তাহা। উক্ত যে২ বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে তাহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবার জন্যে, আদালত যাহাকে আবশ্যক বোধ করেন তাঁহার নামে সমন দিয়া উক্ত কোন বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে, ও সেই বিষয়সম্পর্কীয় যে কোন দলীল তাঁহার নিকটে কিম্বা অধিকারে থাকে তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের বিধি করিবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হওনের পর হাই কোর্ট সাধ্যমতে ত্বরায় এই ধারামতে নানা আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্যের পদ্ধতি দর্শাইবার বিধি করিবেন। ও তদ্রূপে যে২ বিধি করা যায় হাই কোর্ট সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। উক্ত সকল বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। করা গেলে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ হইবে। এই প্রকরণের তাৎপর্য্যক্রমে রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবকে আপনার আদালতের ও রাঙ্গুণের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের পক্ষে "হাই কোর্ট" বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। কোন মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিবার কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না ইতি।

বিচারপতি প্রভৃতির নিস্কৃতি পাইবার কথা।

২৮৮ ধারা।—২৮৭ ধারামত ঘোষণাপত্রের মধ্যে কোন ভ্রম কি অযথা বর্ণনা কি চুক থাকিলেও, তাহা কুটিলভাবে করা না গেলে, তজ্জন্যে কোন বিচারপতি কি রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক দায়ী হইবেন না ইতি।

ঘোষণা যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা।

২৮৯ ধারা।—সম্পত্তি যে স্থানে ক্রোক করা যায় সেই স্থানে ২৭৪ ধারার বিধানমতে ঘোষণা করা যাইবে। আদালত আজ্ঞা করিলে, স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে এবং স্থানীয় কোন সম্বাদপত্রেও সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে, ও তাহা প্রকাশ করিবার খরচ নীলামের খরচ বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

নীলাম হইবার সময়ের কথা।

২৯০ ধারা।—২৬৯ ধারার উপবিধিতে যে সম্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের দ্রব্য, অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি হইলে, যে বিচারপতি নীলাম করিতে

আজ্ঞা করেন তাঁহার আদালত ঘরে ঐ জ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া দিবার তারিখ অবধি অন্যূন ত্রিশ দিন গত না হইলে, ও অস্থাবর সম্পত্তি হইলে অন্যূন পঞ্চদশ দিন গত না হইলে, ডিক্রীমত খাতকের লিখিত অনুমতি বিনা এই অধ্যায়মতে নীলাম করা যাইবে না ইতি।

নীলামের দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা।

ঋণ ও খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে ও দেওয়ার প্রমাণ হইলে নীলাম স্থগিত করণের কথা।

২৯১ ধারা।—যে কার্য্যকারক এই অধ্যায়মত নীলামের কার্য্য চালান, তিনি আপনার বিবেচনামতে অন্য দিনপর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন ও তাহার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু আদালতঘরের কি বাড়ীর সীমার মধ্যে নীলাম হইলে, আদালতের অনুমতি বিনা অন্য দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত করা যাইবে না। ও লাট বিক্রয় হওন সূচক ঘা মারিবার পূর্ব্বে ঐ কার্য্যকারকের নিকট ঋণ ও (নীলামের খরচা সুদ্ধ) খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে, কিম্বা যে আদালত নীলামের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালতে ঐ ঋণের ও খরচার টাকা দেওয়া গিয়াছে তিনি ইহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ পাইলে, উক্ত নীলাম স্থগিত হইবে ইতি।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলামে যে কার্য্যকারকদের সম্পর্ক থাকে বিক্রীত সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাদের না ডাকিবার ও তাহা ক্রয় না করিবার কথা।

২৯২ ধারা।—এই অধ্যায়মত কোন নীলাম সম্পর্কে যে কার্য্যকারকের কোন কর্ম্ম করিতে হয় তিনি ঐ নীলামে বিক্রীত কোন সম্পত্তিগত কোন স্বার্থের নিমিত্ত স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে ডাকিবেন না, ও কোন স্বার্থপ্রাপ্ত হইবেন না, ও প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবেন না ইতি।

পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া কম মূল্য পাওয়া গেলে ত্রুটিকারি ক্রেতার দায়ী হইবার কথা।

২৯৩ ধারা।—ক্রয়ের টাকা দেওনে ক্রেতার ত্রুটিহেতুক এই আইনমতে সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন মূল্য পাওয়া গেলে, যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি আদালতে মূল্যের ন্যূনতা ও পুনশ্চ বিক্রয়ের সমস্ত খরচ শংসিতমতে জানাইবেন, এবং এই অধ্যায়ে টাকার ডিক্রী জারী করিবার যে বিধি আছে, ডিক্রীমত মহাজনের কিম্বা ডিক্রীমত খাতকের অনুরোধে, অবশিষ্ট টাকা ও খরচা সেই বিধিমতে বাকীদারের স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে ইতি।

ডিক্রীদার অনুমতি না পাইলে সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিতে কি সম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

২৯৪ ধারা।—যে ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়, সেই ডিক্রীদার

আদালতের স্পষ্ট অনুমতি না পাইলে, ঐ সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিবেন না ও ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিবেন না।

ডিক্রীদার ক্রয় করিলে মূল্য পরিশোধে ডিক্রীর টাকা লওয়ার কথা।

ডিক্রীদার যদি সেই অনুমতি পাইয়া ক্রয় করেন, তবে তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে, ক্রয়ের টাকা ও ডিক্রীমত তাঁহার পাওনা টাকা এই উভয়ের এক হইতে এক বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে, ও যে আদালত ডিক্রী জারী করেন তিনি তদনুসারে ডিক্রীর সমুদয় টাকা কি তাহার একাংশ শোধ হওয়ার কথা লিখিয়া দিবেন ইতি।

ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হারহারিমতে ডিক্রীদারদের মধ্যে বাঁটিয়া দিবার কথা।

২৯৫ ধারা।—ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে টাকা আদায় হইলে, এবং যে আদালতের নিকট ঐ ধন থাকে ঐ টাকা আদায় হইবার পূর্ব্বে একের অধিক ব্যক্তি সেই আদালতে ডিক্রীমত একি খাতকের বিপক্ষে টাকার ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা করিয়া থাকিলে, ও আপনাদের প্রাপ্ত সেই ডিক্রীর শোধ পাইতে না পারিলে, সেই ধন আদায় করিবার খরচ বাদ দিয়া যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা হারহারিমতে ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া যাইবে।

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইলেতদ্বিষয়ক উপবিধি।

পরন্তু কোন সম্পত্তি বন্ধকের কি অন্য প্রকারের দায়যুক্ত হইয়া বিক্রয় হইলে, বন্ধকগ্রহীতা কিম্বা ঐ দায়ক্রমে লভ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকার উদ্বর্ত্তের কোন অংশ পাইবার সত্ববান হইবেন না। আরো ডিক্রীজারীক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার যোগ্য তাহার উপর বন্ধকের কি অন্য প্রকারের দায় থাকিলে, আদালত বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা দায়ক্রমে লভ্য প্রাপ্তার অনুমতিক্রমে, ঐ সম্পত্তি বন্ধক ও দায় হইতে মুক্তভাবে বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিয়া বিক্রীত সম্পত্তির উপর বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা দায়ক্রমে লভ্য প্রাপ্তার যে স্বত্ব ছিল, নীলাম দ্বারা উৎপন্ন টাকার উপর তাঁহার প্রতি সেই স্বত্ব প্রদান করিবেন। ঐ উৎপন্ন টাকা পাইতে যাঁহার স্বত্ব নাই এমত ব্যক্তিকে তৎ সমুদায় কি তাহার কোন অংশ দেওয়া গিয়া থাকিলে, পূর্ব্বোক্তমতে যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে তিনি ঐ টাকা ফিরিয়া দেওয়াইবার জন্যে সেই অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। এই ধারার কোন কথাক্রমে গবর্ণমেণ্টের কোন স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না ইতি।

(খ)—অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যারের বিধি।

২৯৬ ধারা।—যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে তাহা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র

কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির কি সমাবায়িত সমাজের শ্যার হইলে, আদালত সেই পত্র প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিতে আজ্ঞা না দিয়া, দালালের দ্বারা বাজারদরে ঐ নিদর্শনপত্র কি শ্যার বিক্রয় করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার টাকা দিবার কথা।

২৯৭ ধারা।—অন্য প্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, বিক্রয় হইবার সময়েই কিম্বা যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি তাহার পর যত শীঘ্র আজ্ঞা করেন তৎকালেই, একং লাটের মূল্য দেওয়া যাইবে। না দেওয়া গেলে সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরিয়া বিক্রয় করা যাইবে। ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলেই, যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি ঐ টাকার রসীদ দিবেন ও বিক্রয় সিদ্ধ হইবে ইতি।

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়কালে দাঁড়ার দোষ হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ না হইবার, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালীশ করিতে পারিবার কথা।

২৯৮ ধারা।—অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইবার ইশতিহার দেওনে কি বিক্রয় করণে দাঁড়ার কোন ব্যতিক্রম হইলেও বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু দাঁড়ার সেই ব্যতিক্রম প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাঁহার নামে হানিপূরনার্থ মোকদ্দমা কিম্বা সেই ব্যক্তি ক্রেতা হইলে ঐ বিশেষ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার ও না পাওয়া গেলে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ইতি।

প্রতিবাদির অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত হইলে তাহা দিবার কথা।

২৯৯ ধারা।—যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, ও তাহা ধৃত করিয়া লওয়া গেলে, ক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইবে ইতি।

ডিক্রীমত খাতক অন্যের দাওয়ার অধীনে যে অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ববান হন তাহা দিবার কথা।

৩০০ ধারা।—যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা অস্থাব হইলে, ও অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারের পর ডিক্রীমত খাতকের অধিকার পাইবার স্বত্ব থাকিলে, ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তিনি ক্রেতাভিন্ন কোন ব্যক্তিকে যেন ঐ সম্পত্তির অধিকার না দেন, তাঁহার নামে এই মর্ম্মের নোটীস দিয়া ক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইবে ইতি।

ঋণ ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যার দেওয়াইবার কথা।

৩০১ ধারা।—ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্ররূপ প্রতিভূক্রমে যে ঋণ রক্ষিত না হয় এমত ঋণ কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির শ্যার লইয়া ঐ বিক্রীতসম্পত্তি হইলে, মহাজন ঐ ঋণ কি তাহার উপর কোন সুদ যেন গ্রহণ না করেন ও খাতক ক্রেতা

ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে ঐ ঋণ শোধ করিয়া না দেন, অথবা ঐ শ্যার যে ব্যক্তির নামে থাকে তিনি ক্রেতাভিন্ন কোন ব্যক্তির নামে তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন, কিম্বা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড কি সুদ গ্রহণ না করেন, ও ঐ কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কি উপযুক্ত অন্য কর্ম্মকারক ক্রেতাভিন্ন কোন কাহাকেও তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন ও পূর্ব্বোক্ত কোন টাকা না দেন, আদালত এই মর্ম্মের নিষেধসূচক আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া ক্রেতাকে ঐ ঋণ কি শ্যার দেওয়াইবেন ইতি।

ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ও শ্যার হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

৩০২ ধারা।—ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির শ্যার যে ব্যক্তির নামে থাকে, হস্তান্তর করিবার জন্যে ঐ ব্যক্তির সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি কিম্বা হস্তান্তরকরণ পত্র লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইলে, বিচারপতি সেই নিদর্শনপত্রের কিম্বা শ্যারের সর্টিফিকটের পৃষ্ঠলিপি লিখিতে, কিম্বা অন্য যে দলীল করা আবশ্যক তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন। সেই পৃষ্ঠলিপি কি সেই স্বাক্ষর এই পাঠে কি ইহার মর্ম্মানুসারে করা যাইবে, যথা, " আনন্দের নামে ঈশানের মোকদ্দমায় অমুক আদালতের জজ (কিম্বা বিষয়বিশেষে) শ্রী অমুকের দ্বারা শ্রীআনন্দ।" সেই নিদর্শনপত্র কি শ্যার যতদিন হস্তান্তর করিয়া না দেওয়া যায়, তাহার উপর যে সুদ কি ডিবিডেণ্ড পাওনা হয় আদালত আজ্ঞা করিয়া তত দিনের নিমিত্ত ঐ সুদ কি ডিবেডেণ্ড লইবার ও তাহার রসীদে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও উক্ত প্রকারে যে পৃষ্ঠলিপি করা যায় কিম্বা দলীলে যে দস্তখৎ করা যায় কিম্বা রসীদে যে স্বাক্ষর করা যায় তাহা সকল কার্য্যপক্ষে নিজ ঐ পক্ষের দ্বারা লেখার কি দস্তখৎ করার কি স্বাক্ষর করার ন্যায় সিদ্ধ ও সফল হইবে ইতি।

অন্য সম্পত্তির অর্পন করণ সূচক আজ্ঞার কথা।

৩০৩ ধারা।—ইহার পূর্ব্বে যে অস্থাবর সম্পত্তির কোন বিধান হয় নাই এমত সম্পত্তি হইলে, আদালত ক্রেতার প্রতি, কিম্বা ক্রেতা যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে, সেই সম্পত্তি বর্ত্তিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও তদনুসারে সম্পত্তি বর্ত্তিবে ইতি।

(গ)—স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

জিলার আদালতের অনধীন আদালতের দ্বারা
ভূমি বিক্রয়ের কথা।

৩০৪ ধারা।—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত ভিন্ন কোন আদালত ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

প্রতিবাদী যেন ডিক্রীর টাকা তুলিতে পারেন এই কারণে বিলম্বে ভূমি বিক্রয়ের কথা।

৩০৫ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করা গেলে, এবং ঐ সম্পত্তি কি তাহার একাংশ কিম্বা ডিক্রীমত খাতকের অন্য স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক কিম্বা পাট্টা করিয়া দিলে কিম্বা আপোসে বিক্রয় করিলে, ডিক্রীর টাকা তুলিতে পারা যাইবে, ডিক্রীমত খাতক এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, তিনি যেন সেই টাকা তুলিতে পারেন এই কারণে তাঁহার প্রার্থনামতে আদালত যত দিন উচিত বোধ করেন তত দিন ঐ নীলামের আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত সম্পত্তির বিক্রয় বিলম্ব করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতককে সর্টিফিকট দিবার কথা।

তদ্রূপ স্থলে আদালত ডিক্রমত খাতককে সর্টিফিকট দিয়া, তাঁহাকে ঐ সর্টিফিকটের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিতমতে ঐ ভূমি বন্ধক কিম্বা পাট্টা করিয়া দিতে কি বিক্রয় করিতে অনুমতি দিবেন। কিন্তু ঐ বন্ধক কি পাট্টা কি বিক্রয়ক্রমে যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা আদালতে দিতে হইবে, ডিক্রীমত খাতককে নয়। তদ্রূপ সর্টিফিকট দেওয়া গেলে, তাহা যত দিন প্রবল থাকে ২৪৮ ধারার বিধান তত দিন খাটিবে না ইতি।

স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতার আমানতের কথা।

৩০৬ ধারা।—এই অধ্যায়মতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা গেলে, কোন ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা গেলেই তিনি, যে কার্য্যকারক নীলাম করিতেছেন তাঁহার নিকট ক্রয়ের টাকার শতকরা পঁচিশ টাকা আমানৎ করিবেন। ঐ টাকা আমনৎ না করিলে ঐ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় করা যাইবে ইতি।

সমুদয় টাকা দিবার সময়ের কথা।

৩০৭ ধারা।—সম্পত্তি বিক্রয় হইবার দিন ছাড়া পঞ্চদশ দিনে, ও সেই পঞ্চদশ দিন রবিবার কিম্বা অন্য বন্দের দিন হইলে ঐ পঞ্চদশ দিনের পর প্রথম যে দিনে কাছারী খোলা থাকে সেই দিনে ক্রেতা কাছারী বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিবেন ইতি।

টাকা দেওয়া না গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০৮ ধারা।—ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকা না দেওয়া গেলে, আমানতী টাকাহইতে নীলামের খরচ বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবে, ও ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করা যাইবে, ও ঐ সম্পত্তির উপর কিম্বা পশ্চাৎ তাহা যত টাকাতে বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর ত্রুটিকারি ক্রেতার কোন দাওয়া থাকিবে না ইতি।

স্থাবর সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করিতে হইলে জ্ঞাপন পত্রের কথা।

৩০৯ ধারা।—ক্রয়ের টাকা দিবার মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকা না দেওয়াতে স্থাবর সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করিতে হইলে, পূর্ব্ব বিধানমতে নীলামের জ্ঞাপনপত্র যে প্রকারে ও যত দিন প্রকাশ করা যায়, সেই প্রকারে ও তত দিন নূতন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার পর ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করা যাইবে ইতি।

ডিক্রী জারীক্রমে অবিভক্ত মাহালের একাংশ বিক্রয় হইলে মূল্য ডাককরণে সহঅংশির অগ্রগণ্য হওয়ার কথা।

৩১০ ধারা।—ডিক্রী জারীক্রমে অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় হইলে, ও নীলামে ডাক দেওনের সময়ে যদি দুই কি তদধিক জন একি মূল্য ডাকেন ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ঐ সম্পত্তির সহঅংশী হন, তবে সেই ডাকটি ঐ সহ-অংশির ডাক বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

গুরুতর হানি না হইলে বে দাঁড়াপ্রযুক্ত ভূমি বিক্রয় অসিদ্ধ না হওয়ার কথা।

৩১১ ধারা।—ডিক্রীদার কিম্বা এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হয় তিনি, সেই নীলামের কথা প্রকাশ করণে কিম্বা নীলামের কার্য্য চালা-ওনে গুরুতর বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই বেদাঁড়া প্রযুক্ত প্রার্থকের যে গুরুতর হানি হইয়াছে, তিনি আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করিতে না পারিলে, বেদাঁড়াপ্রযুক্ত নীলাম অসিদ্ধ হইবে না ইতি।

আপত্তি অগ্রাহ্য কিম্বা গ্রাহ্য হওয়ার ফলের কথা।

৩১২ ধারা।—ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত কোন প্রার্থনা করা না গেলে, কিম্বা করা গেলেও আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে, আদালত মোকদ্দমার উভয় পক্ষ ও ক্রেতা সম্পর্কে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হওনের আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে ও আপত্তি গ্রাহ্য হইলে, আদালত ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ হওনের আজ্ঞা করিবেন। এই ধারামতে যে পক্ষের বিপক্ষে যে আজ্ঞা করা যায়, তিনি সেই আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার জন্যে পূর্ব্বোক্ত বেদাঁড়ার হেতু ধরিয়া কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না ইতি।

বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৩১৩ ধারা।—তদ্রূপ কোন নীলামে যে ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভি-প্রায় ছিল সেই সম্পত্তিতে তাঁহার বিক্রেয় স্বার্থ ছিল না বলিয়া ক্রেতা আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং আদালত যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। কিন্তু বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞার বিপরীতে ডিক্রীমত খাতকের ও ডিক্রীদারের কথা শুনিবার সুযোগ না হইলে, ঐ

বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন আজ্ঞা করা যাইবে না ইতি।

বিক্রয় সিদ্ধ করণের কথা।

৩১৪ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তির নীলাম আদালত কর্ত্তৃক দৃঢ় করা না গেলে একেবারে সিদ্ধ হইবে না ইতি।

বিক্রয় অসিদ্ধ হইলে ক্রেতাকে মূল্য ফিরিয়া দিবার কথা।

৩১৫ ধারা।—৩১২ বা ৩১৩ ধারামতে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ করা গেলে, কিম্বা যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহাতে ডিক্রীমত খাতকের বিক্রেয় স্বার্থ না থাকাতে ক্রেতা তাহাতে বঞ্চিত হইলেন ইহা দৃষ্ট হইলে, ক্রয়ের টাকা যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল, তাঁহার স্থানে ক্রেতা আদালতের আজ্ঞানুসারে সুদ সহিত কি সুদ বিনা ঐ ক্রয়ের টাকা ফিরিয়া পাইতে স্বত্ববান হইবেন। এই আইনে টাকার ডিক্রী জারী করিবার যে২ বিধি আছে, ক্রয়ের টাকা ফিরিয়া দেওয়ার এবং আদালত সুদের অনুমতি দিলে সেই সুদ দেওয়ার আজ্ঞা সেই২ বিধিমতে ঐ ব্যক্তির উপর প্রবল করা যাইতে পারিবে ইতি।

স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে সর্টিফিকট দেওনের কথা।
সর্টিফিকটে প্রকৃত ক্রেতার নাম লিখিবার কথা।

৩১৬ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় পূর্ব্বোক্তমতে সিদ্ধ করা গেলে, আদালত সার্টিফিকট দিবেন। নীলামে যে ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা যায় সর্টিফিকটে তাঁহারই নাম ও বিক্রয়ের তারিখ লেখা যাইবে ইতি।

বেনামী খরিদারকে না ধরিবার কথা।

৩১৭ ধারা।—অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত, কিম্বা ঐ অন্য ব্যক্তি যাঁহার দ্বারা দাওয়া রাখেন তাঁহারই নিমিত্ত ক্রয় করা গেল বলিয়া, সার্টিফিকট প্রাপ্ত ক্রেতার বিপক্ষে কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না। সর্টিফিকট প্রাপ্ত ক্রেতার নাম প্রতারণাক্রমে কিম্বা প্রকৃত ক্রেতার অনুমতি বিনা যে লেখা গেল, এই ধারাক্রমে এই কথা নির্ণয় করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা নাই ইতি।

ডিক্রীমত খাতকের অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি দিবার কথা।

৩১৮ ধারা।—যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা ডিক্রীমত খাতকের কিম্বা তৎপক্ষ অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, কিম্বা ডিক্রীমত খাতক ঐ সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পরে যে স্বত্ব সৃষ্ট করিলেন সেই স্বত্বক্রমে কোন দাওয়াদারের অধিকারে থাকিলে, ও ৩১৬ ধারামতে তদ্বিষয়ের সর্টিফিকট দেওয়া গেলে, আদালত ক্রেতার প্রার্থনামতে ক্রেতাকে, কিম্বা তিনি আপনার পক্ষে অধিকার লওনের জন্যে অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইয়া, ও কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে সম্মত না হইলে প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া, ঐ

সম্পত্তি ক্রেতার হস্তগত করিতে আজ্ঞা দিবেন ইতি।

প্রজার অধিকারস্থ স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।

৩১৯ ধারা।—যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা প্রজার, কিম্বা অধিকার করিবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, ও ৩১৬ ধারামতে তদ্বিষয়ের সর্টিফিকিট দেওয়া গিয়া থাকিলে, ঐ সম্পত্তির কোন প্রকাশ স্থানে নীলামের সর্টিফিকটের নকল লাগাইয়া, এবং ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা সচরাচর অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে উপযুক্ত কোন স্থানে, খাতকের সম্পর্ক ক্রেতার প্রতি হস্তান্তর করা গিয়াছে, এই কথা প্রজার নিকট ঘোষনা করাইয়া ঐ সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত করিবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয়ের কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করিবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

৩২০ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে, কোন স্থানের সীমার মধ্যে কোন আদালত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার যে ডিক্রী করেন, কিম্বা তদ্রূপ ডিক্রীর মধ্যে কোন বিশেষ প্রকারের যে ডিক্রী করেন, কিম্বা কোন বিশেষ প্রকারের স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থ বিক্রয় করণের যে ডিক্রী করেন সেই২ ডিক্রীজারীকরণ কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করা যাইবে। এবং তদ্রূপ কোন নির্দ্দেশ বাক্য রহিত কি মতান্তর করিতেও পারিবেন।

ডিক্রী পাঠাইবার ও জারী করিবার ও ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

আরো স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ আদালতহইতে কালেক্টর সাহেবের নিকট ডিক্রী পাঠাইবার, ও ঐ ডিক্রীজারী করণে কালেক্টর সাহেবের ও তাঁহার অধীন কর্ম্মকারকদের কার্য্যপ্রণালীর বিধান করিবার, ও কালেক্টর সাহেব হইতে আদালতে ডিক্রী ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি করিতে পারিবেন ইতি।

ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি বিক্রয় করণবিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩২১ ধারা।—ডিক্রীজারীকরণ কার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে, কালেক্টর সাহেব,—

(ক) যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি একি লাটে কিম্বা কএক লাট করিয়া ঐ ডিক্রীর উল্লিখিত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিতে ও (খ) এক২ লাটের সঙ্গত মূল্য নির্দ্ধার্য্য করিতে, ও (গ) সম্পত্তির উপযুক্ত মূল্য পাইবার

জন্যে নীলাম বিলম্বে করা আবশ্যক বোধ করিলে, সেই বিলম্ব করার হেতু লিখিয়া, সঙ্গত সময়ের নিমিত্ত নীলাম বিলম্ব করিতে, ও (ঘ) যে সম্পত্তি বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা যায় সঙ্গত মূল্য পাওয়া না গেলে তাহা পুনশ্চ বিক্রয় করিতে পারিবেন ইতি।

টাকার কোন২ ডিক্রী তদ্রূপে হস্তান্তরিত করা গেলে তাহা জারীকরণ সম্পর্কে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩২২ ধারা।—কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট যে চুক্তি বর্ত্তে তদনুসারে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করণের আজ্ঞাসূচক ডিক্রী না হইয়া, টাকার ডিক্রী হইলে, ও সেই ডিক্রী সাধন করিবার জন্যে আদালত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিলে, যদি সেই ডিক্রী জারীর কার্য্য উক্ত প্রকারে হস্তান্তর করা যায়, তবে আদালত ৩০৫ ধারাক্রমে যে প্রণালীমতে কার্য্য করিতেন, কালেক্টর সাহেব তদ্রূপে করিতে পারিবেন। কিম্বা উক্ত সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় না করিলেও ডিক্রীমত খাতকের ডিক্রীমত ঋণ শোধ হইতে পারে, কালেক্টর সাহেবের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, (৩০৪ ধারামতে অন্য প্রকারের আজ্ঞা থাকিলেও, রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যের তত্বাবধারক প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ এতৎপক্ষে সময়ে২ যে২ বিধি করেন, তিনি সেই২ বিধি প্রবল মানিয়া) ডিক্রী অনুসারে ঐ ঋণ ও তদুপরি সুদ শোধ করিবার প্রয়োজনীয় টাকা, কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে সুদের কোন বিধান না থাকিলে সুদ যে হারে লওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাহা সুদ্ধ ঐ ঋণ, এই২ প্রকারে তুলিতে পারিবেন,—বিশেষতঃ (ক) তত্তুল্য টাকা দেওনের নিয়মে চিরকালের কিম্বা নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের নিমিত্ত ডিক্রীমত খাতকের সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহার একাংশ পাট্টা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা (খ) ঐ সম্পূর্ণ সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বন্ধক রাখিতে, কিম্বা (গ) ঐ সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় করিতে, কিম্বা (ঘ) বিক্রয় করিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি বিশ বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদ পর্য্যন্ত ঐ সম্পূর্ণ সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ ইজারা দিতে, কিম্বা আপনি কি অন্যের দ্বারা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে পারিবেন, কিম্বা (ঙ) অংশতঃ ইহার কোন এক প্রকারে ও অংশতঃ অন্য বা অন্য২ প্রকারে ঐ টাকা তুলিতে পারিবেন। এই ধারামতে ঐ সম্পূর্ণ সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থে কালেক্টর সাহেব ভূস্বামির সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

কালেক্টর সাহেবের কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩২৩ ধারা।—টাকার ডিক্রী হইলে, এবং কালেক্টর সাহেব ৩২২ ধারামতে কার্য্য করিতে প্রস্তাব করিলে, তিনি জিলার চলিত ভাষায় নোটিস প্রচার করিয়া,

ডিক্রীমত খাতকের বিপরীত ডিক্রীপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে ঐ নোটিস প্রচার হইবার তারিখ অবধি ষাইট দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে লিখিয়া সেই কথা জানাইতে আজ্ঞা করিবেন। যে আদালত ৩০৪ ধারামতে আজ্ঞা করিলেন, ঐ নোটিস সেই আদালতঘরে ও কালেক্টর সাহেব অন্যং স্থান উপযুক্ত বোধ করিলে সেইং স্থানে লাগাইয়া প্রচার করা যাইবে। ৩২২ ধারামতে ইজারা দেওন কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করণ কার্য্য যত দিন চলে, ডিক্রীমত খাতক ও স্বার্থপক্ষে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি তত দিন, উক্ত যে সম্পত্তির ইজারা দেওয়া কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করা গেল তাহা কি তাহার কোন অংশ বন্ধক দিতে কিম্বা তাহার উপর দায় বর্ত্তাইতে কি তাহার পাট্টা দিতে কি তাহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না ইতি।

কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নীলাম হওয়ার কথা।

৩২৪ ধারা।—ইজারা দেওনের কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের মিয়াদ সমাপ্ত হইলেও যদি ঐ সম্পূর্ণ ঋণ, ও তাহার উপর সুদ ধরা গেলে সুদসুদ্ধ ঐ ঋণ শোধ করিবার প্রয়োজনীয় সমুদয় টাকা তোলা না যায়, তবে কালেক্টর সাহেব ডিক্রীমত খাতকের কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্তের নামে লিখিয়া তাঁহাকে সেই কথার নোটিস দিয়া, সেই সময়ে ইহাও জানাইবেন যে, সুদসুদ্ধ ঐ ঋণ শোধ করিবার বাকী টাকা ঐ নোটিসের তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে কালেক্টর সাহেবকে না দেওয়া গেলে, তিনি ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। সেই ছয় সপ্তাহ গত হইলেও ঐ বাকী টাকা না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব তদনুসারে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন ইতি।

কালেক্টর সাহেবের ঐ নীলাম প্রভৃতির রিপোর্ট আদালতে করিতে হইবার কথা।

৩২৫ ধারা।—কালেক্টর সাহেব নীলামের উক্ত আজ্ঞাক্রমে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিলে, কিম্বা ৩২১ বা ৩২২ ধারামতে তাঁহার প্রতি অর্পিত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিলে, যে আদালত ঐ আজ্ঞা করিলেন তিনি সেই আদালতে ঐ নীলামের কিম্বা ঐ ক্ষমতামতে কার্য্য করণের কথা জানাইবেন। এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে যত টাকা পাইলেন ও খরচ করিলেন ঐ আদালতে তাহার হিসাব দিয়া ঐ আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় উদ্বর্ত্ত টাকা রাখিবেন।

ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা প্রয়োগ করিবার কথা।

গবর্ণমেণ্টের নিকট ডিক্রীমত খাতকের যে ঋণ দেনা হয় কিম্বা যেং দায় বর্ত্তে ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে তাহা বাদ দিলে পর, যে সকল ডিক্রীদার পূর্ব্বোক্ত নোটিস অনুসারে কার্য্য করিলেন হার হারিমতে তাঁহাদের দাওয়ার পরিশোধে ঐ টাকা প্রয়োগ হইবে। ও তদ্রূপে যে সম্পত্তির ইজারা দেওয়া কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করা

গেল অন্য কোন ব্যক্তি তাহার উপর কিম্বা তদুৎপন্ন উক্ত টাকার উপর দাওয়া করিলেও, তাহাহইতে তাঁহার টাকা পাইবার স্বত্ব থাকিবে না ইতি।

আদালত যে স্থলে কালেক্টর সাহেবকে ভূমির নীলাম স্থগিত করিবার অনুমতি দিতে পারেন তাহার কথা।

৩২৬ ধারা।—কোন স্থানের সীমার মধ্যে ৩২০ ধারামত নির্দ্দেশ বাক্য প্রবল না থাকিলে, যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি ভূমি কি ভূমির একাংশ হয়, এবং ঐ ভূমি কি তাহার ঐ অংশ নীলাম করিবার আপত্তি থাকে, ও কিয়ৎকালের নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা তাহার কার্য্যাধক্ষ্যতা করা গেলে সঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐ ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন হইতে পারিবে, কালেক্টর সাহেব যদি আদালতে ইহা দেখাইয়া দেন, তবে আদালত ঐ ভূমি কি ঐ অংশ নীলাম না করিয়া কালেক্টর সাহেবকে আপনার পরামর্শানুসারে ডিক্রীমত কার্য্যসাধনের বিধান করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। এমত স্থলে ৩২২ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান কালেক্টর সাহেবের প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

টাকার ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের স্থানীয় বিধির কথা।

৩২৭ ধারা।—কোন সীমান্তর্গত স্থানের ভূমিগত কোন স্বার্থ অনিশ্চিত ও অনির্ণীত থাকাতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় তাহার মূল্য নিরূপণ করা অসাধ্য হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতিক্রমে সেই স্থানের নিমিত্ত বিশেষ বিধি করিয়া, টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ভূমিগত কোন শ্রেণীর স্বার্থ বিক্রয় করণের নিয়ম ধার্য্য করিতে পারিবেন, এই আইন কোন সীমান্তর্গত স্থানের মধ্যে প্রচলিত হওন সময়ে যদি তন্মধ্যে ডিক্রীজারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের কোন বিশেষ বিধি প্রবল থাকে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই বিধি প্রবল রাখিতে পারিবেন, কিম্বা সময়ে২ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতিক্রমে তাহা মতান্তর করিতে পারিবেন। তদ্রূপে যে সকল বিধি করাযায় কি প্রবল রাখা যায় তাহাও ঐ২ বিধি মতান্তরে উক্ত কথা স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, তাহাহইলে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ হইবেইতি।

ছ।— ডিক্রীজারী করার প্রতিকুলাচরন বিষয়ক বিধি।

ডিক্রীজারী করিবার বাধা দেওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২৮ ধারা। সম্পত্তির অধিকার পাইবার ডিক্রী জারীকরণ সময়ে, কোনব্যক্তি পরওয়ানা জারীর কার্য্যকারকের প্রতিকুলাচরণ করিলে কি বাধা দিলে, ডিক্রীদার সেই প্রতিকুলাচরণের কি বাধকতা হওয়ার সময়াবধি এক মাসের মধ্য কোন সময়ে আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন। আদালত সেই নালিশের তদন্ত লইবার

দিন নিরূপণ করিয়া যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইল তাঁহাকে উত্তর দিবার জন্যে সমন করিবেন ইতি।

ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কি তাঁহার প্রবৃত্তিক্রমে বাধকতা হইলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২৯ ধারা।—ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কিম্বা তাঁহার প্রবৃত্তি হেতুক অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধকতা কি প্রতিকূলাচরণ হইয়াছে, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিতে পাইলে, নালিশের মর্ম্মের তদন্ত লইয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

বাধা হইতে থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩০ ধারা।—উক্ত প্রতিকূলাচরণ কি বাধা করিবার কোন ন্যায্য কারণ ছিল না, ও ঐ ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কিম্বা তাঁহার প্রবৃত্তি ক্রমে অন্য ব্যক্তির দ্বারা বাদির সম্পত্তির অধিকার পাইবার প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করা যাইতে থাকে, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিতে পাইলে ডিক্রীদারের অনুরোধে ঐ ডিক্রীমত খাতককে কিম্বা ঐ অন্য ব্যক্তিকে ত্রিশ দিনের অনধিক কালের নিমিত্ত কারাগারে সমর্পণ করিতে ও সম্পত্তি ডিক্রীদারের অধিকার করাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও তদ্রূপ প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করা প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির আইনমতে, কিম্বা অন্য কোন আইনমতে ঐ ডিক্রীমত খাতকের কি অন্য ব্যক্তির যে দণ্ড হইতে পারে তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না ইতি।

ডিক্রীমত খাতকভিন্ন কোন দাওয়াদার সরল মনে বাধকতা করিলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩১ ধারা।—ডিক্রীমত খাতকভিন্ন কোন ব্যক্তি আপনার কিম্বা ডিক্রীমত খাতকভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত সরল মনে ঐ সম্পত্তির অধিকারের উপর দাওয়া রাখিয়া ঐ প্রতিকূলাচরণ করাইলে কি বাধকতা জন্মাইলে, ডিক্রীদারকে বাদী ও ঐ দাওয়াদারকে প্রতিবাদী করিয়া মোকদ্দমার ন্যায় সেই দাওয়ার নম্বর দিয়া রেজিষ্টরী করা যাইবে। এবং ডিক্রীদার বিশেষ উপকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৯ ধারার বিধানমতে ঐ দাওয়াদারের নামে ঐ সম্পত্তির জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে আদালত যে প্রকারে ও যে ক্ষমতানুসারে করিতেন, সেই প্রকারে সেই ক্ষমতানুসারে ঐ দাওয়ার তদন্ত লইতে প্রবর্ত্ত হইবেন। ও ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির আইনমতে, কিম্বা তদ্রূপ প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করিবার দণ্ডবিধায়ক অন্য কোন আইনমতে, ঐ দাওয়াদারের প্রতিকূলে অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারে তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না। ও আদালত সেই ডিক্রী জারী কি স্থগিত করিবার যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

যে ব্যক্তিকে বেদখল করা গেল তিনি ডিক্রীদারের অধিকার পাইবার স্বত্ত্ব বিষয়ে বিবাদ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩২ ধারা।—ডিক্রী জারিক্রমে প্রতিবাদীভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করা গেলে, এবং ঐ সম্পত্তি সরলভাবে আপনার নিমিত্তে কিম্বা ডিক্রীমত খাতকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে আপন অধিকারে আছে ও তাহা ডিক্রীর মধ্যে ধরা যায় নাই, কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে ধরা গেলেও যে মোকদ্দমায় ঐ ডিক্রী করা যায় তাঁহাকে সেই মোকদ্দমার এক পক্ষ করা যায় নাই, এই২ কারণে ঐ ডিক্রীমতে তাঁহাকে ঐ সম্পত্তিহইতে ডিক্রীদারের বেদখল করিবার স্বত্ব নাই বলিয়া ঐ ব্যক্তি আপত্তি করিলে, তিনি আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর তাহার সেই প্রার্থনা করিবার সম্ভাবিত হেতু দেখিতে পাইলে, প্রার্থককে বাদী ও ডিক্রীদারকে প্রতিবাদী করিয়া সেই প্রার্থনা-পত্র মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া রেজিষ্টরী করা যাইবে। এবং প্রার্থক বিশেষ উপকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৯ ধারার বিধানমতে ডিক্রীদারের নামে ঐ সম্পত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে আদালত যে প্রকারে ও যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেন, সেই প্রকারে ও সেই ক্ষমতানুসারে ঐ বিবাদীর বিষয়ের তদন্ত লইতে প্রবর্ত্ত হইবেন, ও ঐ ডিক্রীজারী কিম্বা স্থগিত করিবার যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিবেন। এই ধারামতে প্রার্থনা শ্রবণ সময়ে বিবাদের উপরোক্ত যেং হেতু নির্দ্দিষ্ট থাকে আদালত কেবল সেই২ হেতুর বিচার করিবেন। যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা গেল, সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পর ডিক্রীমত খাতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া কোন ব্যক্তিকে দিলে, সেই ব্যক্তির প্রতি এই ধারার কিম্বা ৩৩১ ধারার কোন কথা খাটে না ইতি।

৩৩১ ও ৩৩২ ধারামতে যেং আজ্ঞা করা যায় তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবার ও তাহার উপর আপীল হইতে পারিবার কথা।

৩৩৩ ধারা।—৩৩১ ও ৩৩২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর ভাবাপন্ন ও ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ হইবে, এবং ডিক্রীর উপর আপীল হওয়ার বা না হওয়ার যে নিয়ম আছে ঐ আজ্ঞার উপরও সেই নিয়ম চলিবে ইতি।

ক্রেতাদের স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার বাধার কি প্রতিকুলাচরণের কথা।

৩৩৪ ধারা।—ডিক্রী জারীক্রমে যে স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক কি তাঁহার সপক্ষ কোন ব্যক্তি ক্রেতার সেই সম্পত্তির অধিকার পাইবার প্রতিকুলাচরণ করিলে কি বাধা দিলে, ডিক্রীদারের যে সম্পত্তি পাইবার আজ্ঞা হয় এই অধ্যায়ে তাহার অধিকার পাইবার প্রতিকুলাচরণ কি বাধা সম্পর্কে যেং বিধান

খাটে, উক্ত স্থলেও সেইং বিধান খাটিবে ইতি।

প্রতিবাদিভিন্ন কোন দাওয়াদার বাধক হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৩৫ ধারা।—ডিক্রীমত খাতকভিন্ন অন্য যে ব্যক্তির অধিকারে ঐ বিক্রীত সম্পত্তি নাই, তিনি ভূম্যধিকারী কি বন্ধক গ্রহীতা কি পাট্টাদার বলিয়া কিম্বা অন্য কোন স্বত্বক্রমে ঐ সম্পত্তির উপর স্বত্বের দাওয়া করিয়া ঐ প্রতিকূলাচরণ করিলেন কি বাধা দিলেন দৃষ্ট হইলে, আদালত ক্রেতার নালিশমতে সেই প্রতিকূলাচরণের কি বাধকতার অনুসন্ধান লইয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন। যে ব্যক্তির বিপক্ষে সেই আজ্ঞা করা যায়, তিনি ঐ সম্পত্তিতে আধুনিক অধিকারের স্বত্বের দাওয়া স্থাপন করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ মোকদ্দমার যে ফল হয় তাহা প্রবল মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ইতি।

জ।—ধৃত ও কারাবদ্ধ করণবিষয়ক বিধি।

ডিক্রীমত খাতক যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৩৩৬ ধারা।—ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত খাতককে কোন দিনের কোন সময়ে ধরা যাইতে পারিবে, ও তাঁহাকে সাধ্যমতে ত্বরায় আদালতের সম্মুখে আনা যাইবে, ও যে আদালত তাঁহার কারাবদ্ধ হওয়ায় আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যে জিলার অন্তর্গত, সেই জিলার দেওয়ানী জেলে তাহাকে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে। সেই জেলে তাহার থাকিবার উপযুক্ত স্থান না থাকিলে, জিলার আদালত কোন ব্যক্তির কারাবদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কারাবদ্ধ হওয়ার অন্য যে স্থান নিরূপণ করেন, তাঁহাকে সেই স্থানে বদ্ধ করা যাইবে।

ঘরের মধ্যে ধরিবার কথা।

কিন্তু এই ধারামতে কোনব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে, সূর্য্য অস্ত ও উদয় হইবার মধ্য সময়ে কোন ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে না।

উপবিধি।

আরো ডিক্রীমত খাতককে যে ডিক্রীজারীক্রমে ধরা যায় তাহা টাকার ডিক্রী হইলে, ও যে কার্য্যকারক তাঁহাকে ধরেন ঐ ডিক্রীমত খাতক তাঁহাকে ঐ ডিক্রীর টাকা ও ধৃত করণের খরচ দিলে, ঐ কার্য্যকারক তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, টাকার ডিক্রীজারীক্রীমে ডিক্রীমত খাতককে ধরিয়া এই ধারামতে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, আদালত তাঁহাকে এই কথা জানাইবেন যে, ২০ বিংশ অধ্যায়মতে তিনি আপনাকে ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আপনার সেই প্রার্থনার বিষয় লইয়া তিনি কুটিলভাবে কোন কর্ম্ম করিয়া না থাকিলে ও আদালতের নিযুক্ত গ্রাহকের হস্তে

আপনার সকল সম্পত্তি সমর্পণ করিলে তাঁহাকে মুক্ত করা যাইবে। সেই জ্ঞাপন-পত্র প্রকাশ করা গেলে পর, ডিক্রীমত খাতক তদ্রূপ প্রার্থনা করিবার মানস জানাইলে, ও কোন সময়ে আহ্বান করা গেলেই উপস্থিত হইবেন ও ৩৪৪ ধারামতে ঋণশোধ করিবার অক্ষম বলিয়া নির্ণয় হওয়ার নিমিত্ত এক মাসের মধ্যে প্রার্থনা করিবেন ইহার উপযুক্ত জামিন দিলে, আদালত তাঁহাকে আসেধ-হইতে মুক্ত করিবেন। কিন্তু তিনি তদ্রূপে প্রার্থনা না করিলে, আদালত সেই জামিনের টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে তাঁহাকে জেলে পাঠাইতে পারিবেন ইতি।

ধরিয়া আনিবার পরওয়ানায় ডিক্রীমত খাতককে আনিবার আজ্ঞা থাকার কথা।

৩৩৭ ধারা।—ডিক্রীমত খাতককে ধরিবার প্রত্যেক পরওয়ানায় ঐ পরওয়ানা জারীর কার্য্যকারকের প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে, ডিক্রীমত খাতকের যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল তিনি সুদ সুদ্ধ, ও খরচার দায়ী হইলে খরচাসুদ্ধ, সেই টাকা না দিলে, তাঁহাকে সুবিধামতে ত্বরায় আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করেন ইতি।

যে হারে খোরাকী পাওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩৩৮ ধারা।—ডিক্রীমত খাতকদের শ্রেণী ও বংশ ও জাতি বিবেচনায় মাসে২ তাঁহাদের খোরাকী যে হারে দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ইহার ফর্দ্দ নিরূপণ করিবেন ইতি।

ডিক্রীমত খাতকের খোরাকীর কথা।

৩৩৯ ধারা।—ডিক্রীমত খাতকের ধৃত হওনের সময়াবধি যত দিন তাঁহাকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে না পারে, বিচারপতি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ফর্দ্দ অনুসারে তাঁহার তত দিনের খোরাকীর যত টাকা প্রচুর বোধ করেন, ডিক্রী-দার আদালতে তত টাকা না দিলে, যত কাল না দেন তত কাল ডিক্রীমত খাতককে ডিক্রী জারীক্রমে ধরা যাইবে না। ডিক্রীমত খাতককে ডিক্রী জারীক্রমে কারাবদ্ধ করা গেলে, পূর্ব্বোক্ত ফর্দ্দ অনুসারে মাসে২ তাঁহার যত খোরাকী পাইবার অধিকার থাকে আদালত ইহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন, কিম্বা তদ্রূপ ফর্দ্দ নির্দ্ধারিত না থাকিলে ঐ ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোক হন তদ্বিবেচনায় আদালত যত টাকা প্রচুর বোধ করেন তাঁহার মাসিক তত টাকা খোরাকী ধার্য্য করিবেন। যে পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রী জারী করা যায়, তিনি প্রতি মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের হাতে আদালতের নিদ্ধারিতমতে ঐ মাসের খোরাকী অগ্রিম দিবেন। চলিত মাসের যত দিন বাকী থাকে, প্রথমবার তত দিনের খোরাকী, ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, দিতে হইবে ইতি।

ডিক্রীর টাকার উপর খোরাকী চড়াইয়া দিবার কথা।

৩৪০ ধারা।—কারাবদ্ধ ডিক্রীমত খাতকের খোরাকীর জন্যে ডিক্রীদারি যত টাকা দেন, তাহা মোকদ্দমার খরচা বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু উক্ত খোরাকীর টাকার নিমিত্তে ডিক্রীমত খাতককে কারাগারে আটক রাখা কি ধৃত করা যাইবে না ইতি।

ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩৪১ ধারা।—নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রীমত খাতককে কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে,—(ক) ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে শোধ হইলে, কিম্বা (খ) যে ব্যক্তির প্রার্থনা মতে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা গেল তাঁহার প্রার্থনামতে, কিম্বা (গ) ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞানুসারে খোরাকী দিতে ত্রুটি করিলে, কিম্বা (ঘ) পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে ডিক্রীমত খাতককে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, কিম্বা (ঙ) ৩৪২ ধারামতে তাঁহার কারাবদ্ধ থাকার নিরূপিত মিয়াদ পূর্ণ হইলে। পরন্তু এই ধারার উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ স্থলে আদালতের আজ্ঞা না হইলে ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করা যাইবে না। ডিক্রীমত খাতককে এই ধারামতে মুক্ত করা গেলেও তিনি তদ্ধেতুক ঋণ হইতে মুক্ত হন না, কিন্তু যে ডিক্রী জারীক্রমে কারাবদ্ধ করা গেল তাঁহাকে সেই ডিক্রীক্রমে আবার ধরা যাইতে পারিবে না ইতি।

ছয় মাসের অধিক কাল কারাবদ্ধ না থাকার কথা।

৩৪২ ধারা।—ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তি ছয় মাসের অধিককাল কারাবদ্ধ হইবেন না।

যে স্থলে ছয় সপ্তাহের অধিককাল কারাবদ্ধ না থাকিবেন তাহার কথা।

ও ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিকের ডিক্রী হইলে, ছয় সপ্তাহের অধিককাল কারারুদ্ধ হইবেন না ইতি।

পরওয়ানার পৃষ্ঠলিপির কথা।

৩৪৩ ধারা।—পরওয়ানা জারী করিতে যে কার্য্যকারককে দেওয়া যায়, তিনি যে দিনে ও যে প্রকারে তাহা জারী করিলেন, পরওয়ানার পৃষ্ঠে এইং কথা, এবং পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নির্দ্ধারিত শেষদিন অতীত হইয়া থাকিলে বিলম্বের কারণ, কিম্বা জারী না হইয়া থাকিলে জারী না হওয়ার কারণ লিখিয়া, সেই পৃষ্ঠলিপি সহিত ঐ পরওয়ানা আদালতে ফিরিয়া দিবেন। উক্ত কার্য্যকারক পরওয়ানা জারী করিতে পারিলেন না এই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি থাকিলে, আদালত তাঁহাকে শপথ করাইয়া তাঁহার সেই কথিত অক্ষমতার বিষয়ে পরীক্ষা লইবেন, ও উচিত বোধ করিলে সেই অক্ষমতাবিষয়ক সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য লইতে

পারিবেন ও সেই পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

---

২০ বিংশ অধ্যায়।

ডিক্রীমত খাতক ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

ঋণশোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণয় হইবার প্রার্থনা করণের ক্ষমতার কথা।

৩৪৪ ধারা।—টাকার ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা গেলে, তিনি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণীত হওয়ার প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন। জিলার যে আদালত তাঁহাকে ধৃত কিম্বা কারাবদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন সেই আদালতে, কিম্বা জিলার আদালতহইতে ঐ আজ্ঞা না হইলে, যে আদালত ঐ আজ্ঞা করিলেন তাহা যে জিলার আদালতের অধীন সেই আদালতে, ঐ প্রার্থনা করিতে হইবে ইতি।

প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

৩৪৫ ধারা।—ঐ প্রার্থনাপত্রে এই২ কথা লেখা থাকিবে। (ক) ঐ ব্যক্তিকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা গেল, ও যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা যায়, ও তিনি যে স্থানে কারাবদ্ধ আছেন এই২ কথা। (খ) তাঁহার যত ও যে২ প্রকারের সম্পত্তি আছে তাহার বিশেষ কথা ও টাকাভিন্ন তদ্রূপ কোন সম্পত্তির মূল্য। (গ) যে বা যে২ স্থানে ঐ সম্পত্তি পাওয়া যাইবে এই কথা। (ঘ) তাঁহার সেই সম্পত্তি আদালতের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ার কথা। (ঙ) তাঁহার উপর যে সকল টাকার দাওয়া থাকে, তাহা সর্ব্বসুদ্ধ সবিশেষ কত টাকা এই কথা। (চ) তাঁহার মহাজনদের নাম ও বাসস্থান যতদূরজানেন কি জানিয়া লইতে পারেন তত দূর ঐ কথা ইতি।

ঐপ্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষরকরণের ও সত্যাকরণের কথা।

৩৪৬ ধারা।—পূর্ব্ব বিধানে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যাকারণের কথা লিখিবার যে২ আজ্ঞা আছে, প্রার্থক সেই প্রকারে ঐ প্রার্থনাপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া সত্যাকরণের কথা লিখিবেন ইতি।

ডিক্রীদারকে প্রার্থনাপত্রের নকল ও নোটীস দিবার কথা।

৩৪৭ ধারা।—আদালত ঐ প্রার্থনা শুনিবার দিন নিরূপণ করিয়া, ঐ প্রার্থনা পত্রের নকল ও তাহা যে সময়ে ও স্থানে শুনা যাইবে ইহার লিখিত নোটিস আদালতঘরে লাগাইয়া দিবেন, ও যে ডিক্রীজারীক্রমে উক্ত প্রার্থককে ধৃত কি

কারাবদ্ধ করা যায়, ঐ প্রার্থকের খরচে ঐ ডিক্রীদারের কিম্বা তাঁহার উকীলের নামে, ও প্রার্থনাপত্রে অন্য কোন মহাজনদের নাম লেখা থাকিলে তাঁহাদের নামে জারী করাইবেন। আদালত বিহিত বোধ করিলে, যে রাজকীয় গেজেটে ও প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে উচিত বোধ করেন, প্রার্থকের খরচে সেইং পত্রেও ঐ প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করাইতে পারিবেন ইতি।

অন্য মহাজনদিগকে নোটিস দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪৮ ধারা।—আরো অন্য কোন ব্যক্তি আপনাকে প্রার্থকের মহাজন বলিয়া জানাইলে, ও প্রার্থনাপত্রের বিষয়ে আপনার কথা শুনা যাইবার অনুমতি প্রর্থনা করিলে, আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহারও নামে সেই প্রকারের নকল ও নোটিস জারী করাইতে পারিবেন ইতি।

অসিদ্ধ প্রার্থকের বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩৪৯ ধারা।—প্রাথককে আটক রাখা গেলে, আদালত ৩৫০ ধারামতে শ্রবণের অপেক্ষায়, তাঁহাকে তৎকালেই কারাগারে রাখিতে আজ্ঞা দিতে, কিম্বা পরওয়ানা জারী করিবার ভার যে কার্য্যকারককে দেওয়া গেল তাঁহারই হেফাজাতে থাকিতে দিতে পারিবেন ইতি।

শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৫০ ধারা।—যে ব্যক্তিদিগকে ঐ নোটীস দেওয়া যায়, আদালত সেই নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ ঐ বিষয় শুনিবার অন্যদিন নিরূপণ করিলে সেই দিনে, তাঁহাদের কি তাঁহাদের উকীলদের সাক্ষাৎ প্রার্থকের তৎকালীন অবস্থার বিষয়ে ও ভাবিকালে টাকা শোধ করিবার সঙ্গতি বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন, ও উক্ত ডিক্রীদার ও প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত অন্য মহাজনেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা আপনাদিগকে মহাজন বলিয়া জানাইলেন তাঁহারা প্রার্থকের মুক্ত হওয়ার বিপক্ষে যাহা বলিতে চাহেন তাহাও শুনিবেন, এবং ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া প্রার্থকের নির্ণয় হওয়ার কোন অধিকার নাই উক্ত ডিক্রীদার ও অন্য মহাজনেরা কি ব্যক্তিরা ইহা দেখাইবার প্রমাণ যেন উপস্থিত করেন, এই নিমিত্ত আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহাদিগকে অবকাশ দিতে পারিবেন ইতি।

ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা প্রকাশ করণের ও গ্রাহককে নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৫১ ধারা।—(ক) প্রার্থনা পত্রের লিখিত সকল কথা বাস্তবে সত্য, (খ) যে ডিক্রী জারীক্রমে প্রার্থককে ধরা কি কারাবদ্ধ করা যায় ঐ ডিক্রী যে মোকদ্দমায় করা গেল সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর ও তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে তিনি মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার কল্পনায় আপনার সম্পত্তির কোন অংশ লুকাইয়া

রাখেন নাই ও হস্তান্তর কি স্থানান্তর করেন নাই, (গ) আপনাকে সমস্ত ঋণশোধ করিতে অক্ষম জানিয়া দুঃসাহসে ঋণ গ্রহণ করেন নাই, কিম্বা মহাজনদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে টাকা দিয়া কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া অন্যায়মতে এক মহাজন অপেক্ষা অন্যকে অগ্রগণ্য করেন নাই, (ঘ) ও প্রার্থনাপত্রের বিষয় লইয়া কুটিল-ভাবের অন্য কোন কর্ম্ম করেন নাই, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, তাঁহাকে ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন ও উচিত বোধ করিলে তাঁহার সম্পত্তিগ্রাহক নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন, কিম্বা সম্পত্তি গ্রাহককে নিযুক্ত না করিলে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

মহাজনদের প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে হইবার কথা।

৩৫২ ধারা।—পরে প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত মহাজনেরা, এবং অন্য ব্যক্তিরা ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাদিগকে জানাইলে তাঁহারা, ঐ ব্যক্তির উপর যত টাকার দাওয়া রাখেন তাহার ও আপন২ দাওয়ার সবিশেষ কথার প্রমাণ উপস্থিত করিবেন।

তফসীল করিবার কথা।

এবং যাঁহারা ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাদিগকে ও আপন২ প্রাপ্য সপ্রমাণ করেন, আদালত আজ্ঞাক্রমে তাঁহাদিগকে নির্ণয় করিবেন ও তাঁহাদিগের নামের ও ঋণের তফসীল প্রস্তুত করিবেন, ও ৩৫১ ধারামতে যে নির্ণয় করা যায়, উক্ত প্রত্যেক মহাজনের উক্ত ঋণ সম্পর্কে ঐ নির্ণয়টি ঐ২ মহা-জনদের সপক্ষ ডিক্রী বলিয়া জ্ঞান হইবে। উক্ত প্রত্যেক তফসীলের নকল আদা-লত ঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। কুঠী ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ কুঠির কোন অংশী, কিম্বা ঋণ শোধ করণের অক্ষমতার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, ঐ কুঠীর মহাজনদের প্রতিযোগী হইয়া স্বীয় প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে স্বত্ববান হইবেন না ইতি।

মহাজনদের প্রার্থনাপত্রের কথা।

৩৫৩ ধারা।—ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির কোন মহাজনের নাম ঐ তফসীলে লেখা না থাকিলে, তিনি ঐ তফসীল প্রকাশ হওনের তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে, ঐ ব্যক্তির স্থানে আপনার যত টাকার দাওয়া থাকে তাহার ও ঐ দাওয়ার বিশেষ কথার প্রমাণ উপস্থিত করণার্থে, ও ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাকে প্রমাণ করিলে সেই প্রমাণীকৃত ঋণের উপলক্ষে মাহাজন বলিয়া ঐ তফসীলে আপনার নাম লেখাইবার আজ্ঞা হওনার্থে, আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ঐ তফসীলে যে মহাজনের নাম লেখা থাকে, তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা কিম্বা ঋণের ভাব কি বৃত্তান্ত ধরিয়া যে কথা লেখা গেল

তদ্বিষয়ে ঐ তফসীল পরিবর্ত্তন করণার্থে, কিম্বা অন্য মহাজনের নাম উঠাইয়া দেওনার্থে, কিম্বা অন্য মহাজনের প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা কিম্বা ঐ ঋণের ভাব কি বৃত্তান্ত ধরিয়া যে কথা লেখা গেল তদ্বিষয়ে ঐ তফসীল পরিবর্ত্তন করণার্থে, ঐ তফসীল প্রকাশ হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন। এই ধারামতে কোন প্রার্থনা করাগেলে, আদালত ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির ও অন্য মহাজনদের নামে যে২ নোটিস জারী করা উচিত বোধ করেন প্রার্থকের খরচে তাহা জারী করিয়া, ও তাঁহারা আপত্তি করিলে সেই আপত্তি শুনিয়া, ঐ প্রার্থনামতে কার্য্য করিবেন কিম্বা তাহা অগ্রাহ্য করিবেন ইতি।

গ্রাহককে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞার ফলের কথা।

৩৫৪ ধারা।—৩৫১ ধারামতে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও তাহার এই ফল হইবে যে (২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ভিন্ন) ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি, তাঁহার প্রার্থনাপত্রের মধ্যে ধরা গেলে বা না গেলেও, ঐ গ্রাহকের প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

গ্রাহকের জামিন দিয়া স্থিত আদায় করিবার কথা।

৩৫৫ ধারা।—তদ্রূপে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন তিনি আদালতের আদেশানুসারে জামিন দিয়া, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যভিন্ন ঐ সকল সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইবেন।

ঋণশোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মুক্ত হওয়ার কথা।

ও ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তি তাঁহার অধিকারে ঐ সকল বিষয় দিয়াছেন, কিম্বা তৎপক্ষে যাহা করিতে পারিলেন তাহাই করিয়াছেন, গ্রাহক এই মর্ম্মের সর্টিফিকট লিখিয়া দিলে, আদালত কোন নিয়ম করা উচিত বোধ করিলে সেই নিয়মানুসারে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে আসেধ হইতে কিম্বা বিষয় বিশেষে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন ইতি।

গ্রাহকের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৩৫৬ ধারা।—গ্রাহক আদালতের আদেশানুসারে, (ক) সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিবেন। (খ) গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তির ঋণ ও অর্থদণ্ড ও দণ্ড দেয় হইলে, ঐ টাকা হইতে তাহা শোধ করিবেন। (গ) উক্ত ডিক্রীদারের খরচা দিবেন। (ঘ) তফসীলে যে২ ব্যক্তিদের নাম লেখা আছে তাঁহাদের এক জনকে অন্যের অগ্রগণ্য না করিয়া প্রত্যেক জনের প্রাপ্য অনুসারে হারহারীমতে অবশিষ্ট টাকা বিলি করিবেন।

তাঁহার পারিশ্রমিক পাইবার স্বত্বের কথা।

যে অবশিষ্ট টাকা তদ্রূপে বিলি করা যায় তাহার উপর আদালত শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক যত নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ গ্রাহক আপনার উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ

করিবার পারিশ্রমিক বলিয়া তত টাকা কমিশ্যন লইবেন,

উদ্বর্ত্ত দেওনের কথা।

(ও যে কমিশ্যন লন তাহাও ঐ বিলি করা টাকা বলিয়া জ্ঞান হইবে) ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্তকে দিবেন ইতি।

মুক্ত হওয়ার ফলের কথা।

৩৫৭ ধারা।—ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তিকে ৩৫৫ ধারামতে মুক্ত করা গেলে, ঐ তফসীলের উল্লিখিত কোন ঋণহেতুক তাঁহাকে ধরা কি কারাবদ্ধ করা যাইবে না। কিন্তু তফসীলের লিখিত মহাজনেরা তাঁহার বিপক্ষে যে২ ডিক্রী পাইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধন না হওন কিম্বা সাধন করা অসাধ্য না হওন পর্য্যন্ত ৩৫৮ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, ২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির নির্দ্দিষ্ট বিশেষ দ্রব্য ও গ্রাহকের হস্তগত দ্রব্যভিন্ন, তিনি তৎপূর্ব্বে বা তৎপশ্চাৎ যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহা আদালতের আজ্ঞাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইবার যোগ্য থাকিবে ইতি।

আদালত যে স্থলে ঋণশোধ করণাক্ষম ব্যক্তিকে আর দায়হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩৫৮ ধারা।—তফসীলের লিখিত ঋণ মোটে ২০০ দুই শত টাকা কি তাহার কম হইলে, ঋণশোধ করণাক্ষম যে ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে মুক্ত করা যায় আদালত তাঁহাকে সেই সকল ঋণের উপলক্ষে অন্য দায়হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন ইতি।

প্রার্থকের কুটিলাচরণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৫৯ ধারা।—৩৫০ ধারানুযায়ি শ্রবণ সময়ে প্রার্থক, (ক) যে প্রার্থনাপত্র দিলেন, তন্মধ্যে আপনার ঋণের, কিম্বা অধিকৃত কি সম্ভাবিত কিম্বা আপনার পক্ষে অন্যের নিকট ন্যস্ত সম্পত্তির কোন কথা গোপন রাখনের, কিম্বা সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া কোন মিথ্যা কথা কহনের অপরাধী আছেন, কিম্বা (খ) প্রতারণা করিয়া কোন সম্পত্তি গোপন রাখিলেন কি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিলেন, কিম্বা (গ) প্রার্থনাপত্রের বিষয়সম্পর্কে কুটিলভাবে অন্য কোন কর্ম্ম করিলেন, ইহা প্রমাণ হইলে, তাঁহার কোন মহাজনের অনুরোধে আদালত কারাগারে দেওনের তারিখ অবধি তাঁহার এক বৎসরের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন। কিম্বা আদালত উচিত বোধ করিলে, তাঁহাকে লইয়া আইনমত কার্য্য হওয়ার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন ইতি।

অন্যান্য আদালতের প্রতি জিলার আদালতের ক্ষমতা প্রদান করিবার ও মোকদ্দমা স্থানান্তর করিয়া দিবার কথা।

৩৬০ ধারা।—৩৪৪ অবধি ৩৫৯ পর্য্যন্ত সকল ধারাক্রমে জিলার নানা আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা গেল, স্থানীয় গবর্নমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া জিলার আদালতভিন্ন অন্য কোন আদালতের প্রতিও সেই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও ৩৪৪ ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় জিলার জজ সাহেব আপনার জিলার অন্তর্গত সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন আদালতে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন। তদ্রূপ ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন আদালতের ডিক্রীজারী ক্রমে ধৃত কোন ব্যক্তি ৩৪৪ ধারামত কোন প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিলে, ঐ আদালত ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

দ্বিতীয় ভাগ।
নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

---

২১ একবিংশ অধ্যায়।

কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণশোধ করণের অক্ষমতা হইলে, তদ্বিষয়ক বিধি।

এক পক্ষের মৃত্যু হইলেও নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকিলে, মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা।

৩৬১ ধারা।—বাদির কি প্রতিবাদির মৃত্যু হইলেও যদি নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকে, তবে মোকদ্দমা রহিত হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্রের নিকট এই নিয়ম করেন যে, চন্দ্র যত দিন বাঁচিয়া থাকেন তত দিন বলরামকে বার্ষিক বৃত্তি দিব। আনন্দের স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত বলরাম ও চন্দ্র তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ডিক্রীর পূর্ব্বে বলরামের মৃত্যু হয়। এমত স্থলে চন্দ্রের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকে, ও মোকদ্দমা রহিত হইবে না। (খ) উক্ত উদাহরণের স্থলে, ডিক্রীর পূর্ব্বে উভয় পক্ষের সকল ব্যক্তি মরিলেও বলরামের ও চন্দ্রের উত্তরজীবির স্থলাভিষিক্তের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল আছে, ও তিনি আনন্দের স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন। (গ) আনন্দ অপবাদকরণ হেতুক বলরামের নামে

নালিশ করিলেন। আনন্দ মরিলে নালিশ করণের হেতু প্রবল থাকে না, ও মোকদ্দমা রহিত হইবে। (ঘ) মিতাক্ষরার ব্যবস্থামতে সাধারণ হিন্দু পরিবারের অন্তর্গত আনন্দ নামক এক ব্যক্তি পরিবারীয় সম্পত্তি বণ্টন করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ উত্তরাধিকারী স্বরূপ বলরাম নামক অপ্রাপ্ত ব্যবহার সন্তানকে রাখিয়া মরিলে বলরামের পক্ষে নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকে ও মোকদ্দমা রহিত হইবে না।

অনেক জন বাদির কি প্রতিবাদির মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলেও নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬২ ধারা।—দুই কি তদধিক জন বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও যদি কেবল অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের পক্ষে, কিম্বা কেবল অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের বিপক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে সেই মর্ম্মের কথা লেখাইবেন, এবং অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের যত্নে কিম্বা অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের নামে মোকদ্দমা চলিবে ইতি।

অনেক বাদির মধ্যে এক জন মরিলে ও উত্তরজীবীদের এবং মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের পক্ষে নালীশের হেতু প্রবল থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬৩ ধারা।—দুই কি তদধিক জন বাদী থাকিলে ও তাঁহাদের এক জন মরিলে যদি নালিশের হেতু কেবল উত্তরজীবী বাদির কি বাদিদের পক্ষে প্রবল না হইয়া মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্তের সংযোগে ঐ বাদির কি বাদিদের পক্ষে প্রবল থাকে, তবে আদালত ঐ আইনমত স্থলাভিষিক্তের প্রার্থনামতে মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ মৃত বাদির স্থানে ঐ স্থলাভিষিক্তের নাম লিখিতে পারিবেন, এবং অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের ও ঐ আইনমত স্থলাভিষিক্তের যত্নে মোকদ্দমা চলিবে ইতি।

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬৪ ধারা।—মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন দাওয়াদার আদালতে প্রার্থনা না করিলে, অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের যত্নে মোকদ্দমা চলিবে। ও মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত থাকিলে তাঁহাকেও এক পক্ষ করা যাইবে, ও মোকদ্দমায় যে ডিক্রী করা যায় সেই ডিক্রীতে তাঁহার এমত স্বার্থ থাকিবে ও তিনি এমতে আবদ্ধ হইবেন যেন উত্তরজীবী বাদির কি বাদিদের সঙ্গে২ তাঁহারও যত্নে মোকদ্দমা চলিল ইতি।

একই বাদির কিম্বা অবশিষ্ট একই বাদির মৃত্যু হইলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬৫ ধারা।—একই বাদীর কিম্বা অবশিষ্ট একই বাদীর মৃত্যু হইলে ও

নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে, আদালত সেই মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্তের প্রার্থনামতে মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ বাদীর স্থানে তাঁহার নাম লেখাইতে পারিবেন, তাহা হইলে মোকদ্দমা চলিবে ইতি।

মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে, মোকদ্দমা রহিত হইবার কথা।

৩৬৬ ধারা।—মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন দাওয়াদার আদালতে তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে, আদালত মোকদ্দমা রহিত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া, মোকদ্দমার উত্তর দেওনে প্রতিবাদীর যত খরচ হইল, উক্ত মৃত বাদীর সম্পদ হইতে তাঁহার ঐ খরচ আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিম্বা প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে আদালত বিহিত বোধ করিলে, খরচাপ্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া, উক্ত মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে আনাইবার, কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমা চালাইবার কি ঐ দুই কার্য্যপক্ষে, অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকট কিম্বা ঋণ আদায় করিবার সার্টিফিকট পাইলেও, কেবল তৎক্রমে মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত হন না। কিন্তু উক্ত কোন সার্টিফিকটধারি ব্যক্তি তদ্দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে, ঐ সম্পত্তির উপলক্ষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া তাঁহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত কে হন, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৬৭ ধারা।—মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত কে হন, এই বিষয় লইয়া কোন বিবাদ হইলে অন্য মোকদ্দমায় সেই বিষয় নির্ণয় না হওন পর্য্যন্ত আদালত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারিবেন, অথবা মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কাহাকে গ্রাহ্য করা যাইবে মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে কি তৎপূর্ব্বে ইহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

অনেক প্রতিবাদির মধ্যে এক জনের কিম্বা একই কিম্বা অবশিষ্ট একই প্রতিবাদির মৃত্যু হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৬৮ ধারা।—দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ডিক্রীর পূর্ব্বে মরিলে, ও কেবল অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের বিপক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে, এবং একই কিম্বা অবশিষ্ট একই প্রতিবাদির মৃত্যু হইলেও মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে, বাদী যাঁহাকে ঐ মৃত প্রতিবাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কহেন, ও যাঁহাকে মৃত প্রতিবাদির

পরিবর্ত্তে প্রতিবাদী করিতে চাহেন, তাঁহার নাম ও বর্ণনা ও নিবাস নির্দ্দেশ করিয়া আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে, আদালত মোকদ্দমায় কাগজপত্রের মধ্যে ঐ প্রতিবাদির স্থানে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নাম লিখিয়া, মোকদ্দমার উত্তর দিবার জন্যে সমনের লিখিত দিনে উপস্থিত হওনার্থে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নামে সমন দিবেন। তাহা হইলে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি প্রথমেই এক জন প্রতিবাদী হইলে ও তৎপূর্ব্বে মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষ হইলে মোকদ্দমা যদ্রূপে চলিত তদ্রূপেই চলিবে। কিন্তু যে ব্যক্তিকে তদ্রূপে প্রতিবাদী করা যায়, তিনি মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত নই বলিয়া আপত্তি করিতে, অথবা উক্ত প্রকারের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া যদ্রূপ উত্তর দেওয়া উচিত তদ্রূপ উত্তর দিতে পারিবেন ইতি।

এক পক্ষ স্ত্রী হইলে তাহার বিবাহ হেতুক মোকদ্দমা রহিত না হওয়ার কথা।

৩৬৯ ধারা।—বাদিনীর কি প্রতিবাদিনীর বিবাহ প্রযুক্ত মোকদ্দমা রহিত হইবে না বিবাহ হইলেও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত চালান যাইতে পারিবে। ও প্রতিবাদিনীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে স্বামীভিন্ন কেবল তাঁহারই বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে। যে মোকদ্দমায় স্বামী আইনমতে স্ত্রীর ঋণের দায়ী হন এমত মোকদ্দমা হইলে, আদালতের অনুমতি লইয়া ঐ ডিক্রী স্বামির বিপক্ষেও জারী করা যাইতে পারিবে। স্ত্রীর সপক্ষে ডিক্রী হইলে, ও যে বিষয়ের ডিক্রী হয় আইনমতে স্বামির সেই বিষয় পাইবার অধিকার থাকিলে, আদালতের অনুমতি লইয়া স্বামির প্রার্থনামতে ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে ইতি।

বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋন শোধ করিতে অক্ষম হইলে মোকদ্দমা করিবার বাধা হওয়ার কথা।

৩৭০ ধারা।—কোন মোকদ্দমার বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলেও, তাঁহার আসৈনী কিম্বা ৩৫১ ধারামতে নিযুক্ত গ্রাহক যদি মহাজনদের হিতার্থে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারেন, তবে সেই মোকদ্দমা চালাইতে ও আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে মোকদ্দমার খরচার জামিন দিতে অসম্মত না হইলে, ঐ মোকদ্দমা চলিবার বাধা নাই।

আসৈনি মোকদ্দমা চালাইতে কি জামিন দিতে ত্রুটি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আসৈনী কি গ্রাহক ঐ মোকদ্দমা চালাইতে ও আজ্ঞার নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ জামিন দিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, বাদির দেউলিয়া কি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হওয়াপ্রযুক্ত প্রতিবাদী মোকদ্দমা ডিসমিস হওয়ার প্রার্থনা করিতে

পারিবেন। এবং আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারিবেন ও মোকদ্দমার উত্তর দেওয়াতে প্রতিবাদির যত খরচ লাগিল তাঁহার সেই খরচ পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। বাদির সম্পত্তির বিপরীত ঋণস্বরূপ ঐ খরচের প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

মোকদ্দমা রহিত হইলে উভয় পক্ষের স্বত্বপক্ষে যে ফল হয় তাহার কথা।

৩৭১ ধারা। এই অধ্যায়মতে মোকদ্দমা রহিত হইলে কি ডিসমিস করা গেলে, নালিশের সেই হেতুমূলক নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

কিন্তু যে ব্যক্তি দেউলিয়া কি ঋণ শোধ করণাক্ষম মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া দাওয়া রাখেন, তিনি মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও বিশিষ্ট কোন কারণে তাঁহার মোকদ্দমা চালাইতে বাধা হইয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস হওয়ার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবেন ইতি।

মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে সম্পত্তি নিরূপণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭২ ধারা।—অন্য কোন স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে কোন স্বার্থ নিরূপণ কি সৃষ্ট কি উত্তরাধিকারির হস্তগত করা গেলে, সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে কিম্বা তাঁহাদের নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর, ও আপত্তি থাকিলে তাঁহাদের আপত্তি শুনিলে পর, আদালত অনুমতি দিলে, ঐ স্বার্থ যাঁহার হস্ত হইতে হস্তান্তর করা যায়, মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকেও লইয়া কিম্বা তাঁহার পরিবর্ত্তে ঐ স্বার্থপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা তাঁহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালান যাইতে পারিবে ইতি।

---

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

বাদির প্রতি নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭৩ ধারা।—(ক) দাঁড়ামত কোন কার্য্যের দোষ হেতুক, মোকদ্দমা অবশ্যই হারা যাইবে, কিম্বা (খ)বাদিকে সেই মোকদ্দমা হইতে অবসর হইবার কিম্বা দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়া বিবাদীয় বিষয়ের কিম্বা আপনার সেই ত্যক্ত অংশের নিমিত্ত নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দেওয়ার প্রচুর কারণ আছে, আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পর কোন সময়ে বাদির প্রার্থনাক্রমে ইহা

স্ববোধমতে জানিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ অনুমতি দিতে পারিবেন। বাদী সেই অনুমতি না পাইয়াও মোকদ্দমা হইতে অবসর হইলে কিম্বা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে, আদালত যে খরচার আজ্ঞা করেন তিনি সেই খরচার দায়ী হইবেন, ও সেই বিষয়ের নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না। অনেক জন বাদী থাকিলে, আদালত অন্যদের সম্মতিবিনা এক ব্যক্তিকে মোকদ্দমাহইতে অবসর হইবার অনুমতি দিতে যে সক্ষম হন, এই ধারার কোন কথার এমত ভাব জানিতে হইবে না ইতি।

প্রথম মোকদ্দমা হেতুক মিয়াদের আইনের ব্যাঘাত না হইবার কথা।

৩৭৪ ধারা।—ইহার পূর্ব্ব ধারামতে অনুমতি পাইয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, বাদী পূর্ব্ব মোকদ্দমা উপস্থিত না হওয়ার ন্যায় মিয়াদের আইনদ্বারা বদ্ধ থাকিবেন ইতি।

আপোসে মোকদ্দমা মিটাইয়া দিবার কথা।

৩৭৫।—আইনমত একরার কি রাজীনামা করিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা প্রতিবাদী মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে বাদীর তৃপ্তি জন্মাইলে, সেই একরার কি রাজীনামা কি তৃপ্তিজনক কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও ঐ মোকদ্দমার সঙ্গে যত দূর সম্পর্ক থাকে আদালত তত দূর তদনুসারে ডিক্রী করিবেন, ও সেই ডিক্রী চূড়ান্ত হইবে ইতি।

---

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আদালতে টাকা দেওনবিষয়ক বিধি।

দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া প্রতিবাদির টাকা আমানৎ করিবার কথা।

৩৭৬ ধারা।—ঋণ কি হানিপূরণ আদায় করিবার কোন মোকদ্দমায়, প্রতিবাদী দাওয়ার সম্পূর্ণ পরিশোধ বলিয়া যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে আদালতে তত টাকা আমানৎ করিতে পারিবেন ইতি।

আমানৎ করিবার নোটিসের কথা।

৩৭৭ ধারা।—প্রতিবাদী বাদীকে ঐ টাকা আমানৎ হওয়ার নোটিস দিবেন। ও আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, বাদীর প্রার্থনামতে তাঁহাকে আমানতী টাকা দেওয়া যাইবে ইতি।

নোটিস পাইলে পর সেই আমানতী টাকার উপর বাদীর সুদ না পাইবার কথা।

৩৭৮ ধারা।—প্রতিবাদী যত টাকা আমানৎ করেন তাহা সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ হইলে কিম্বা ন্যূন পড়িলেও, ঐ নোটিস পাইবার তারিখ অবধি বাদীর সেই টাকার উপর সুদ পাইবার অনুমতি হইবে না ইতি।

বাদী আপন দাওয়ার একাংশের শোধে ঐ আমানৎ গ্রাহ্য করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা।—বাদী আপন দাওয়ার অংশমাত্রের পরিশোধে ঐ আমানতের টাকা গ্রাহ্য করিলে, বাকী টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন। এবং প্রতিবাদী যে টাকা আমানৎ করিলেন আদালত সেই টাকা বাদীর সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া নিষ্পত্তি করিলে ঐ টাকা আমানৎ হওয়ার পর মোকর্দ্দমার যত খরচা হয়, এবং আমানৎ হওয়ার পূর্ব্বেও বাদীর দাওয়ার আধিক্য প্রযুক্ত যত খরচ হইল, তাহাও বাদীর দিতে হইবে।

সেই আমানতের টাকা সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া গ্রাহ্য করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা.

বাদী আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে সেই টাকা গ্রাহ্য করিলে আদালতে সেই মর্ম্মের বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন, ও সেই বর্ণনাপত্র গাথিয়া দেওয়া যাইবে ও আদালত তদনুসারে বিচার জানাইবেন। ও যাঁহার যত টাকা খরচা দিতে হইবে ইহার আজ্ঞা করিতে গেলে, ঐ বিবাদ উপস্থিত করণে কোন পক্ষের দোষ অধিক আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ আজ্ঞা করিবেন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের ১০০ টাকা ধারেন। বলরাম তাঁহার স্থানে সেই টাকা না চাহিয়া, ও চাহিলে যে বিলম্ব হইতে পারে তদ্দ্বারা তাঁহার হানি যে হইবে এমত বোধ করিবার কোন কারণ না জানিয়া, আনন্দের নামে সেই টাকা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আবেদনপত্র দেওয়া গেলেই আনন্দ আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করিলেন। বলরাম আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ টাকা গ্রাহ্য করেন। কিন্তু তাঁহার খরচা পাইবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য নয়, যে হেতুক তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন কারণ ছিল না, ইহার অনুমান হইতে পারে। (খ)। (ক) উদাহরণের উল্লিখিত ভাবগতিকে বলরাম আনন্দের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ও আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, আনন্দ প্রথমে সেই দাওয়ার প্রতিবাদ করিয়া, পরে আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করেন। বলরামও আপন সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ টাকা লন। এই স্থলে বলরামের

মোকদ্দমার খরচাও পাইবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য যেহেতুক আনন্দের আচরণ দ্বারা সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করা আবশ্যক বলিয়া দেখা গেল। (গ) আনন্দ বলরামের ১০০ টাকা ধারেন ও মোকদ্দমা বিনা তাঁহাকে সেই টাকা দিতে সম্মত হন। বলরাম ১৫০ টাকার দাওয়া করিয়া তজ্জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, আনন্দ আদালতে ১০০ টাকা গচ্ছিত করিয়া বাকী ৫০ টাকার দায়ী নই বলিয়া প্রতিবাদ করেন। পরে বলরাম সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ ১০০ টাকা গ্রহণ করিলে, তাঁহার প্রতি আনন্দের খরচাও দিবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য।

---

২৪ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

মোকর্দ্দমা চলনের কোন সময়ে বাদীর স্থানে খরচার জামীন যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৮০ ধারা।—এক জন বাদী হইলে তিনি, কিম্বা একাধিক জন বাদী থাকিলে তাঁহারা সকলে, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করেন, ও মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লিপ্ত আছে তদ্ভিন্ন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ বাদীর, কি বাদীদের কোন ব্যক্তির, প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি নাই, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের কিম্বা পশ্চাৎ মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে আদালত ইহা জানিতে পাইলে, আপন প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন প্রতিবাদীর যত টাকা খরচা হইয়াছে ও আর যত হইবার সম্ভাবনা, বাদী কি বাদীরা ঐ আজ্ঞাপত্রের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তত টাকা খরচা শোধের জামিন দেন ইতি।

সেই আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৮১ ধারা।—ঐ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই জামিন না দেওয়া গেলে, এবং ৩৭৩ ধারার বিধানমতে ঐ বাদী কি বাদীরা মোকদ্দমা হইতে অবসর হইবার অনুমতি না পাইলে, আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন ইতি।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করার অর্থের কথা।

৩৮২ ধারা।—কোন ব্যক্তি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষহইতে যে ভাবগতিকে চলিয়া যান তদ্বিবেচনায় খরচা দিবার আজ্ঞা হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারিবে না সঙ্গতমতে এমত অনুভব থাকিলে, ৩৮০ ধারার মর্ম্মানুসারে তাঁহাকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানবাসী বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

ক।—সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

যে স্থলে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৩৮৩ ধারা।—কোন আদালতের এলাকার সীমার মধ্যবাসী যে ব্যক্তিরা এই আইনমতে আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত হন, কিম্বা পীড়া কি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আদালতে যাইতে না পারেন, আদালত কোন মোকদ্দমায় প্রশ্নক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে তাঁহাদের সাক্ষ্য লইরার ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন ইতি।

কোন পক্ষের প্রার্থনামতে কিম্বা আদালতের নিজ বিবেচনা মতে ক্ষমতাপত্র দিবার আজ্ঞার কথা।

৩৮৪ ধারা।—আদালত আপনার প্রবৃত্তিমতে, কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের কিম্বা যে ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে হইবে তাঁহার আফিডেবিটক্রমে প্রতিপোষিত প্রার্থনামতে, ঐ আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৮৫ ধারা।—যে আদালত হইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হয় সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যবাসি কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার জন্যে দেওয়া গেলে, আদালত ঐ ক্ষমতাপত্র অনুযায়ি কার্য্য করণার্থে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহার নামে ঐ পত্র দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

সাক্ষী আদালতের এলাকার বহির্ভূত কিন্তু ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত স্থানে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৮৬ ধারা।—কোন আদালত কোন মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন,—(ক) ঐ আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানবাসি কোন ব্যক্তির (খ) আদালতে যে তারিখে সাক্ষ্য দিবার আদেশ থাকে, সেই তারিখের পূর্ব্বে যে ব্যক্তিরা উক্ত সীমার বাহিরে যাইতে উদ্যত হন তাঁহাদের, ও (গ) বিচারপতির বিবেচনামতে গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানী ও সৈনিক যে কার্য্যকারকেরা রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মাইয়া আদালতে উপস্থিত হইতে না পারেন তাঁহাদের। উক্ত ব্যক্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করেন ও যে আদালতের দ্বারা সুবিধামতে ঐ ক্ষমতাপত্রানুসারে কার্য্য করা যাইতে পারে, ঐ পত্র হাই কোর্ট ছাড়া সচরাচর এমত কোন আদালতে দেওয় যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণপক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ ক্ষমতাধীন স্থানে সাক্ষী বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

কিন্তু যে আদালত হইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হয়, উক্ত ব্যক্তি সেই আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত, ও কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই কি রাঙ্গুণ নগরের মধ্যে বাস করিলে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করেন, ঐ ক্ষমতাপত্র সেই আদালতের নামে দেওয়া যাইবে। পরন্তু যে আদালত হইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হয়, সেই আদালত গতিক বিশেষে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করিলে, ঐ ক্ষমতাপত্র সেই ব্যক্তির নামে দেওয়া যাইতে পারিবে। আদালত এই ধারামতে কোন ক্ষমতাপত্র দিলে, আপনার নিকট কিম্বা অধীন কোন আদালতের নিকট ঐ ক্ষমতাপত্র ফিরিয়া আনিতে হইবে, এই বিষয়ের আজ্ঞা করিবেন ইতি।

সাক্ষী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকিলে তাহার কথা।

৩৮৭ ধারা।—যে ব্যক্তি ব্রিটনীয় ভারবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে বাস না করেন কোন আদালতের নিকট এমত ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিবার প্রার্থনা হইলে, সেই আদালত ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক বলিয়া হৃদ্বোধমতে জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন ইতি।

ক্ষমতপত্রানুসারে সাক্ষিদের সাক্ষ্য আদালতের লইতে হইবার কথা।

৩৮৮ ধারা।—কোন আদালত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত ক্ষমতাপত্র পাইলে, তদনুসারে তাঁহার সাক্ষ্য লইবেন ইতি।

ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করা গেলে পর যে আদালতহইতে বাহির হইল তথায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৩৮৯ ধারা।—ক্ষমতাপত্রানুসারে নিয়মমতে কার্য্য করা গেলে পর, যে আদালতহইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হইয়াছিল, সেই আদালতে সাক্ষিদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠান যাইবে। কিন্তু ক্ষমতাপত্র দেওনের আজ্ঞাপত্রে অন্য প্রকারের আদেশ থাকিলে ঐ আজ্ঞার মর্ম্মানুসারে ঐ ক্ষমতাপত্র ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে। এবং সেই ক্ষমতাপত্র ও তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ও তদনুসারে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সকলেই (পশ্চাৎ লিখিত ধারার বিধান প্রবল মানিয়া) মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে ইতি।

ঐ সাক্ষ্য যে স্থলে প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৯০ ধারা।—ক্ষমতাপত্রমতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, তাহা যে পক্ষের প্রতিকূলে দেওয়া গেল তাঁহার অনুমতি বিনা মোকদ্দমায় প্রমাণ বলিয়া পাঠ করা যাইবে না। (ক) কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ সাক্ষ্য দিলেন তিনি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে

থাকিলে, কিম্বা মৃত হইলে, কিম্বা পীড়িত কি দুর্ব্বল হওয়াপ্রযুক্ত স্বয়ং সাক্ষ্য দিবার জন্যে উপস্থিত হইতে না পারিলে, কিম্বা আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকিলে, অথবা (খ) আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ইহার পূর্ব্বপ্রকরণের উল্লিখিত কোন ভাবগতিকের প্রমাণ লওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপে পাঠ করিবার অনুমতি দিলে, পাঠ করিবার সময়ে ক্ষমতাপত্রদ্বারা সেই সাক্ষ্য লওয়ার কারণ না থাকার প্রমাণ হইলেও, তাহা পাঠ করা যাইবে ইতি।

ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করণের ও তাহা ফিরিয়া দিবার বিধান ভিন্নদেশীয় আদালতের ক্ষমতাপত্রের প্রতিও খাটিবার কথা।

৩৯১ ধারা।—ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করণ ও তাহার ফিরিয়া দেওন বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত সকল বিধান এইং আদালতের প্রচারিত ক্ষমতাপত্রের প্রতি খাটিবে,—(ক) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত স্থানে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত আদালতের। কিম্বা, (খ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ ভিন্ন ব্রিটনীয় সাম্রাজ্যের কোন অংশে স্থাপিত আদালতের। কিম্বা, (গ) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সঙ্গে যৎকালে যে ভিন্নদেশ সন্ধিবদ্ধ থাকে সেই দেশের কোন আদালতের ইতি।

খ—স্থানীয় অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

স্থানবিশেষে অনুসন্ধান লওনার্থ ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯২ ধারা।—কোন মোকদ্দমা কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে আদালত কোন বিবাদীয় বিষয় স্পষ্ট বুঝিবার জন্যে, কিম্বা কোন সম্পত্তির বাজার দর, কিম্বা ওয়াসিলাৎ কি হানি পূরণ কিম্বা বৎসরের নিট লভ্য যত টাকা ধরিতে হইবে, ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লওয়ার নিমিত্ত স্থান বিশেষে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক কি উচিত জ্ঞান করিলে, ও বিচারপতি সুবিধামতে স্বয়ং ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য চালাইতে না পারিলে, আদালত যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাকে ক্ষমতাপত্র দিয়া ঐ অনুসন্ধান লইয়া আদালতে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ ক্ষমতাপত্র যে ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎপক্ষে কোন বিধি করিয়া থাকিলে, আদালত সেই বিধিতে বদ্ধ থাকিবেন ইতি।

আমীনের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৯৩ ধারা।—ঐ আমীন স্থানবিশেষে যত দূর নিরীক্ষণ করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিয়া, আপনি যে সাক্ষ্য লইয়াছেন তাহা লিখিয়া, ঐ সাক্ষ্য ও আপনার রিপোর্ট লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া আদালতে পাঠাইবেন।

মোকদ্দমায় ঐ রিপোর্ট ও সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ হওয়ার কথা।

আমীনের রিপোর্ট ও তাঁহার গৃহীত সাক্ষ্য মোকদ্দমার প্রমাণের মধ্যে ধরিয়া কাগজপত্রের একাংশ হইবে (কিন্তু রিপোর্ট বিনা ঐ সাক্ষ্যমাত্র তদ্রূপে গ্রাহ্য হইবে না।)

আমিনের সাক্ষ্য লওয়ার কথা।

আমীনের বিবেচনার্থে যেং বিষয় অর্পণ করা যায়, কিম্বা তাঁহার রিপোর্টের মধ্যে যেং কথা লেখা থাকে, কিম্বা তিনি ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য যে প্রকারে চালাইলেন এইং বিষয়ে আদালত, কিম্বা আদালতের অনুমতি লইয়া মোকদ্দমার কোন পক্ষ মুক্তদ্বার আদালতে নিজ সেই আমীনের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ইতি।

গ।—হিসাব দেখিয়া লইবার ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

হিসাব দেখিবার বা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯৪ ধারা।—কোন মোকদ্দমায় হিসাব দেখিয়া লওয়ার কি নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন হইলে, আদালত যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বলিয়া বোধ করেন তাঁহাকে ঐ হিসাব দেখিয়া লইবার কি নিষ্পত্তি করিবার আজ্ঞাসূচক ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন ইতি।

আমীনকে আদালতের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার কথা।

৩৯৫ ধারা।—রুবকারির যে অংশ ও বিস্তারিত যে উপদেশ আমীনকে দেওয়া প্রয়োজন বোধ হয় আদালত তাহা দিবেন, এবং আমীন সেই অনুসন্ধান লওন সম্পর্কে যে রুবকারী করেন কেবল তাহাই পাঠাইবেন, না তাঁহার অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে যে বিষয় অর্পিত হইল সেই বিষয়ে আপনার অভিমতেরও রিপোর্ট করিবেন, ঐ উপদেশপত্রে এই কথা স্পষ্ট লেখা থাকিবে।

আমীনের রুবকারী প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবার কথা।

আরো অনুসন্ধান লওয়ার ক্ষমতার কথা।

আমীনের রুবকারী মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তাহাতে আদালতের সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণ থাকিলে, আর যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক তাহা লইবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

ঘ।—বণ্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

যে স্থাবর সম্পত্তি রাজস্বদায়ী নয় তাহা বণ্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯৬ ধারা।—যে স্থাবর সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী নয়, কোন মোকদ্দমায় তাহা বণ্টন করা আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক হইলে, ঐ সম্পত্তিতে যেং ব্যক্তির স্বার্থ আছে ও যাঁহার যে স্বত্ব থাকে আদালত ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া

লইয়া, যেং ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাদের নামে সেইং স্বত্বানুসারে সম্পত্তি বণ্টন করণের ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন। আমীনেরা ঐ সম্পত্তি নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরীক্ষণ করিবেন, ও যে আজ্ঞাপত্রক্রমে ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায় তন্মধ্যে যত ভাগ করিবার আদেশ থাকে তত ভাগ করিয়া ঐ ব্যক্তিদের প্রতি আপনং ভাগ নিরূপণ করিয়া দিবেন, এবং ঐ আজ্ঞা ক্রমে অনুমতি পাইয়া থাকিলে ঐং ভাগের মূল্য সমান করিবার জন্যে যাঁহার যত টাকা দিতে হইবে তাহারও মীমাংসা করিবেন। পরে আমীনেরা রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কিম্বা একবাক্য হইতে না পারিলে, স্বতন্ত্রং রিপোর্ট লিখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ নিরূপণ করিবেন, ও উক্ত আজ্ঞাপত্রে আদেশ থাকিলে, একং ভাগের পরিমাণ ও চতুঃসীমা নির্ণয় করিবেন। ঐ বা ঐং রিপোর্ট ক্ষমতাপত্রের সহিত সংযোগ করিয়া আদালতে পাঠান যাইবে। পরে কোন পক্ষ উক্ত এক বা কএক রিপোর্টের বিষয়ে যে আপত্তি করেন, আদালত তাহা শুনিয়া, হয় সেই কার্য্য ব্যর্থ করিয়া নূতন ক্ষমতাপত্র দিবেন, কিম্বা আমীনেরা একবাক্য হইয়া রিপোর্ট লিখিলে, তদনুসারে ডিক্রী করিবেন ইতি।

ঙ।—সাধারণ বিধান।

আমীনের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা।

৩৯৭ ধারা।— যে পক্ষের অনুরোধে কিম্বা যাঁহার হিতার্থে উক্ত ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায়, আদালত তৎসম্পর্কীয় খরচা ধরিলে, যত টাকা সঙ্গত বোধ করেন, এই অধ্যায়মতে ক্ষমতাপত্র দেওনের পূর্ব্বে ঐ পক্ষের তত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

উভয় পক্ষের ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইতে ও কাগজপত্র আনাইতে আমীনদের ক্ষমতার কথা।

৩৯৮ ধারা।—নিযুক্ত করণের আজ্ঞাপত্রক্রমে অন্যরূপ আদেশ না থাকিলে, এই অধ্যায়মতে নিযুক্ত কোন আমীন (ক) উভয় পক্ষের সাক্ষ্য, ও তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি যে সাক্ষিকে উপস্থিত করেন তাঁহার সাক্ষ্য, এবং আমীন আপনার প্রতি অর্পিত বিষয়ে অন্য যাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে আদেশ করা উচিত বোধ করেন তাঁহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, (খ) দলীল, এবং অনুসন্ধান লওনীয় বিষয়সংক্রান্ত অন্য কোন দ্রব্য আনাইয়া দেখিতে পারিবেন, ও (গ) সঙ্গত কোন সময়ে ঐ আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত কোন ভূমিতে কি বাটীতে যাইতে বা প্রবেশ করিতে পারিবেন ইতি।

আমীনের সম্মুখে সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও দণ্ডের কথা।

৩৯৯ ধারা।—এই আইনের মধ্যে সাক্ষিদের নামে সমন দেওনের ও তাঁহাদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও পারিশ্রমিক পাইবার এবং তাঁহাদের উপর যে দণ্ড ধার্য্য হইতে পারে তদ্বিষয়ের যেং বিধান আছে, এই অধ্যায়মতে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল আনিয়া দেখাইবার আদিষ্ট ব্যক্তিদেরও প্রতি সেইং বিধান খাটিবে, ও যে ক্ষমতাপত্রানুসারে তাঁহাদের প্রতি সেইং কার্য্য করিতে আদেশ হয় তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার অন্তর্গত বা বহির্ভূত স্থানে স্থাপিত আদালতহইতে বাহির হইলেও, ঐ বিধান খাটিবে ইতি।

উভয় পক্ষ উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪০০ ধারা।—এই অধ্যায়মতে ক্ষমতাপত্র দেওয়া গেলে, আদালত মোকদ্দমার উভয় পক্ষের প্রতি নিজে কিম্বা আপনং মোক্তারের কি উকিলের দ্বারা আমীনের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন। উভয় পক্ষ তদ্রূপে উপস্থিত না হইলে, আমীন এক পক্ষের উপস্থিত হওনমতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন ইতি।

তৃতীয় ভাগ।

বিশেষং স্থলের মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

---

২৬ ষড়বিংশ অধ্যায়।

পাপরদের মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

৪০১ ধারা।—পাপর নিম্নলিখিত বিধি মানিয়া কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—আইনমতে মোকদ্দমার আবেদনপত্রের যে ফী নির্দ্ধারিত আছে কোন ব্যক্তির সেই ফী দিবার উপযুক্ত সঙ্গতি না থাকিলে, কিম্বা তদ্রূপ ফী ধার্য্য না হইলে যিনি গাত্রের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ভিন্ন এক শত টাকা মূল্যের সম্পত্তির স্বত্ববান্ নহেন, তিনিই “পাপর” ইতি।

যেং প্রকারের মোকদ্দমা বর্জিত হইবে তাহার কথা।

৪০২ ধারা।—জাতিভ্রষ্ট হওন কি অপবাদ কি অখ্যাতি কি গ্লানি কি আক্রমন করণ দ্বারা যে হানি হয়, পাপর সেই হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না ইতি।

প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবার কথা।

৪০৩ ধারা।—পাপরের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

৫০ ধারামতে মোকদ্দমার আবেদনপত্রে যে২ বৃত্তান্ত লিখিত হইবে ঐ প্রার্থনাপত্রে সেই২ বৃত্তান্ত থাকিবে। প্রার্থকের স্থাবর কি অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি থাকে ও তাহার অনুমান যত মূল্য হয় ইহার তফসীল ঐ প্রার্থনাপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। এবং আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যাকরণের কথা লিখিবার যে নিয়ম পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ প্রার্থনাপত্রেও সেইরূপে স্বাক্ষর করা ও সত্যাকরণের কথা লেখা যাইবে ইতি।

প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার কথা।

৪০৪ ধারা।—৩৬ ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও প্রার্থক আপনি আদালতে গিয়া প্রার্থনাপত্র দিবেন। কিন্তু ৬৪০ বা ৬৪১ ধারামতে আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত থাকিলে, নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে মোক্তার ঐ প্রার্থনাসম্পর্কীয় সকল ভারি২ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এবং তিনি যে পক্ষের প্রতিনিধি হন সেই পক্ষ নিজেই উপস্থিত হইলে তাঁহার সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইতে পারিত সেইরূপে যাঁহার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে, এমত মোক্তারের দ্বারা ঐ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণের কথা।

৪০৫ ধারা।—প্রার্থনাপত্র ৪০৩ ও ৪০৪ ধারার নির্দ্ধারিতমতে লেখা না গেলে কি উপস্থিত করা না গেলে আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিবেন ইতি।

প্রার্থকের পরীক্ষা লওয়ার কথা।

৪০৬ ধারা।—প্রার্থনাপত্র দাঁড়ামতে লেখা গেলে ও নিয়মমতে উপস্থিত করা গেলে, বিচারপতি প্রার্থকের দাওয়ার দোষগুণের ও সম্পত্তির বিষয়ে প্রার্থকের, কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইলে মোক্তারের পরীক্ষা লইবেন।

মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

প্রার্থনাপত্র মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে, এই আইনের বিধানমতে অনুপস্থিত সাক্ষির পরীক্ষা যেরূপে লওয়া যাইতে পারে, আদালত বিহিত বোধ করিলে সেইরূপে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের কথা।

৪০৭ ধারা।—তদ্রূপ পরীক্ষা লইয়া, (ক) প্রার্থক পাপর নহেন, কিম্বা (খ) তিনি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করণের পূর্ব্ব দুই মাসের মধ্যে প্রতারণাক্রমে কিম্বা এই অধ্যায়মতে উপকার পাইবার আশায় কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন, কিম্বা (গ) তাঁহার কথার দ্বারা ঐ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব দেখা যায় না, (ঘ) প্রস্তাবিত মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে অন্য ব্যক্তি যাহাতে স্বার্থ প্রাপ্ত হইলেন, বাদী সেই বিষয় সম্পর্কীয় এমত কোন নিয়ম করিয়াছেন, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন ইতি।

প্রার্থকের দীনতার প্রমাণ লওনের দিনের নোটীসের কথা।

৪০৮ ধারা।—আদালত উক্ত পরীক্ষা লইয়া ৪০৭ধারার লিখিত কোন হেতুতে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ না দেখিলে, প্রার্থক আপনার দৈন্য দশার যে প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন তাহা লইবার ও তাঁহার দৈন্যদশার অপ্রমাণ করিতে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত, আদালত দিন নিরূপণ করিয়া ন্যূনকল্পে দশ দিন থাকিতে বিপক্ষ পক্ষকে ও গবর্ণমেণ্টের উকীলকে ঐ দিনের নোটিস দিবেন ইতি।

শুনিবার সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪০৯ ধারা।—সেই নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহার পর সুবিধামতে ত্বরায় কোন পক্ষ সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করিলে, আদালত তাঁহাদের পরীক্ষা, ও প্রার্থকের ও তাঁহার মোক্তারের কূটপরীক্ষা লইয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যের মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া লইবেন। আরো ৪০৭ ধারার বাধাজনক যে২ কথা নির্দ্দিষ্ট হইল, প্রার্থনাপত্রের অভিমুখে ও আদালত এই ধারামতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে সেই সাক্ষ্য দ্বারাই তন্মধ্য কোন কথা প্রার্থকের প্রতি বর্ত্তে কি না, এই বিষয়ে উভয় পক্ষ যে তর্কবিতর্ক করিতে চাহেন আদালত তাহ শুনিবেন। পরে প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি দিবেন বা নাই দিবেন ইতি।

প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১০ ধারা।—প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে, তাহাতে নম্বর দেওয়া যাইবে ও তাহা রেজিষ্টরী করা যাইবে, ও মোকদ্দমার আবেদনপত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে, এবং অন্য সকল বিষয়ে ৫ পঞ্চম অধ্যায়মতে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় তাহার কার্য্য চলিবে। কেবল বিশেষ এই যে, পরওয়ান জারী করিবার ফী ছাড়া কোন দরখাস্ত কি উকীল নিযুক্ত করণ কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য কার্য্য বিষয়ে, বাদীর আদালতে কোন ফী লাগিবে না ইতি।

পাপর জিতিলে খরচার কথা।

৪১১ ধারা।—ঐ মোকদ্দমায় বাদী জিতিলে, পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না হইলে আদালতে তাঁহার যত রসুম দিতে হইত, আদালত ইহার হিসাব করিবেন, ও সেই টাকা মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ের উপর প্রথম দায় হইবে।

আদালতের ফী আদায় করিবার কথা।

ও ডিক্রীক্রমে যে পক্ষের সেই ফী দিতে আজ্ঞা হয়, এই আইন অনুসারে মোকদ্দমার খরচা যেরূপে আদায় হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট সেইরূপে ঐ পক্ষের স্থানে ঐ ফী আদায় করিতে পারিবেন ইতি।

পাপর না জিতিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১২ ধারা।—বাদী যদি ঐ মোকদ্দমায় না জিতেন কিম্বা পাপরস্বরূপ তাঁহার মোকর্দ্দমা করিবার অনুমতি যদি রহিত করা যায়, তবে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না হইলে আদালতের যে রসুম তাঁহার দিতে হইত, আদালত তাঁহাকে কিম্বা ৩২ ধারামতে যাঁহাকে মোকদ্দমার সহবাদী করা যায় তাঁহাকে সেই রসুম দিবার আজ্ঞা করিবেন। ও আদালত সেই মোকদ্দমা তুচ্ছ বা ক্লেশজনকমাত্র জ্ঞান করিলে, বাদীর একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা একমাসের অনধিক কারাদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড করিতে পারিবেন ইতি।

প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতিনা দেওয়াই পশ্চাৎ তাহার সেইরূপ প্রার্থনা করিবার বাধা হওয়ার কথা।

৪১৩ ধারা। প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না দেওয়া গেলে, তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সেই স্বত্ব সম্পর্কে আর সেই প্রকারের প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। কিন্তু পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্রের প্রতিবাদ করণে গবর্ণমেণ্টের কোন খরচা লাগিলে, প্রার্থক প্রথমে সেই খরচা দিয়া, সেই স্বত্বসম্পর্কে রীতিমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ইতি।

পাপরস্বরূপে মোকর্দ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করণের কথা।

৪১৪ ধারা।—প্রতিবাদী কিম্বা গবর্ণমেণ্টের উকীল এক সপ্তাহ থাকিতে বাদীর নামে নোটীস লিখিয়া দিয়া আদালতে অনুরোধ করিলে, আদালত নিম্নলিখিত স্থলে ঐ বাদীর পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ (ক) মোকদ্দমার চলন সময়ে বাদী বৈরক্তিজনক কি অনুচিত আচরণ করিলে, কিম্বা (খ) তাঁহার যে সঙ্গতি আছে তদ্বিবেচনায় তাঁহার পাপরস্বরূপে মোকর্দ্দমা চালান আর উচিত না হইলে, কিম্বা, (গ) মোকর্দ্দমার

বিবাদীয় বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তি যাহাতে স্বার্থপ্রাপ্ত হইলেন, বাদী সেই বিষয় সম্পর্কীয় এমত কোন নিয়ম করিয়া থাকিলে ইতি।

খরচার কথা।

৪১৫ ধারা।—পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের অনুমতি প্রার্থনা করিবার ও দৈন্যদশার অনুসন্ধান লইবার খরচ মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরা যাইবে ইতি।

---

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কি তাঁহার নামে মোকর্দ্দমা বিষয়ক কথা।

৪১৬ ধারা।—গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের নামে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কিম্বা বিষয়বিশেষে তাঁহারই নামে উপস্থিত করা যাইবে ইতি।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ম্ম করিতে সক্ষম তাঁহাদের কথা।

৪১৭ ধারা।—যে ব্যক্তিরা স্ব২ পদোপলক্ষে কিম্বা প্রকারান্তরে আদালতের কোন কার্য্যসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাদিগকে এই আইনমতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত হইবার ও কার্য্য করিবার ও প্রার্থনাপত্র দিবার স্বীকৃত কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের কথা।

৪১৮ ধারা।—ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আবেদনপত্রে বাদির নাম ও বর্ণনা ও নিবাস না লিখিয়া, "ভারতবর্ষের পক্ষ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত সেক্রেটরী সাহেব" এইমাত্র লিখিলে চলিতে পারিবে ইতি।

গবর্ণমেণ্টের সপক্ষ কর্ম্মকারকের পরওনা গ্রাহ্য করিবার কথা।

৪১৯ ধারা।—কোন আদালত হইতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামে পরওয়ানা বাহির হইলে, সেই আদালতের গবর্ণমেণ্টের উকীল ঐ পরওয়ানা লইবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ কর্ম্মকারক হইবেন ইতি।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের উপস্থিত হওনের
ও উত্তর দেওনের কথা।

৪২০ ধারা।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব যে দিনে আবেদনপত্রের উত্তর দিবেন, আদালত সেই দিন নিরূপণ করিতে গেলে, উপযুক্ত প্রণালীমতে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রয়োজনীয় লিখন পঠন করণের, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের উকীলের প্রতি উপদেশ দেওনের উপযুক্ত সময় ধরিয়া ঐ দিন নিরূপণ করিবেন, এবং আপনার বিবেচনামতে সেই সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন ইতি।

গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ মোকদ্দামা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার
সক্ষম ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়ার কথা।

৪২১ ধারা।—আর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্বপক্ষে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় ভারি২ প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের উকীলের সঙ্গে না থাকিলে, আদালত তদ্রূপ ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

রাজকীয় কর্ম্মকারকদের নামে সমন জারী করিবার কথা।

৪২২ ধারা।—প্রতিবাদী রাজকীয় কার্য্যকারক হইলে, তিনি যে আফিসে কর্ম্ম করেন, সেই আফিসের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে সমন পাঠাইলে তাহা সুবিধামতে জারী হইতে পারিবে আদালতের এমত জ্ঞান থাকিলে, আদালত প্রতিবাদিকে দিবার জন্যে ঐ প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমনের নকল পাঠাইবেন ইতি।

কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন
এই নিমিত্ত সময় বাড়াইয়া দিবার কথা।

৪২৩ ধারা।—ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক সমন পাইলে পর, আবেদনপত্রের উত্তর দেওনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করিলে, উপযুক্ত প্রণালীমতে জিজ্ঞাসা করিবার ও তাবিষয়ের আজ্ঞা পাইবার জন্যে যত দিন আবশ্যক, সমনের নির্দ্ধারিত সময় তত দিন বাড়াইয়া দিতে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে, আদালত যত দিন আবশ্যক বোধ করেন তত দিন ঐ সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন ইতি।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা রাজকীয়
কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে
নোটিস দেওয়ার কথা।

৪২৪ ধারা।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামে

মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে দুই মাস থাকিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটরী সাহেবকে কিম্বা জিলার কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তাঁহার আফিসে ঐ নালিশের হেতুর ও প্রস্তাবিত বাদির নামের ও বাসস্থানের নোটিস, এবং রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার আফিসে সেই মর্ম্মের নোটিস দিতে বা রাখিয়া আসিতে হইবে। নতুনা মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না। ও ঐ নোটিস যে দেওয়া বা রাখিয়া আসা গিয়াছে আবেদনপত্রে এই কথা থাকিবে ইতি।

তদ্রূপ মোকদ্দমায় ধৃত করিবার কথা।

৪২৫ ধারা।—তদ্রূপ মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব অনুমতি লিখিয়া না দিলে, ধৃত করিবার কোন পরওয়ানা বাহির হইবে না ইতি।

গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিতে স্বীকার করিলে প্রার্থনার কথা।

৪২৬ ধারা।—গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে উপস্থিত মোকদ্দমার উত্তর দিতে স্থির করিলে, গবর্ণমেণ্টের উকীল উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্রের উত্তর দিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে আদালতে প্রার্থনা করিবেন। তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে আদালত রেজিষ্টরের মধ্যে তাঁহার সেই ক্ষমতার সংক্ষেপ কথা লেখাইয়া রাখিবেন ইতি।

তদ্রূপ প্রার্থনা না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
বিচার হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিবাদীর ধৃত
হইতে না পারিবার কথা।

৪২৭ ধারা।—নোটিসে প্রতিবাদীর উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্রের উত্তর দিবার যে দিন ধার্য্য হইল, গবর্ণমেণ্টের উকীল সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে উক্ত প্রকারের প্রার্থনা না করিলে,—

সাধারণ দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা চলিবে, কেবল বিশেষ এই যে ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে প্রতিবাদীকে ধৃত কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারিবে না ইতি।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের নিজে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির কথা।

৪২৮ ধারা।—রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, ও তিনি স্বীয় কর্ম্মে না গেলে রাজকীয় কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহা জানাইলে, আদালত তাঁহার স্বয়ং না আসিবার অনুমতি দিবেন ইতি।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২৯ ধারা।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেটসেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রীমত কার্য্য যে সময়ের মধ্যে সাধন করিতে হইবে ডিক্রীর মধ্যে এমত সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, ও সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ ডিক্রীমত কার্য্য সাধন না হইলে আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্যে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। সেই রিপোর্টের তারিখ অবধি যদি তিন মাস পর্য্যন্ত ডিক্রীমত কার্য্য সাধন না হইয়া থাকে, তবে সেই ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবে নতুবা নয় ইতি।

---

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্ন দেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরা যে স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৩০ ধারা।—ভিন্ন জাতীয় শত্রুগণ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে বাস করিলে তাঁহারা এবং ভিন্ন জাতীয় মিত্রগণ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজার ন্যায় ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। ভিন্ন জাতীয় কোন শত্রু উক্ত অনুমতি বিনা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যবাসী হইলে, কিম্বা ভিন্নদেশে বাস করিলে, উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

ব্যাখ্যা।—যে ভিন্নদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রেটব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন সেই ভিন্নদেশবাসী কোন ব্যক্তি, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন এক জন ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটরী সাহেবের স্বাক্ষরক্রমে ঐ রাজ্যের মধ্যে ব্যবসাদি করিবার লাইসেন্স না পাইয়া ব্যবসাদি করিলে, এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের কার্য্যপক্ষে তাঁহাকেই ভিন্নদেশবাসি ভিন্নজাতীয় শত্রু বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

ভিন্ন দেশীয় রাজ্যাধিকার যে স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৩১ ধারা।—ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকার এইং স্থলে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, বিশেষতঃ, (ক) শ্রীশ্রীমতী মহারাণী

কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব রাজ্যাধিকার বলিয়া ঐ রাজ্যাধিকার স্বীকার করিলে, ও (খ) ভিন্নদেশীয় সেই রাজ্যাধিকারের সরদারের কি প্রজাদের স্বকীয় স্বত্ব প্রবল করা ঐ মোকদ্দমার উদ্দেশ্য হইলে। ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকার শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কর্ত্তৃক কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলে, আদালত বিচারকালে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিবেন ইতি।

রাজার কি সরদারের মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বিশেষমতে
নিযুক্ত ব্যক্তির নালিশ করিবার ও উত্তর দিবার কথা।

৪৩২ ধারা।—স্বাধীন রাজা কি সরদার অধীনতা মানিয়া কি প্রকারান্তরে ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইলে, ও ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত বা বহির্ভূত স্থানেও বাস করিলে, তাঁহার প্রার্থনামতে যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে তৎপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত কি মোকদ্দমার প্রতিবাদ করণার্থে বিশেষমতে নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে এই আইনমতে সেই রাজার কি সরদারের পক্ষে উপস্থিত হওনের ও কার্য্য করণের ও প্রার্থনাপত্র দেওনের নিমিত্ত স্বীকৃত কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

স্বাধীন রাজগণ প্রভৃতির নামে মোকদ্দমার কথা।

৪৩৩ ধারা।—গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের মধ্যে এক জনের স্বাক্ষরিত সর্টিফিকটক্রমে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিলে, জিলার আদালতের অনধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে উক্ত কোন রাজার কি সরদারের ও ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকারের কোন দূতের কি রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি বিনা করা যাইতে পারিবে না।

নিম্নলিখিত স্থলভিন্ন ঐ অনুমতি দেওয়া যাইবে না,

(ক) যে ব্যক্তি ঐ রাজার কি সরদারের কি রাজদূতের কি রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহেন, যদি সেই ব্যক্তির নামে ঐ রাজা প্রভৃতি সেই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া থাকেন। কিম্বা (খ) যদি ঐ রাজা কি সরদার কি রাজদূত কি রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং কি অন্যের দ্বারা ঐ আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাণিজ্যাদি করিয়া থাকেন। কিম্বা (গ) যদি সেই সীমার অন্তর্গত ও উক্ত রাজার কি সরদারের কি রাজদূতের কি রাজপ্রতিনিধির অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি সেই মোকদ্দমার বিবাদীর বিষয় হয়।

স্বাধীন রাজগণ প্রভৃতিকে ধৃত করিতে না পারিবার কথা।

উক্ত কোন রাজা কি সরদার কি রাজদূত কি রাজপ্রতিনিধিকে এই আইনমতে ধৃত করা যাইবে না।

তাঁহাদের সম্পত্তি যে স্থলে ক্রোক হইতে পারে তাহার কথা।

এবং পূর্ব্বোক্তরূপ সর্টিফিকটের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না হইলে, উক্ত কোন রাজার কি সরদারের কি রাজদূতের, কি রাজপ্রতিনিধির সম্পত্তির উপর কোন ডিক্রী জারী করা যাইবে না ইতি।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে এ দেশীয় রাজ্যাধিকারের
আদালতের ডিক্রী জারী করিবার কথা।

৪৩৪ ধারা।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, (ক) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কোন এদেশীয় রাজার কি রাজ্যাধিকারের শাসিত দেশের অন্তর্গত যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত হয় নাই সেই আদালতের ডিক্রী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের জারী করা যাইতে পারে, এবং (খ) তদ্রূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতেও পারিবেন। সেই আজ্ঞা যত দিন প্রবল থাকে তত দিন উক্ত ডিক্রী তদনুসারে জারী করা যাইতে পারিবে ইতি।

---

২৯ ঊনবিংশ অধ্যায়।

সমাবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে।
মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্রে ও সত্যাকরণপত্রে স্বাক্ষর করিবার কথা।

৪৩৫ ধারা।—সমাবায়িত সমাজের মোকদ্দমায়, কিম্বা কোন কোম্পানির পক্ষে কোন কর্ম্মকারক কি ট্রষ্টী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে কিম্বা তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি থাকিলে সেই মোকদ্দমায় যে আবেদনপত্র দেওয়া যায়, ঐ সমাবায়িত সমাজের কি কোম্পানির যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কি অন্য প্রধান কার্য্যকারক মোকদ্দমার সকল বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হন, তিনিই ঐ সমাজের কি কোম্পানির স্বপক্ষে ঐ আবেদনপত্রে ও সত্যাকরণের কথায় স্বাক্ষর করিতে পারিবেন ইতি।

সমাবায়িত সমাজের কি কোম্পানির নামে সমন দিবার কথা।

৪৩৬ ধারা।—সমাবায়িত সমাজের নামে, কিম্বা যে কোম্পানির পক্ষে কোন কর্ত্তৃপক্ষ কি ট্রষ্টী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কি তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত কোম্পানির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, (ক) ঐ সমাজের কি কোম্পানির রেজিষ্টরী আফিস থাকিলে, সেই আফিসে সমন রাখিয়া গিয়া, কিম্বা (খ) সমন পত্রে বদ্ধ করিয়া ঐ সমাজের কি

কোম্পানির আফিসে (কিম্বা দুই কি তদধিক আফিস থাকিলে, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রধান আফিসে) ঐ কর্ত্তৃপবক্ষর কি ট্রষ্টীর নামে শিরোনামা লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া, কিম্বা (গ) ঐ সমাবায়িত সমাজের কি কোম্পানির কোন কার্য্যাধ্যক্ষকে কি সেক্রেটরীকে কিম্বা প্রধান অন্য কার্য্যকারককে দিয়া, সমন জারী করা যাইতে পারিবে, এবং ঐ সমাবায়িত সমাজের কি কোম্পানির যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কিম্বা প্রধান অন্য যে কার্য্যকারক মোকদ্দমা সংক্রান্ত ভারিং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, আদালত তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

---

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ট্রষ্টী প্রভৃতির নিকট যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে তদ্বিষয়ক মোকদ্দমার স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধির কথা।

৪৩৭ ধারা।—ট্রষ্টীর কি উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকের কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারির নিকট যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে তৎসম্পর্কীয় সকল মোকদ্দমায়, ঐ ট্রষ্টী কি উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী ঐ সম্পত্তিগত লাভজনক স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন। ও তাঁহাদিগকে সচারচর মোকদ্দমার এক পক্ষ করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু আদালত বিহিত বোধ করিলে, ঐ ব্যক্তিদিগকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্য কোন ব্যক্তিদিগকে এক পক্ষ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের সংযোগের কথা।

৪৩৮ ধারা।—উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদক ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারি অনেক জন থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে তাঁহাদেয় সকলকে ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ করা যাইবে। কিন্তু উইলক্রমে নিরূপিত যে কর্ম্মসম্পাদকেরা ঐ পত্রলেখকের উইলের প্রমাণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে ও আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানের উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদিগকে ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদিগকে এক পক্ষ করণের প্রয়োজন নাই ইতি।

বিবাহিতা স্ত্রী উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদিকা হইলে, তাঁহার সঙ্গে স্বামীকে সংযোগ না করিবার কথা।

৪৩৯ ধারা।—বিবাহিতা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিণী কিম্বা উইলক্রমে নিরূপিত

কর্ম্ম সম্পাদিকা যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিম্বা তাঁহার নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, আদালতের আজ্ঞা না হইলে, তাঁহার স্বামী ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ হইবেন না ইতি।

---

৩১ একত্রিংশ অধ্যায়।

নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

আসন্ন বন্ধুদ্বারা নাবালগের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা।

৪৪০ ধারা।—নাবালগের প্রত্যেক মোকদ্দমা তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে। সেই মোকদ্দমায় ঐ ব্যক্তিকে নাবালগের আসন্ন বন্ধু বলা যাইবে।

খরচার কথা।

ও বাদী হওয়ার ন্যায় তাঁহার প্রতি মোকদ্দমার কোন খরচা দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে ইতি।

আসন্ন বন্ধুর কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীর অভিভাবকের প্রার্থনাপত্র দিতে হইবার কথা।

৪৪১ ধারা।—আদালতে নাবালগের পক্ষে (৪৪৯ ধারামত প্রার্থনাপত্রভিন্ন) যে২ প্রার্থনা করা যায়, তাঁহার আসন্নবন্ধুর কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের সেই২ প্রার্থনা করিতে হইবে ইতি।

আসন্ন বন্ধুছাড়া আবেদনপত্র উপস্থিত করা গেলে নথী হইতে উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৪২ ধারা।—আসন্ন বন্ধুবিনা নাবলগের দ্বারা কি তাঁহার পক্ষে আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, প্রতিবাদী সেই আবেদনপত্র নথীহইতে উঠাইয়া দিবার এবং উকীলের কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ আবেদনপত্র উপস্থিত করিলেন তাঁহারই প্রতি খরচা দিবার আজ্ঞা হওনের প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

খরচার কথা।

প্রতিবাদী ঐ ব্যক্তিকে সেই প্রার্থনাপত্রের নোটিস দিবেন, ও তিনি আপত্তি করিলে আদালত তাঁহার আপত্তি শুনিলে পর তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন ইতি।

মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবককে আদালতের নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৪৩ ধারা।—মোকদ্দমার প্রতিবাদী নাবালগ হইলে, আদালত তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়ার কথা হৃদ্বোধমতে জানিলে তাঁহার পক্ষে উত্তর দেওনার্থে, ও সাধারণমতে মোকদ্দমার কার্য্য চলনে তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে, ঐ মোকদ্দমার উপলক্ষে ঐ নাবালগের অভিভাবকস্বরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। মোকদ্দমার উপলক্ষে যিনি অভিভাবক, তিনি ভারতবর্ষীয় বয়ঃপ্রাপ্তি বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ৩ ধারার মর্ম্মানুসারে ব্যক্তির কি সম্পত্তির অভিভাবক নহেন ইতি।

আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবক বিনা আজ্ঞা পাওয়া গেলে তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবার কথা।

৪৪৪ ধারা।—আদালতের সম্মুখে যে মোকদ্দমায় কি যে কোন প্রার্থনাপত্রে নাবালগের কোন প্রকারের সম্পর্ক থাকে কিম্বা তাঁহার লাভালাভ হয়, আসন্নবন্ধু কিম্বা বিষয়বিশেষে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক ঐ নাবালগের স্থলাভিষিক্ত না হইলে, ঐ মোকদ্দায় কি ঐ প্রার্থনাপত্রমতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

খরচার কথা।

ও যে পক্ষের অনুরোধে ঐ আজ্ঞা পাওয়া যায় তাঁহার উকীল ঐ ব্যক্তিকে নাবালগ বলিয়া জানিলে কিম্বা সঙ্গতমতে জানিতে পারিলে খরচা তাঁহারই দিতে হইবে ইতি।

কিরূপ ব্যক্তি আসন্ন বন্ধু হইতে পারে ইহার কথা।

৪৪৫ ধারা।—কোন ব্যক্তি সুস্থমনা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নাবালগের আসন্ন বন্ধু হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রয়োজন যে তাঁহার নিজ স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বা র বিপক্ষ না হয়, ও তিনি মোকদ্দমার প্রতিবাদী না হন ইতি।

আসন্ন বন্ধুকে অবসর করিবার কথা।

৪৪৬ ধারা।—নাবালগের আসন্ন বন্ধুর স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ হইলে, অথবা যে প্রতিবাদির স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ আছে তাঁহার সঙ্গে ঐ বন্ধুর যদ্রূপ সম্পর্ক থাকে তদ্ধেতুক তাঁহারই দ্বারা ঐ নাবালগের স্বার্থ উপযুক্তমতে রক্ষা হওয়া অসম্ভব হইলে, কিম্বা তিনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিতে গেলে এই২ কারণে কিম্বা বিশিষ্ট অন্য কোন কারণে ঐ নাবালগের সপক্ষে কিম্বা প্রতিবাদির দ্বারা ঐ বন্ধুর অবসর হওয়ার প্রার্থনা করা যাইতে

পারিবে। ও যে কারণ ব্যক্ত হয় আদালত তাহা হৃদ্বোধমতে প্রভুত জানিলে তদনুসারে আসন্ন বন্ধুর অবসর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

আসন্ন বন্ধুর কর্ম্ম ত্যাগ করণের কথা।

৪৪৭ ধারা।—আদালত অন্য আজ্ঞা না করিলে, আসন্ন বন্ধু আপনার স্থানে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে না রাখিয়া, ও মোকদ্দমায় তৎপূর্ব্বে যত টাকা খরচ লাগিয়াছে তাহার জামিন না দিয়া, আপনার প্রার্থনামতে কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না।

নতুন আসন্ন বন্ধুকে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনার কথা।

নূতন আসন্ন বন্ধুকে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা হইলে, যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয় তিনিই উপযুক্ত ও নাবালগের বিপক্ষ তাঁহার কোন স্বার্থ নাই এই মর্ম্মের আফিডেবিট দ্বারা ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতিপোষণ করিতে হইবে ইতি।

আসন্ন বন্ধু মরিলে কি অবসর হইলে মোকদ্দমার মার্য্যস্থগিত থাকার কথা।

৪৪৮ ধারা।—নাবালগের আসন্ন বন্ধুর মৃত্যু হইলে কিম্বা তাঁহাকে অবসর করা গেলে, তাঁহার স্থানে আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত না হওন পর্য্যন্ত মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কার্য্য স্থগিত থাকিবে ইতি।

নূতন আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিবার কথা।

৪৪৯ ধারা।—ঐ নাবালগের উকীল সঙ্গত সময়ের মধ্যে নূতন আসন্ন বন্ধুকে নিযুক্ত করাইতে উদ্যোগ না করিলে, নাবালগের পক্ষে কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ে যাঁহার স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আদালতে বন্ধুর নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আদালত যাঁহাকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বাদী কিম্বা প্রার্থক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫০ ধারা।—অপ্রাপ্তব্যবহার বাদী, কিম্বা মোকদ্দমার এক পক্ষ নহেন এমত যে নাবালগের পক্ষে প্রার্থনাপত্র উপস্থিত থাকে তিনি, সেই মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্রঘটিত কার্য্য চালাইবেন কি না, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার এই কথা স্থির করিতে হইবে ইতি।

চালাইতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা।

৪৫১ ধারা।—চালাইতে স্থির করিলে, তিনি আসন্ন বন্ধুকে মুক্ত করিবার ও আপনার নামে কার্য্য চালাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন। তদ্রূপ স্থলে মোকদ্দমার কি প্রার্থনাপত্রের নাম এমন সংশোধন করা যাইবে যেন সেই অবধি এইরূপ পাঠ করা যায়, "আসন্ন বন্ধু শ্রীঅমুকের দ্বারা ভূতপূর্ব্ব নাবালগ কিন্তু এইক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রীঅমুক" ইতি।

ত্যাগ করিতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা।

খরচার কথা।

৪৫২ ধারা।—মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র ত্যাগ করিতে স্থির করিলে, তিনি একক বাদী কিম্বা একাই প্রার্থক হইলে, প্রতিবাদির কি রিস্পাণ্ডেণ্টের যত খরচ হইয়াছে কিম্বা তাঁহার আসন্ন বন্ধু যত টাকা খরচ করিয়াছে তাহা ফিরিয়া দিলে, মোকদ্দমা কি প্রার্থনা ডিসমিস হইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন ইতি।

৪৫১ বা ৪৫২ ধারামত প্রার্থনাপত্র করণ ও প্রমাণ করণের কথা।

৪৫৩ ধারা।—৪৫১ বা ৪৫২ ধারামত ঐ প্রার্থনা এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে করা যাইতে পারিবে, ও যিনি নাবালগ ছিলেন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন আফিডেবিটক্রমে ইহার প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

নাবালগ সহবাদী হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৫৪ ধারা।—নাবালগ সহবাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই মোকদ্দমা প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছুক হইলে সহবাদী বলিয়া আপনার নাম উঠাইয়া দেওনার্থে তাঁহার প্রার্থনা করিতে হইবে, ও আদালত সেই ব্যক্তির এক পক্ষ হইয়া থাকা আবশ্যক নাই বোধ করিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া তাঁহাকে মোকদ্দমা হইতে অবসর করিতে পারিবেন।

খরচের কথা।

যেমন প্রতিবাদির নামে, তেমনি আসন্ন বন্ধুরও নামে ঐ প্রার্থনাপত্রের নোটিস দেওয়া যাইবে, এবং যিনি নাবালগ ছিলেন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন আফিডেবিটের দ্বারা ইহার প্রমাণ করিতে হইবে। আদালত ঐ প্রার্থনাপত্র সম্পর্কীয় সকল পক্ষের খরচ, এবং সেই কাল পর্য্যন্ত উক্ত মোকদ্দমায় আনুষ্ঠানিক সকল কি কোন কার্য্যের খরচ যাঁহাদের দিবার আজ্ঞা করেন তাঁহাদের দিতে হইবে। ঐ মোকদ্দমায় ভূতপূর্ব্ব নাবালগের একপক্ষ হওয়া আবশ্যক হইলে, আদালত তাঁহাকে প্রতিবাদী করার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

মোকদ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৫৫ ধারা।—আসন্নবন্ধু নাবালগের নাম ধরিয়া যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন তাহা অসঙ্গত কি অনুচিত, ঐ নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করিতে পারিলে, তিনি একা বাদী হইলে সেই মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

খরচের কথা।

মোকদ্দমা সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তির নামে ঐ প্রার্থনা হওয়ার নোটিস দেওয়া যাইবে। এবং আদালত ঐ মোকদ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত বলিয়া হৃদ্বোধমতে

জানিলে, সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া আসন্ন বন্ধুর প্রতি সেই প্রার্থনাপত্রসম্পর্কীয় সকল পক্ষের খরচ ও মোকদ্দমায় যে কোন কার্য্য করা যায় তাহার খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবার দরখাস্তের কথা।

৪৫৬ ধারা।—নাবালগের নাম উল্লেখ করিয়া প্রার্থনাপত্র দিলে, মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা পাওয়া যাইতে পারিবে। সেই মোকদ্দমায় যে২ বিষয়ের সম্পর্ক থাকে সেই২ বিষয়ে নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষে প্রস্তাবিত অভিভাবকের কোন স্বার্থ নাই, ও তিনি তৎপদে নিযুক্ত হওনের উপযুক্ত ব্যক্তি, এই কথা সত্যাকরণার্থে ঐ প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় আফিডেবিট দিতে হইবে ইতি।

মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক কে হইতে পারেন ইহার কথা।

৪৫৭ ধারা।—সহপ্রতিবাদী সুস্থমনা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ও নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষে তাঁহার কোন স্বার্থ না থাকিলে, তিনি মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক বলিয়া নিযুক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু বাদী, কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রী তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না ইতি।

অভিভাবক কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে তাঁহাকে অবসর করিতে
পারিবার কথা।
খরচার কথা।

৪৫৮ ধারা।—অপ্রাপ্ত ব্যবহার প্রতিবাদির মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা অন্য বিশিষ্ট কারণ প্রকাশ করা গেলে, আদালত তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবেন, ও তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণদ্বারা কোন পক্ষের যত খরচা লাগে তাঁহার ঐ খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে অভিভাবক মরিলে নূতন অভিভাবক
নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৫৯ ধারা।—কোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক মরিলে, কিম্বা আদালতের দ্বারা অবসর করা গেলে, আদালত তাঁহার স্থানে নূতন অভিভাবককে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

যে স্থলে উত্তরাধিকারির কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে
ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৬০ ধারা।—মৃত এক পক্ষের অপ্রাপ্তব্যবহার উত্তরাধিকারির কিম্বা স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রী প্রবল করিবার প্রার্থনা হইলে, আদালত ঐ নাবালগের

মোকর্দ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন, ও ডিক্রীদার ঐ অভিভাবকের নামে সেই প্রার্থনা হওয়ার নোটিস জারী করিবেন ইতি।

ডিক্রীর পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি বিনা ও জামীন না দিয়া আসন্ন বন্ধুর কি মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের টাকা গ্রহণ না করিবার কথা।

৪৬১ ধারা।—যিনি কোন সময়ে আসন্ন বন্ধু কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক হন, ডিক্রী কি আজ্ঞা হওনের পূর্ব্ব কোন সময়ে, আদালতের অনুমতি না পাইলে, ও তাঁহার হাতে যে টাকা কি অন্য দ্রব্য দেওয়া যায় আদালতের হৃদ্বোধমতে ঐ নাবালগকে তাহার উপযুক্ত হিসাব দিবার ও ঐ নাবালগের হিতার্থে তাহা রাখিবার জামিন না দিলে, তিনি নাবালগের পক্ষে কোন টাকা কি অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না বা লইবেন না ইতি।

আদালতের অনুমতি বিনা আসন্ন বন্ধুর কি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের রাজীনামা না করিবার কথা।

৪৬২ ধারা।—আসন্ন বন্ধু কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক যে মোকদ্দমায় আসন্নবন্ধু কি অভিভাবকস্বরূপ কর্ম্ম করেন, আদালতের অনুমতি না পাইলে তিনি নাবালগের স্বপক্ষে সেই মোকদ্দমা লক্ষ করিয়া কোন একরারনামা কি রাজীনামা করিবেন না।

অনুমতি না পাইলে রাজীনামা ব্যর্থ হওয়ার কথা।

আদালতের অনুমতিবিনা উক্ত প্রকারের কোন একরারনামা কি রাজীনামা করা গেলেও, নাবালগভিন্ন অন্য সকল পক্ষের বিরুদ্ধে তাহা ব্যর্থ হইতে পারিবে ইতি।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের প্রতি ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারা খাটাইবার কথা।

৪৬৩ ধারা।—১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে যাঁহাদিগকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া নির্ণয় করা যায়, ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত সকল ধারার কএক শব্দ প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিলে, তাঁহাদের প্রতি সেই২ ধারার বিধান খাটিবে ইতি।

কোর্ট ওয়ার্ডসের কথা।

৪৬৪ ধারা।—কোর্ট ওয়ার্ডসের দ্বারা কিম্বা স্থানীয় কোন আইনক্রমে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা যে নাবালগের কিম্বা ক্ষিপ্তমনা যে ব্যক্তির কি যাঁহার সম্পত্তির অভিভাবক কি কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা যায়, তাঁহার প্রতি ৪৪২ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারার কোন কথা খাটে না ইতি।

---

৩২ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

সেনাপতিরা কি সেনারা ছুটী পাইতে না পারিলে আপনাদের নিমিত্ত বাদপ্রতিবাদ করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৪৬৫ ধারা।—গবর্ণমেণ্টের সৈনিক পদে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মকারি কোন সেনাপতি কি সেনা মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, ও আপনি মোকদ্দমায় বাদ প্রতি-বাদ করিবার জন্যে অবকাশ পাইতে না পারিলে, আপনার পক্ষে বাদ কি প্রতিবাদ করণার্থে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন। সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া যাইবে। এবং ঐ সেনাপতি কি সেনা (ক) সৈন্যাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ, কিম্বা সেই অধ্যক্ষই বাদী কি প্রতিবাদী হইলে তাঁহার অব্যবহিত অধীন সেনাপতির সাক্ষাৎ, কিম্বা (খ) ঐ সেনাপতি কি সেনা সৈন্যসংক্রান্ত ষ্টাফ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে যে আফিসে কর্ম্ম করেন তাহার প্রধান কিম্বা উপরিস্থিত অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ, ঐ ক্ষমতাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ কিম্বা অন্য কার্য্যকারক ঐ ক্ষমতাপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে। তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে ঐ ক্ষমতাপত্র উপযুক্তমতে সম্পাদন হইয়াছে, এবং যে সেনাপতি কি সেনা তাহা দিলেন তিনি আপনি ঐ মোকদ্দমায় বাদ কি প্রতিবাদ করিবার জন্যে অবকাশ পাইতে পারিলেন না, ঐ ক্রোড়স্বাক্ষরই ইহার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

ব্যাখ্যা।—উক্ত সেনাপতি কি সেনা যে পণ্টনে কি দলে কি ডিটাচমেণ্টে কি ডিপোতে থাকেন, যে সেনাপতি যৎকালে প্রকৃতরূপে সেই পণ্টনপ্রভৃতির অধ্য-ক্ষতা করেন, এই অধ্যায়ে "সৈন্যাধ্যক্ষ" শব্দে সেই সেনাপতিকে জানিতে হইবে ইতি।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

৪৬৬ ধারা।—সেনাপতি কি সেনা যে ব্যক্তিকে আপনার পরিবর্ত্তে মোকদ্দমা বাদ কি প্রতিবাদ করিতে ক্ষমতা প্রদান করেন, ঐ সেনাপতি কি সেনা আপনি উপস্থিত হইলে যে প্রকারে করিতে পারিতেন ঐ ব্যক্তিও সেই প্রকারে মোকদ্দমা স্বয়ং বাদ কি প্রতিবাদ করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ সেনাপতির কি সেনার পক্ষে মোকদ্দমার বাদ কি প্রতিবাদ করিবার জন্যে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির কি তাঁহার উকীলের নামে পরওয়ানা প্রভৃতি জারী হইলে উপযুক্তমতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৪৬৭ ধারা।—কোন ব্যক্তি ৪৬৫ ধারামতে কোন সেনাপতির কি সেনার স্থানে

ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে কিম্বা ঐ সেনাপতির কি সেনার নিমিত্ত কি তৎপক্ষে ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কোন উকীলকে যে পরওয়ানা দেওয়া যায়, তাহা নিজ সেই পক্ষকে কিম্বা তাহার উকীলকে দেওয়ার ন্যায় সফল হইবে ইতি।

সেনাপতিকে ও সৈন্যদিগকে পরওয়ানা দিবার কথা।

৪৬৮ ধারা।—সেনাপতি কি সেনা প্রতিবাদী হইলে, আদালত তাঁহার নামে জারী করিবার জন্যে তাঁহার দলের সৈন্যধ্যক্ষের নিকট সমনের নকল পাঠাইবেন। যে সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট নকল পাঠান যায় তিনি, যাঁহার নামে সমন লেখা গেল সাধ্যমতে তাঁহাকে দেওয়াইয়া, ঐ নকলের পৃষ্ঠে তৎপ্রাপণের লিখিত স্বীকারপত্র সহিত ঐ নকলখানি আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন। কোন কারণে ঐ নকল তদ্রূপে দেওয়া যাইতে না পারিলে, যে কারণে দেওয়া যাইতে পারিল না সেই কারণের এক লিপি সমেত, ঐ সমন যে আদালত হইতে বাহির হইল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবে ইতি।

সেনানিবেশ স্থানপ্রভৃতিতে ধৃত করণের পরওয়ানা
জারী করিবার কথা।

৪৬৯ ধারা।—ডিক্রী জারীক্রমে কোন সেনানিবেশ স্থানের কি গড়ের কি সৈনিক মোকামের কি সৈনিক বাজারের সীমার মধ্যে ধৃত করিবার পরওয়ানা জারী করিতে হইলে, সেই পরওয়ানা জারী করণার্থে যে কর্ম্মকারককে দেওয়া যায় তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবকে ঐ পরওয়ানা দিবেন। সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিবেন, ও পরওয়ানায় যাঁহার নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে, তিনি তাঁহাকে ধরাইয়া ঐ পরওয়ানা জারী করিবার ভার প্রাপ্ত কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করাইবেন ইতি।

---

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে
পারে তাহার কথা।

৪৭০ ধারা।—ধনে কি সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির পণধারীস্বরূপ স্বার্থভিন্ন অন্য স্বার্থ না থাকে, তিনি প্রকৃত স্বামিকে তাহা দিতে চেষ্টা করিলেও, যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি তাঁহার স্থানে ঐ ধন কি সম্পত্তি পাইবার পরস্পর বিপরীত দাওয়া রাখেন, তবে সেই ধন কি সম্পত্তি কাহাকে দিতে হইবে ইহা নিষ্পত্তি করিবার ও আপনার পক্ষে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত ঐ পণধারী সকল দাওয়াদারের নামে বাদ-প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু সকল পক্ষের স্বত্ব

যাহাতে উপযুক্তমতে নির্ণয় হইতে পারে এমত মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে, ঐ পণধারী বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না ইতি।

তদ্রূপ মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের কথা।

৪৭১ ধারা।—আবেদনপত্রে অন্য যে২ বর্ণনা লেখা আবশ্যক তদতিরিক্ত উক্ত বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে এই২ কথাও লিখিতে হইবে,—(ক) যে বিষয়ের দাওয়া হইতেছে সেই বিষয়ে বাদি পণধারীস্বরূপ যে স্বার্থ থাকে তদ্ভিন্ন অন্য স্বার্থ নাই এই কথা। (খ) প্রতিবাদিরা পৃথক২ যে দাওয়া করেন তাহা। ও (গ) এই বিষয়ে বাদির ও প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তির মধ্যে যোগ নাই ইতি।

যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহা আদালতে দিবার কথা।

৪৭২ ধারা।—যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে তাহা আদালতে দেওয়া যাইতে কিম্বা আদালতের সংরক্ষণে রাখা যাইতে পারিলে, বাদী সেই বিষয় আদালতে না দিলে বা অর্পণ না করিলে ঐ মোকদ্দমায় কোন আজ্ঞা পাইবার স্বত্ববান হইবেন না ইতি।

প্রথম শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৩ ধারা।—প্রথম শ্রবণের সময়ে, (ক) যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে তৎসম্পর্কে প্রতিবাদিদের নিকট বাদিকে সকল দায় হইতে মুক্ত করা গেল, আদালত ইহা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার খরচা পাইবার আজ্ঞা করিয়া, তাঁহাকে মোকদ্দমা হইতে অবসর করিতে পারিবেন, অথবা ন্যায়বিচার কি সুবিধার জন্যে প্রয়োজন জ্ঞান করিলে, (খ) মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত সকল পক্ষকে রাখিতে পারিবেন। এবং উভয় পক্ষের স্বীকার দ্বারা কিম্বা অন্য প্রমাণক্রমে করিতে পারেন দৃষ্টি করিলে, (গ) যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহার উপর স্বত্ব নির্ণয় করিবেন, অথবা (ঘ) প্রতিবাদিরা যেন আদালতের সর্ম্মুখে আপন২ দাওয়া উপস্থিত করেন এই নিমিত্ত বর্ণনাপত্র অর্পণ করিয়া ও প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে পরস্পর বাদপ্রতিবাদ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

কর্ম্মকারক ও প্রজা যে স্থলে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৭৪ ধারা।—এই অধ্যায়ের কোন কথার বলে, মুখ্য ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার কি ভূম্যধিকারিদের অধীন দাওয়াদারভিন্ন কোন ব্যক্তিদের পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করাইবার জন্যে, ঐ মুখ্য ব্যক্তিদের পক্ষ কর্ম্মকারকেরা তাঁহাদের নামে, কিম্বা প্রজারা ভূম্যধিকারিদের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ আপনার পক্ষ কর্ম্মকারক বলিয়া বলরামের নিকট অলঙ্কারের বাক্স রাখেন। আনন্দ অন্যায়মতে আমার নিকট হইতে ঐ আভরণ লইয়াছেন বলিয়া চন্দ্র বলরামের স্থানে সেই আভরণের দাওয়া করেন। বলরাম ঐ আনন্দের ও চন্দ্রের নামে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ আপনার পক্ষ কর্ম্মকারক বলিয়া বলরামের নিকট অলঙ্কারের বাক্স রাখেন। চন্দ্রের নিকট আনন্দের টাকা দেনা হওয়াতে তিনি চন্দ্রের নিকট ঐ ঋণের জামিনীস্বরূপ ঐ অলঙ্কার রাখিবার কথা লিখিলেন। পরে চন্দ্রের নিকট আমার ঋণ শোধ হইয়াছে আনন্দ এই কথা কহিলে চন্দ্র তাহা স্বীকার করিলেন না ও দুই জনে বলরামের স্থানে ঐ অলঙ্কারের দাওয়া করেন। এই স্থলে বলরাম আনন্দের ও চন্দ্রের নামে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

বাদির খরচা পাইবার কথা।

৪৭৫ ধারা।—মোকদ্দমা উপযুক্তরূপে উপস্থিত করা গেলে, যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে আদালত সেই বিষয় বাদির স্বত্বাধীনে রাখিয়া কিম্বা ফলজনক অন্য কোন উপায়ে, তাঁহার খরচ পাইবার বিধান করিবেন ইতি।

প্রতিবাদী ঐ পণধারির নামে নালিশ করিতেছেন এমন স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৬ ধারা।—বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমার প্রতিবাদিদের মধ্য কোন ব্যক্তি যদি তৎকালেই সেই মোকদ্দমার বিষয় লইয়া ঐ পণধারির নামে মোকদ্দমা করিয়া থাকেন, তবে ঐ পণধারির নামে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালত, ঐ বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমায় পণধারির স্বপক্ষে যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতহইতে ঐ ডিক্রী হওয়ার কথা নিয়মমতে জানিতে পাইলে তাঁহার বিপক্ষ মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

খরচার কথা।

ও ঐ স্থগিত করা মোকদ্দমায় তাঁহার যে খরচা হইয়াছে, ঐ মোকদ্দমায় সেই খরচার বিধান করা যাইতে পারিবে, কিন্তু সেই মোকদ্দামায় ঐ খরচার বিধান না হইলে ও যত দূর না হয় তত দূর সেই খরচা বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমায় তাহার খরচার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

চতুর্থ ভাগ।

নৈমিত্তিক প্রতিকার বিষয়ক বিধি।

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

(ক)।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

বাদী যে স্থলে জামিন লওয়ার প্রার্থনা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৭৭ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার মোকদ্দমাভিন্ন কোন মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে প্রতিবাদী বাদীকে দেখা না দিবার কিম্বা তাহার বিলম্ব জন্মাইবার জন্যে কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা এড়াইবার জন্যে, কিম্বা তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাহা জারী হইবার বাধা কি বিলম্ব জন্মাইবার জন্যে (ক) পলায়ন করিয়াছেন কিম্বা আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, কিম্বা (খ) পলায়ন করিতে কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন, কিম্বা (গ) আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়াছেন কিম্বা আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থান হইতে স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ হইতে যে ভাবগতিকে চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন তদ্দৃষ্টে মোকদ্দমায় ঐ প্রতিবাদীর বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী জারী করণে বাদীর বাধা কি বিলম্ব হইবে কি হইতে পারে ইহার সঙ্গত সম্ভাবনা আছে, বাদী আফিডেবিট করিয়া এইং বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলেই মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে উত্তর দেওনের জন্যে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার জামিন লইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি।

জামীন না দিবার কারণ দর্শাইবার জন্যে প্রতিবাদীকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞার কথা।

৪৭৮ ধারা।— আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ও অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাহা লইলে পর, প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত কোন অভিপ্রায়ে, (ক) পলায়ন করিয়াছেন কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, কিম্বা (খ) পলায়ন করিতে কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন, কিম্বা (গ) আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর কি আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থান হইতে স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা শেষোক্ত ভাবগতিকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন, ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে,

প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার জামিন না দেওনের কারণ দর্শাইবার জন্যে, তাঁহাকে আদালতের সম্মুখে আনিবার আজ্ঞা প্রচার করিবেন ইতি।

প্রতিবাদী কারণ দর্শাইতে না পারিলে, তাঁহাকে টাকা গচ্ছিত করিতে কি জামিন দিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৪৯ ধারা।—প্রতিবাদী তদ্রূপ কারণ দর্শাইতে না পারিলে, তাঁহার বিপক্ষে যে দাওয়া উপস্থিত করা গেল আদালত তাঁহাকে সেই দাওয়ার পরিশোধের উপযুক্ত টাকা কি অন্য সম্পত্তি আদালতে গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা করিবেন, কিম্বা মোকদ্দমা যত কাল উপস্থিত থাকে, ও মোকদ্দমায় তাঁহার বিপরীত ডিক্রী হইলে যত কাল সেই ডিক্রী জারী কিম্বা তদনুসারে কার্য্য সাধন না হয়, ততকাল তাঁহাকে কোন সময়ে আহ্বান করা গেলেই তিনি উপস্থিত হইবেন ইহার প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা করিবেন। মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইতে পারে, তিনি উক্ত প্রকারে উপস্থিত না হইলে, প্রতিভূ তত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ হইবেন ইতি।

প্রতিভূ মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮০ ধারা।—প্রতিবাদীর উপস্থিত হওনের প্রতিভূ যে আদালতে প্রতিভূ হইলেন, কোন সময়েই সেই আদালতে আপনার সেই প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে, আদালত প্রতিবাদীর নামে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন, কিম্বা উচিত বোধ করিলে প্রথমেই তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার পরওয়ানা দিবেন। প্রতিবাদী ঐ সমন কি পরওয়ানামতে উপস্থিত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে সমর্পণ করিলে, আদালত প্রতিভূর প্রতিজ্ঞাহইতে মুক্ত হইবার আজ্ঞা দিয়া প্রতিবাদীকে নূতন প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

প্রতিবাদী প্রতিভূ না দিলে কি নূতন প্রতিভূ পাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮১ ধারা।—প্রতিবাদী ৪৭৯ বা ৪৮০ ধারামত কোন আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম না করিলে, আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত, কিম্বা প্রতিবাদীর বিপক্ষে বিচার হইলে ডিক্রী জারী না হওন পর্য্যন্ত, প্রতিবাদীকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কোন ব্যক্তির কোন স্থলেই ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ড, ও যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় তাহা পঞ্চাশ টাকার কি পঞ্চাশ টাকা মূল্যের অধিক না হইলে ছয় সপ্তাহের অধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে না ইতি।

প্রতিবাদীকে ধৃত করা গেলে তাহার খোরাকীর কথা।

৪৮২ ধারা।—ডিক্রীমত খাতকের খোরাকী দেওনবিষয়ে ৩৩৯ ধারার বিধান

এই অধ্যায়মতে ধৃত সকল প্রতিবাদির প্রতি খাটিবে ইতি।

খ।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করণের কথা।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে প্রতিবাদীর ডিক্রীমত কার্য্য সাধনের জামীন দিতে ও জামিন না দিলে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে প্রার্থনার কথা।

৪৮৩ ধারা।—প্রতিবাদির বিপক্ষ ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া তিনি ডিক্রী জারীর বাধা কিম্বা বিলম্ব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে (ক) আপন সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিতে, কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছেন, কিম্বা (খ) আদালতের এলাকার মধ্যে আপনার কোন সম্পত্তি রাখিয়া সেই এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়েই বাদী আফিডেবিট করিয়া এই২ বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া তিনি সেই ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন করিবার জামিন দেন, ও জামিন না দিলে যত দিন আদালতের অন্য আজ্ঞা না হয় তত দিন তাঁহার ঐ সম্পত্তির কোন অংশ ক্রোক করা যায়, বাদী আদালতের এমত আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনার মর্ম্মের কথা।

আদালত অন্য প্রকারের আজ্ঞা না করিলে, সেই প্রার্থনাপত্রে যে সম্পত্তি ক্রোক-করিবার প্রার্থনা হয়, তাহা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে, ও তাহার অনুমানিক মূল্যও লিখিতে হইবে ইতি।

প্রতিবাদিকে আদালতের জামিন দিবার কি কারণ দর্শাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৮৪ ধারা।—মোকদ্দার প্রতিবাদির বিপক্ষ ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া সেই ডিক্রী জারীর বাধা কি বিলম্ব ঘটাইবার জন্যে তিনি আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছেন, আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ও আর যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইলে পর, ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, সময় নিরূপণ করিয়া তাঁহার প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, আদেশ করা গেলেই আপনার উক্ত সম্পত্তি কি তাহার মূল্য কিম্বা ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন করিবার জন্যে ঐ সম্পত্তির যে অংশ প্রচুর হয় সেই অংশ উপস্থিত করিয়া আদালতের আজ্ঞাধীনে রাখিবার জামিন বলিয়া, ঐ আজ্ঞাপত্রে যত টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে তিনি সেই সময়ের মধ্যে তত টাকা জামিন দেন, কিম্বা উপস্থিত হইয়া সেই জামিন না দেওনের কারণ দর্শান। আরো আদালত ঐ আজ্ঞাপত্রের মধ্যে প্রার্থনাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ নিয়মাধীনে

ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

কারণ দর্শান না গেলে কিম্বা জামিন দেওয়া না গেলে ক্রোক করিবার কথা।

৪৮৫ ধারা।—প্রতিবাদী জামিন না দেওনের কারণ দর্শাইতে না পারিলে, কিম্বা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে আদেশমত জামিন না দিলে, প্রার্থনাপত্রে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল আদালত সেই সম্পত্তি, কিম্বা মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইতে পারে সেই ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন করিবার জন্যে ঐ সম্পত্তির যে অংশ প্রচুর বোধ হয় সেই অংশ, ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

প্রতিবাদী উক্ত কারণ দর্শাইলে কিম্বা আদেশমতে জামিন দিলে, ও প্রার্থনাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করা গিয়া থাকিলে, আদালত ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

যে প্রকারে ক্রোক করা যাইবে তাহার কথা।

৪৮৬ ধারা।—এই আইনে টাকার ডিক্রী জারী করিয়া সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে বিধান আছে, ঐ সম্পত্তি সেই বিধানমতে ক্রোক করা যাইবে ইতি।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়া হইলে অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

৪৮৭ ধারা।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর কোন দাওয়া উপস্থিত করা গেলে, এই আইনে টাকার ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তাহার উপর দাওয়ার অনুসন্ধান লইবার যে বিধান হইয়াছে, সেই বিধানমতে উক্ত দাওয়ারও অনুসন্ধান লওয়া যাইবে ইতি।

জামিন দেওয়া গেলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৮৮ ধারা।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করিবার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে, প্রতিবাদী আদেশমতে জামিন ও ক্রোক করিবার খরচার জামিন দিলেই, কিম্বা মোকদ্দমা ডিসমিস হইলেই, যে আদালত ঐ আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবেন ইতি।

ক্রোক হইলে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের স্বত্বের হানি না হইবার ও নীলাম হওনার্থে ডিক্রীদারের প্রার্থনা করিবার বাধা না হওয়ার কথা।

৪৮৯ ধারা।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করা গেলেও যাঁহারা মোকদ্দমার কোন পক্ষের মধ্যে নহেন, ক্রোক হওয়ার পূর্ব্বে এমত ব্যক্তিদের যে স্বত্ব ছিল তাহার হানি হইবে না, ও কোন ব্যক্তি প্রতিবাদির বিপক্ষ ডিক্রীদার হইলে তাঁহার ঐ ডিক্রী জারীক্রমে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি নীলাম হইবার প্রার্থনা করিতে বাধা নাই ইতি।

এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তি ডিক্রী জারীক্রমে পুনশ্চ
ক্রোক করিতে না হইবার কথা।

৪৯০ ধারা।—এই অধ্যায়ের বিধানের বলে সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকিলে, ও বাদির সপক্ষে ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রীজারীক্রমে ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ ক্রোক করিবার আবশ্যক নাই ইতি।

গ।—অনুপযুক্ত কারণে ধৃত কি ক্রোক হইলে হানিপুরণ বিষয়ক বিধি।

বিশিষ্ট কারন না থাকিলেও ধৃত কি ক্রোক করিবার আজ্ঞা পাওয়া গেলে
হানিপূরণের কথা।

৪৯১ ধারা।—কোন মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তবে বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও ঐ ধৃত কি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইয়াছিল আদালত এমত জ্ঞান করিলে, কিম্বা বাদী মোকদ্দমা হারিলে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন সম্ভব কারণ ছিল না আদালত এমত জ্ঞান করিলে, ধৃত কি ক্রোক করণদ্বারা প্রতিবাদির যে খরচ কি হানি হইয়াছে, আদালত প্রতিবাদির প্রার্থনামতে তাঁহার ঐ হানিপূরণস্বরূপ এক সহস্র টাকার অনধিক যত সঙ্গত বোধ করেণ, বাদির বিপক্ষ ডিক্রীর মধ্যে প্রতিবাদির তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু হানিপূরণের মোকদ্দমায় ঐ আদালত যত টাকা ডিক্রী করিতে পারিতেন, এই ধারামতে তদধিক টাকার আজ্ঞা করিবেন না। এই ধারামতে আজ্ঞা হইলে পর, উক্ত ধৃত কি ক্রোক করণপ্রযুক্ত হানিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না ইতি।

---

৩৫ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কিয়ৎ কালের নিমিত্ত নিষেধ বিষয়ক ও মোকদ্দমার চলনকালীন
আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

ক।—কিয়ৎকালীন নিষেধ বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধের আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে
তাহার কথা।

৪৯২ ধারা।—(ক) মোকদ্দমায় যে সম্পত্তির বিষয়ে বিবাদ হইতেছে, মোকদ্দমার কোন পক্ষের দ্বারা তাহার অপচয় কি হানি হওয়ার কিম্বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়ার কিম্বা কোন ডিক্রীজারীক্রমে অন্যায়মতে নীলাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিম্বা (খ) মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী আপনার সম্পত্তি

স্থানান্তর কি হস্তান্তর করিব বলিয়া ভয় দেখান কিম্বা তাহা করিতে উদ্যত আছেন, কোন মোকদ্দমায় আফিডেবিটক্রমে কি অন্য প্রকারে ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত আজ্ঞাপত্রদ্বারা সেই কার্য্য নিবারণ করিবার কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিম্বা সম্পত্তির অপচয় কি হানি কি হস্তান্তর কি বিক্রয় কি স্থানান্তর কি পরহস্তগত করা স্থগিত ও নিবারণ করণার্থে অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। অথবা সেই নিষেধসূচক বা অন্য আজ্ঞা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ইতি।

চুক্তিভঙ্গ পুনশ্চ কি আর না করিবার নিষেধের কথা।

৪৯৩ ধারা।—প্রতিবাদির চুক্তিভঙ্গ কি অন্য অপকার নিবারণার্থ মোকদ্দমায় হানিপূরণের দাওয়া হইলে বা না হইলেও, যে চুক্তিভঙ্গের কি অপকারের নালিশ হয়, বাদী মোকদ্দমার আরম্ভের পর কোন সময়েই ও নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বা পরেও, প্রতিবাদির সেই চুক্তিভঙ্গ বা অপকার নিবারণার্থে, কিম্বা সেই চুক্তিহইতে কি সেই সম্পত্তি কি স্বত্বসম্বন্ধে সেই প্রকারের যে কোন চুক্তিভঙ্গ বা অপকার জন্মে তাহা বারণ করণার্থে, আদালতে কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন। সেই নিষেধ যত দিন প্রবল থাকিবে তদ্বিষয়ের কিম্বা হিসাব রাখিবার কি জামিন দেওনের নিয়মে কিম্বা আদালত অন্য বিষয়ের যে নিয়ম করা উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে আজ্ঞাপত্রদ্বারা ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিম্বা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। এই ধারা কিম্বা ৪৯২ ধারামতে নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, প্রতিবাদী সেই আজ্ঞা না মানিলে, তাঁহাকে ছয় মাসের অনধিক কাল কারাবদ্ধ করণ কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোককরণ দ্বারা কি ঐ উভয় কার্য্যদ্বারা সেই আজ্ঞা প্রবল করা যাইতে পারিবে। এই ধারামতে যে ক্রোক করা যায় তাহা এক বৎসরের অধিক কাল প্রবল থাকিবে না। সেই সময়ের অবশেষে যদি প্রতিবাদী সেই আদেশমত কার্য্য না করিয়া থাকেন, তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, ও আদালত তদুৎপন্ন টাকাহইতে বাদির হানিপূরণস্বরূপ যত টাকা পাওয়া উচিত বোধ করেন দিতে পারিবেন, ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে প্রতিবাদিকে দিতে পারিবেন ইতি।

নিষেধসূচক আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে নোটিস দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৯৪ ধারা।—আদালত সর্ব্বদাই নিষেধসূচক আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা হওয়ার নোটিস দিতে আজ্ঞা করিবেন, কিন্তু বিলম্ব হইলে, ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দেওনের অভিপ্রায় নিষ্ফল হইবে এমত বোধ করিলে, ঐ নোটিসের আজ্ঞা করিবেন না ইতি।

সমাবায়িত সমাজের প্রতি নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা ঐ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের ও কার্য্যকারকদের উপর প্রবল হওয়ার কথা।

৪৯৫ ধারা।—সমাবায়িত সমাজের কি প্রকাশ্য কোম্পানির প্রতি নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা কেবল ঐ সমাজ কি কোম্পানি আবদ্ধ হইবেন তাহা নয়, কিন্তু ঐ সমাজ কি কোম্পানিগত যে সকল ব্যক্তির ও কর্ম্মকারকদের কার্য্য বারণ করিতে চেষ্টা হয় তাঁহারাও আবদ্ধ হইবেন ইতি।

নিষেধসূচক আজ্ঞা রহিত কি মতান্তর কি অসিদ্ধ করিবার কথা।

৪৯৬ ধারা।—নিষেধসূচক যে আজ্ঞা করা যায় কোন পক্ষ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আদালতে প্রার্থনা করিলে, আদালত তাহা স্থগিত কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন ইতি।

বিশিষ্ট কারণবিনা নিষেধসূচক আজ্ঞা হইলে প্রতিবাদির হানিপূরণের কথা।

৪৯৭ ধারা।—অপ্রচুর কারণে নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রার্থনা করা গেল, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, কিম্বা নিষেধসূচক আজ্ঞা বাহির হইলে পর মোকদ্দমা ডিস-মিস হইলে, কিম্বা ত্রুটি প্রযুক্ত কি অন্য কারণে বাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, ও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন সম্ভব হেতু ছিল না আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞার দ্বারা প্রতিবাদির যে খরচ কি হানি হইয়াছে, আদালত প্রতিবাদির প্রার্থনামতে তাঁহার ঐ হানিপূরণস্বরূপ এক সহস্র টাকার অনধিক যত সঙ্গত বোধ করেন, বাদির বিপক্ষ ডিক্রীর মধ্যে প্রতিবাদির তত টাকা পাইবার অজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু হানিপূরণের মোকদ্দমায় ঐ আদালত যত টাকা ডিক্রী করিতে পারিতেন, এই ধারামতে তদধিক টাকার আজ্ঞা করিবেন না। এই ধারামতে আজ্ঞা হইলে পর, ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা হওনোপলক্ষে হানিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা উপ-স্থিত করা যাইতে পারিবে না ইতি।

খ।—মোকদ্দমার চলনকালীন আজ্ঞা।

কাচা দ্রব্য বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দেওনের ক্ষমতার কথা।

৪৯৮।—অস্থাবর যে দ্রব্য স্বভাবতঃ ত্বরায় ক্ষয় পায় এমত দ্রব্য লইয়া বিবাদ হইলে, ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, আদালত যে প্রকারে ও যে২ নিয়ম করা উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে ও সেই২ নিয়মানুসারে আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

বিবাদীর বিষয় আটক প্রভৃতি করিবার আজ্ঞা ও প্রবেশ করণের ও নমুনা লওনের ও পরীক্ষা করণের অনুমতি দেওনের ক্ষমতার কথা।

৪৯৯ ধারা।—মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়মানুসারে, (ক) ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় কোন সম্পত্তি আটক রাখিবার কিম্বা রক্ষা করিবার কি দেখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। (খ) এবং পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন অভিপ্রায়ে ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষের অধিকারগত কোন ভূমিতে কি ঘরে কোন ব্যক্তির যাইবার কি প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। ও (গ) পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ সন্ধান কি প্রমাণ পাইবার জন্যে যে নমুনা লওয়া কিম্বা যে২ বিষয়ের সমালোচনা করা কি পরীক্ষা করা আবশ্যক বা বিহিত বোধ হয় তাহা লওয়ার কি করার অনুমতি দিতে পারিবেন। এই আইনের পূর্ব্বভাগে পরওয়ানা জারী করিবার যে২ বিধান আছে, তাহার কএক শব্দ প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিলে, সেই২ বিধান এই ধারামতে প্রবেশ করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি খাটিবে ইতি।

নোটিস দেওয়ার পর তদ্রূপ আজ্ঞা প্রার্থনা করা যাইবার কথা।

৫০০ ধারা।—সমন জারী হওয়ার পর কোন সময়ে প্রতিবাদির নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর, বাদী ৪৯৮ বা ৪৯৯ ধারামত আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন। বাদির নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর ও প্রার্থকের উপস্থিত হওয়ার পর কোন সময়ে প্রতিবাদীও সেই প্রকারের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি।

যে স্থলে অগোণেই কোন পক্ষকে বিবাদীয় ভূমির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫০১ ধারা।—গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ি ভূমি কিম্বা যে তালুকাদি বিক্রয় হইতে পারে তাহা লইয়া মোকদ্দমা হইলে, সেই ভূমি কি তালুকাদি যাঁহার অধিকারে থাকে তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব কিম্বা বিষয়বিশেষে ঐ তালুকাদির ভূম্যাধিকারির প্রাপ্য খাজানা দিতে তাচ্ছল্য করেন, ও যদি তৎপ্রযুক্ত ঐ ভূমি কি তালুকাদি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমার অন্য যে কোন পক্ষ ঐ ভূমিতে কি তালুকাদিতে স্বার্থের দাওয়া রাখেন তিনি বিক্রয়ের পূর্ব্বে (আদালতের বিবেচনামতে জামিন দিয়া বা না দিয়াও) ঐ বাকী রাজস্ব কি খাজানা দিলে, তাঁহাকে অগোণেই ঐ ভূমির কি তালুকাদির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে, এবং আদালত যে হিসাবে সুদ ধরা উচিত বোধ করেন, আপন ডিক্রীতে বাকীদারের বিপক্ষে সেই হিসাবমতে সুদসুদ্ধ তদ্রূপ দত্ত টাকার ডিক্রী দিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমায় যে ডিক্রী করা যায় তন্মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার আদেশ থাকিলে আদালত যে হারে আজ্ঞা করেন তদ্রূপ দত্ত টাকার উপর সেই হারে সুদও ধরিতে পারিবেন ইতি।

আদালতে টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত করিবার কথা।

৫০২ ধারা।—যদি টাকা কিম্বা অন্য যে বিষয় অর্পণ করা যাইতে পারে তাহা লইয়া মোকদ্দমা হইয়া থাকে, ও মোকদ্দমার কোন পক্ষ অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত ন্যাসধারিস্বরূপে ঐ টাকা কি অন্য বিষয় রাখিতেছেন কিম্বা তাহা অন্য ব্যক্তির, কি অন্যের প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে আদালত জামিন লইয়া বা না লইয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা হওয়ার অপেক্ষায় ঐ টাকা কি বিষয় আদালতে গচ্ছিত করিবার কিম্বা শেষোক্ত ব্যক্তিকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

---

৩৬ ষটত্রিংশ অধ্যায়।

গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি।

গ্রাহকদিগকে আদালতের নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০৩ ধারা।—স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হয় কিম্বা যাহা ক্রোক করা যায় সেই সম্পত্তি আদায় বা রক্ষাকরণের কিম্বা তাহার উত্তমরূপে সংরক্ষণের বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের জন্যে আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক হইলে, ঐ আদালত,—(ক) ঐ সম্পত্তির গ্রাহক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে, (খ) ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে কি সংরক্ষণে থাকে তাঁহাকে ঐ সম্পত্তির অধিকার কি সংরক্ষণ হইতে অবসর করিতে, ও (গ) উক্ত গ্রাহকের সংরক্ষণে কি অধ্যক্ষতায় ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিতে পারিবেন। ও (ঘ) ঐ সম্পত্তির খাজানার ও উপস্বত্বের উপর তাঁহার পারিশ্রমিক বলিয়া যত টাকা ফী কি কমিশ্যন উচিত বোধ করেন ঐ গ্রাহককে তাহা দিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত ও তাহার প্রতিবাদ করণার্থে, ও সম্পত্তির আদায় ও কার্য্যাধ্যক্ষতা ও সুরক্ষা ও সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করণার্থে, ও তাহার খাজানা ও উপস্বত্ব আদায় করণার্থে, ও সেই খাজানা ও উপস্বত্ব প্রয়োগ ও ব্যয়াদি করণার্থে, এবং লিখিত নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করণার্থে স্বামির নিজের যে ক্ষমতা থাকে ঐ গ্রাহককে সেই সকল, কিম্বা আদালত তন্মধ্য যে২ ক্ষমতা উচিত বোধ করেন তাহা প্রদান করিতে পারিবেন।

গ্রাহকের দায়ের কথা।

তদ্রূপে যে প্রত্যেক জন গ্রাহক নিযুক্ত হন, (ঙ) তিনি সেই সম্পত্তি সম্পর্কে যাহা প্রাপ্ত হইবেন তাহার হিসাব নিয়মিতরূপে দেওনের জামিন দিতে হইলে, আদালত যে জামিন উচিত বোধ করেন তিনি তাহা দিবেন, (চ) ও আদালত যে২ সময়ে ও যে পাঠে হিসাব দেখাইবার আজ্ঞা করেন সেই২ সময়ে ও সেই পাঠে দেখাইবেন, (ছ) ও তদনুসারে তাঁহার স্থানে যে উদ্বর্ত্ত টাকা পাওনা থাকে তাহা আদালতের আজ্ঞামতে দিবেন, (জ) ও তাঁহার ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি কিম্বা ঘোরতর

তাচ্ছল্য দ্বারা সম্পত্তির হানি হইলে তিনি তাহার দায়ী হইবেন। ক্রোক করা সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে বা রক্ষণে থাকে, তাঁহাকে মোকদ্দমার সকল পক্ষের কি তাঁহাদের মধ্যে কোন২ জনের কি এক জনের অবসর করিবার আধুনিক স্বত্ব না থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহার অধিকার কি রক্ষণ হইতে আদালতের সেই সম্পত্তি অবসর করিবার ক্ষমতা নাই,ইতি।

কালেক্টর সাহেব যে স্থলে গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন তাহার কথা।

৫০৪ ধারা।—গবর্ণমেণ্টে যে ভূমি রাজস্ব দেয়, কিম্বা যাহার রাজস্ব নিরূপিত কি পরিক্রীত হইয়াছে এমত ভূমি লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ও কালেক্টর সাহেবের অধ্যক্ষতায় থাকিলে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের স্বার্থ সাধন হইবে আদালত এমত বোধ করিলে, কালেক্টর সাহেবকে ঐ ভূমির গ্রাহকতা পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

এই অধ্যায়মতে যেং আদালতের ক্ষমতা থাকে তদ্বিষয়ের কথা।

৫০৫ ধারা।—এই অধ্যায়মতে যেং ক্ষমতা প্রদান করা গেল, কেবল হাই কোর্ট ও জিলার আদালত সেইং ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতের বিচাপতি আপনার সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় গ্রাহকের নিযুক্ত হওয়া বিহিত বোধ করিলে, তিনি যাঁহাকে সেই পদের যোগ্য জ্ঞান করেন এমত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া, তাঁহাকে মনোনীত করিবার কারণ সহিত তাঁহার নাম জিলার আদালতে পাঠাইবেন, ও জিলার আদালত সেই বিচারপতির প্রতি ঐ মনোনীত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিবেন, কিম্বা তদ্বিষয়ের অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

পঞ্চম ভাগ।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ক বিধি।

---

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সালীসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমার উভয় পক্ষের অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৫০৬ ধারা।—মোকদ্দমা সংক্রান্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যেং বিষয় লইয়া অনৈক্য হয় সকলেই তাহা সালীসীতে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহারা বিচার প্রকাশ

হওয়ার পূর্ব্ব কোন সময়ে, আদালতে স্বয়ং কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে লিখনক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আপনং উকীলদের দ্বারা মোকদ্দমা সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রর্থনা করিতে পারিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও বিশেষ যে বিষয় অর্পণ করিতে চেষ্টা হয় তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রে ব্যক্ত থাকিবে ইতি।

সালীস মনোনীত করিবার কথা।

৫০৭ ধারা।—উভয় পক্ষ একবাক্য হইয়া যে প্রকারে স্থির করেন তাঁহাদেরই দ্বারা সেই প্রকারে সালীস মনোনীত করা যাইবে।

যে স্থলে আদালত সালীসকে মনোনীত করিবেন তাহার কথা।

সালীস বলিয়া কাহাকে মনোনীত করা যাইবে এই বিষয়ে উভয় পক্ষের ঐক্য হইতে না পারিলে, কিম্বা যাঁহাকে মনোনীত করেন তিনি ঐ সালীসের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে, ও আদালতের দ্বারা সালীস মনোনীত করা যায় উভয় পক্ষের এই ইচ্ছা থাকিলে, আদালত সালীস মনোনীত করিবেন ইতি।

অর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

৫০৮ ধারা।—বিবাদীয় যে বিষয় সালিসের নির্ণয় করিতে হইবে আদালত আজ্ঞাপত্রক্রমে তাঁহার প্রতি সেই বিষয় অর্পন করিয়া মিমাংসা জানাইবার যে সময় সঙ্গত বোধ করেন এমত সময় নিরূপণ করিবেন ও আজ্ঞাপত্রে সেই সময় নির্দ্দেশ করিবেন। কোন বিষয় একবার সালীসিতে অর্পন করা গেলে, পশ্চাৎলিখিত বিধানের স্থলভিন্ন আদালত সেই বিষয় লইয়া সেই মোকদ্দমায় কার্য্য করিবেন না ইতি।

দুই কি তদধিক জন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে, মতের
অনৈক্যের সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহার বিধান করিবার কথা।

৫০৯ ধারা।—দুই কি তদধিক জন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইতে পারে বলিয়া ঐ আজ্ঞাপত্রে এইং বিধান করা যাইবে, (ক) প্রমাণপুরুষকে নিযুক্ত করা যাইবে, কিম্বা (খ) সালীসের অধিকাংশ ব্যক্তি একবাক্য হইলে সেই অধিকাংশের নিষ্পত্তি প্রবল হওয়ার আজ্ঞা করা যাইবে, কিম্বা (গ) সালীসদের প্রতি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে। কিম্বা (ঘ) উভয় পক্ষ এক বাক্য হইয়া অন্য যেরূপ বিধান করেন সেই রূপে করা যাইবে, তাঁহারা একবাক্য হইতে না পারিলে আদালত যেরূপে নির্ণয় করেন সেইরূপে করা যাইবে। প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইলে যদি তাঁহার কার্য্য করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে আদালত তাঁহার মীমাংসা জানাইবার যে সময় সঙ্গত জ্ঞান করেন এমত সময় নির্দ্ধার্য্য করিবেন ইতি।

সালীসদের কি প্রমাণপুরুষের মৃত্যু কি অক্ষমতা প্রভৃতি হইলে
তদ্বিষয়ের কথা।

৫১০ ধারা।—সালীস, কিম্বা এক জনের অধিক সালীস থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ, কিম্বা প্রমাণপুরুষ মরিলে কিম্বা কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, কি তাচ্ছল্য করিলে কিম্বা অশক্ত হইলে, কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলেও যে ভাবগতিকে গমন করেন তৎপ্রযুক্ত তাহার অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা না থাকিলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে সেই মৃত বা অসম্মত বা তাচ্ছল্যকারি বা কার্য্য করিতে অশক্ত কি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষহইতে বহির্গত ব্যক্তির স্থানে নূতন সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ সালিসী-কার্য্য নিরস্ত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

আদালতের দ্বারা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হওয়ার কথা।

৫১১ ধারা।—সালীসীতে অর্পণ করণের আজ্ঞানুসারে সালীসেরা প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া তাহা না করিলে, মোকদ্দমার কোন পক্ষ সালীসদের নামে লিখিয়া প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিবার নোটিস দিতে পারিবেন। সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর সাত দিনের মধ্যে, কিম্বা আদালত প্রত্যেক স্থলে আর যত সময় দিতে পারেন সেই সময়ের মধ্যে, প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করা না গেলে, যে পক্ষ পূর্ব্বোক্ত নোটিস দিলেন তিনি প্রার্থনা করিলে আদালত প্রমাণপুরুষকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

৫০৯ কি ৫১০ কি ৫১১ ধারামতে যে সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত
হন তাঁহার ক্ষমতার কথা।

৫১২ ধারা —৫০৯ কি৫১০ কি ৫১১ ধারামতে যে সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হন, সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্রে তাঁহারই নাম লেখা থাকার ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে ইতি।

সাক্ষিদিগকে সমন করিবার কথা।

৫১৩ ধারা —আদালত আপনার সম্মুখে বিচার করা মোকদ্দমায় যেহ পরওয়ানা দিতে পারেন, সালীসের কি প্রমাণ পুরুষ যে পক্ষের ও যে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইতে চাহেন তাঁহাদের নামেও সেই প্রকারের পরওয়ানা দিবেন।

ত্রুটি প্রভৃতি হেতুক দণ্ডের কথা।

কোন ব্যক্তির সেই পরওয়ানামতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা অন্য প্রকারে ত্রুটি করিলে, কিম্বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিলে কিম্বা সালীসদের প্রতি অর্পিত বিষয়ের তদন্ত লওন সময়ে কোন প্রকারে সালীসের কি প্রমাণপুরুষের অবজ্ঞা করণের অপরাধী হইলে, আদালতের সম্মুখে বিচার করা মোকদ্দমায় তদ্রূপ

অপরাধ করিলে তাঁহাদের যে অনিষ্ট ও অর্থদণ্ড হইত সালীসের কি প্রমাণপুরুষের আবেদনক্রমে আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহাদের সেই অনিষ্ট ও সেই অর্থদণ্ড ও অন্যদণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

মিমাংসা করিবার সময় বৃদ্ধির কথা।

৫১৪ ধারা।—আবশ্যকমত প্রমাণের কি সন্ধানের অভাবে কি অন্য কারণে সালীসেরা আজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মীমাংসা শেষ করিতে না পারিলে, আদালত উচিত বোধ করিলে মীমাংসা জানাইবার আর সময় দিতে ও সময়েং সেই সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিম্বা সালীসীকার্য্যনিরস্ত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া ঐ মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

সালীসদের পরিবর্ত্তে প্রমাণপুরুষের সালীসী করিতে পারিবার কথা।

৫১৫ ধারা।—প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইলে, তিনি নিম্ন লিখিত স্থলে সালীসদের পরিবর্ত্তে সেই অর্পিত বিষয়ের বিচারে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন, বিশেষতঃ—(ক) সালীসের মীমাংসা না করিয়া নিরূপিত সময় অতীত হইতে দিলে, কিম্বা (খ) তাঁহারা একবাক্য হইতে পারেন না, আদালতে কিম্বা প্রমাণপুরুষকে এই মর্ম্মের নোটীস লিখিয়া দিলে ইতি।

মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবার কথা।

৫১৬ ধারা।—মোকদ্দমায় মীমাংসা করা গেলে, যে ব্যক্তিরা তাহা করিলেন তাঁহারা মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, আপনাদের সম্মুখে যে সাক্ষ্য লওয়া গেল ও যে দলীলের প্রমাণ হইল তৎসহিত ঐ মীমাংসাপত্র আদালতে অর্পণ করাইবেন। মীমাংসাপত্র অর্পণ হওয়ার নোটীস উভয় পক্ষকে দেওয়া যাইবে ইতি।

সালীসদের কি প্রমাণ পুরুষের বিশেষ বিষয় ব্যক্ত করিতে পারিবার কথা।

৫১৭ ধারা।—আদালতের আজ্ঞাক্রমে কোন বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা গেলে সালীসেরা কিম্বা প্রমাণ পুরুষ সেই সম্পূর্ণ বিষয়ে কি তাহার একাংশে যে মীমাংসা করিলেন, আদালতের অনুমতি লইয়া আদালতের অভিমত জানিবার নিমিত্ত বিশেষ বিষয়স্বরূপ সেই মীমাংসা জানাইতে পারিবেন, ও আদালত তদ্বিষয়ে আপনার অভিমত জানাইবেন, ও সেই অভিমত মীমাংসায় সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার একাংশ হইবে ইতি।

কোনং স্থলে প্রার্থনামতে আদালতের মীমাংসা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবার কথা।

৫১৮ ধারা।—আদালত আজ্ঞা করিয়া নিম্নলিখিত স্থলে মীমাংসা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবেন, (ক) যে বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা যায় নাই

মীমাংসার একাংশ এমত বিষয় ধরিয়া হইয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে, কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে সেই অংশ অন্য অংশহইতে পৃথক করা যাইতে পারে ও তদ্দ্বারা সেই অর্পিত বিষয়ের নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম না হয়, কিম্বা (খ) মীমাংসা লিখিবার পাঠ অশুদ্ধ হইলে, কিম্বা তন্মধ্যে কোন স্পষ্ট ভ্রম থাকিলেও নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম না করিয়া সংশোধন করা যাইতে পারিলে ইতি।

সালীসীতে অর্পণ করণের খরচ বিষয়ক আজ্ঞার কথা।

৫১৯ ধারা।—সালীসীতে অর্পণ করণের খরচার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, ও মীমাংসাপত্রে তদ্বিষয়ের প্রচুর বিধান না থাকিলে, আদালত ঐ খরচা বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

মিমাংসা কি সালিসীতে অর্পিত বিষয় যে স্থানে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫২০ ধারা।—নিম্নলিখিত স্থলে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে সেই সালীসদের কি প্রমাণপুরুষের পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্ত মীমাংসা কিম্বা সালীসীতে অর্পিত কোন বিষয় ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন, বিশেষতঃ— (ক) সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয় মীমাংসাপত্রে অনির্নীত থাকিলে, কিম্বা সালীসীতে যাহা অর্পিত হয় নাই এমত বিষয় নির্নীত হইলে, (খ) মীমাংসা অনিশ্চিত হওয়াতে তদনুসারে কার্য্য সাধন হইতে না পারিলে, (গ) মীমাংসার অভিমুখেই তাহা আইনসিদ্ধ নয় বলিয়া আপত্তি দৃষ্ট হইলে ইতি।

মিমংসা অসিদ্ধ করিবার হেতুর কথা।

৫২১ ধারা।—৫২০ ধারামতে মীমাংসাপত্র ফিরিয়া দেওয়া গেলে, যদি সালীসেরা কি প্রমাণপুরুষ তাহা পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অস্বীকার করেন তবে তাহা ব্যর্থ হইবে। কিন্তু নিম্নলিখিত কোন এক হেতু বিনা মীমাংসাপত্র অসিদ্ধ হইবে না, অর্থাৎ, (ক) সালীসের কি প্রমাণপুরুষের উৎকোচ গ্রহণ কি অসদাচরণ হেতুক। (খ) কোন পক্ষের যেং বিষয় প্রচার করা উচিত এমত কোন বিষয় প্রতারণাক্রমে গোপনে রাখণ কিম্বা ইচ্ছা করিয়া সালীসকে কি প্রমাণপুরুষকে ভুলাওন কি বঞ্চনা করণ হেতুক। (গ) আদালত সালীসী কার্য্য নিরস্ত করিয়া মোকদ্দমা ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলে পর মীমাংসা হওন হেতুক। আরও আদালত যে সময়ের অনুমতি দেন মীমাংসা সেই সময়ের মধ্যে করা না গেলে সিদ্ধ হইবে না ইতি।

মীমাংসানুসারে ডিক্রী হইবার কথা।

৫২২ ধারা।—আদালত পূর্ব্বোক্তমতে মীমাংসা কিম্বা সালীসীতে অর্পিত কোন বিষয় পুনর্বিবেচনার নিমিত্ত ফিরিয়া দিবার কোন হেতু দেখিতে না পাইলে,

এবং মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা না হইলে, কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিলে, সেই প্রার্থনা করিবার সময় অতীত হইলে পর, আদালত মীমাংসা অনুসারে বিচার জানাইতে প্রবর্ত্ত হইবেন। কিম্বা বিশেষ বিষয়স্বরূপ সেই মীমাংসা আদালতে অর্পণ করা গিয়া থাকিলে, সেই বিষয়ে আপনার অভিমতানুসারে বিচার জানাইতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

পরে ডিক্রী হইবার কথা।

তদ্রূপে যে বিচার জ্ঞাত করা যায় তদনুযায়ি ডিক্রী হইবে, ও এই আইনে ডিক্রী জারী করিবার যে বিধান আছে তদনুসারে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইবে। ঐ ডিক্রী যত দূর মীমাংসার অতিরিক্ত হয় কিম্বা তদনুযায়ি না হয় কেবল তত দূর তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে, নতুবা ঐ ডিক্রীর উপর আপীল নাই ইতি।

সালীসীতে অর্পণ করণের সম্মতিপত্র আদালতে অর্পণ করা যাইতে পারিবার কথা।

৫২৩ ধারা।—কোন ব্যক্তিরা নিয়মপত্র লিখিয়া আপনাদের মধ্য কোন বিবাদ ঐ নিয়মপত্রের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির, কিম্বা নিয়মপত্র যে বিষয়সম্পর্কীয় হয় সেই বিষয়ের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতকর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সালীসীতে অর্পণ করিতে সম্মত হইলে, সেই নিয়মপত্রের উভয় কি কোন পক্ষ ঐ আদালতে ঐ পত্র অর্পণ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্রে নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টরি করিবার কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, ও উভয়পক্ষের সকল ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত করা গেলে, স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কি স্বার্থবিশিষ্ট বলিয়া দাওয়াদারদের এক কি কএক ব্যক্তিকে বাদী ও অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া, কিম্বা সকলে ঐ প্রার্থনা উপস্থিত না করিলে প্রার্থককে বাদী ও অন্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া ঐ প্রার্থনাপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে।

আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দেখাইবার নোটিসের কথা।

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে, আদালত প্রার্থকভিন্ন ঐ নিয়মপত্রের অন্য কোন ব্যক্তিদের নামে তদ্বিষয়ের নোটিস দিবার৷ আদেশ করিয়া, ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ নিয়ম পত্র আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দর্শাইতে আদেশ করিবেন। বিশিষ্ট কারণ দর্শান না গেলে, আদালত ঐ নিয়মপত্র গাঁথাইয়া রাখিবেন ও তদনুসারে সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিবেন, ও তন্মধ্যে সালীসের নাম না থাকিলে ও যাঁহাকে সালীস বলিয়া নিযুক্ত করিতে হইবে এই

বিষয়ে উভয়পক্ষ একবাক্য হইতে না পারিলে, আদালত সালীসকেও মনোনীত করিবেন ইতি।

সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞানুসারে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবার কথা।

৫২৪ ধারা।—এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধান উক্ত প্রকারের অর্পিত নিয়মপত্রের সঙ্গে যত দূর সঙ্গত হয়, ৫২৩ ধারামতে সালীসীতে আদালতের অর্পণ করিবার আজ্ঞানুসারি সকল কার্য্যের প্রতি ও সালীসের মীমাংসার প্রতি ও তন্মূলক ডিক্রী প্রবল করণের প্রতি তত দূর খাটিতে পারিবে ইতি।

আদালতের হস্তক্ষেপকরণ বিনা সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা অর্পণ করিবার কথা।

৫২৫ ধারা।—যদি আদালতের হস্তক্ষেপ করণ বিনা কোন বিষয়, সালীসীতে অর্পণ করা যায় ও তদ্বিষয়ের মীমাংসা হয়, তবে যে বিষয় সম্পর্কীয় মীমাংসা হইল সেই বিষয়ে নিম্নতর যে আদালতের বিচারাধিপত্য থাকে, ঐ মীমাংসায় স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি সেই আদালতে মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া রাখিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনাপত্রের নম্বর দিয়া তাহা রেজিস্টরী করিবার কথা।

সালীসীর উভয় পক্ষকে নোটিস দিবার কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে এবং প্রার্থককে বাদী ও অন্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া সেই প্রার্থনাপত্র রেজিস্টরী করা যাইবে।

আদালত প্রার্থকভিন্ন সালীসীর অন্য ব্যক্তিদের নামে নোটিস দেওয়াইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া না রাখিবার কারণ দেখাইতে আদেশ করিবেন ইতি।

ঐ মীমাংসা অর্পণ ও প্রবল করণের কথা।

৫২৬ ধারা।—মীমাংসার বিপরীত ৫২০ কি ৫২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বা উল্লিখিত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া রাখিতে আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে এই অধ্যায়ের বিধানমত মীমাংসার ন্যায় ঐ মীমাংসা ফলবৎ হইবে ইতি।

---

৩৮ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

আদালতের অভিমত জ্ঞাত হওয়ার জন্যে বর্ণনা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৭ ধারা।—কোন ব্যক্তিরা বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন বিষয়ের নিষ্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত বলিয়া দাওয়া রাখিলে, তাঁহারা নিয়মপত্র লিখিয়া আদালতের অভিমত জানিবার জন্যে বিশেষ বিষয় বলিয়া সেই কথা ব্যক্ত করিয়া, এই মর্ম্মের বিধান করিতে পারিবেন যে, আদালত সেই বিষয়ের যাহা নির্ণয় করেন তদনুসারে (ক) তাঁহাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে উভয়ের নির্দ্ধারিত কি আদালতের নিণতী কতক টাকা দিবেন, কিম্বা (খ) নিয়মপত্রে স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে তাহা দিবেন, কিম্বা (গ) নিয়মপত্রে বিশেষ যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহাদের এক কি কএক ব্যক্তি তাহা করিবেন কিম্বা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। এই ধারামতে যে বিষয়ের বর্ণনা করা যায় তাহা ক্রমিক নম্বরযুক্ত নানা দফায় বিভক্ত হইবে, ও তদ্দ্বারা যে বিবাদ উত্থিত হয় আদালতের তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবার নিমিত্ত যে২ বৃত্তান্তের ও দলীলের প্রয়োজন থাকে তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত হইবে ইতি।

যে স্থলে বিষয়ের মূল্য বক্ত হইবে তাহার কথা।

৫২৮ ধারা।—কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিবার কিম্বা বিশেষ কোন কার্য্য করিবার কি করিতে ক্ষান্ত থাকিবার নিমিত্ত ঐ নিয়মপত্র হইয়া থাকিলে, যে সম্পত্তি সমর্পণ করিতে হইবে, কিম্বা যে সম্পত্তির সঙ্গে উক্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সম্পর্ক থাকে নিয়মপত্রে তাহার আনুমানিক মূল্য লিখিতে হইবে ইতি।

নিয়মপত্রে মোকদ্দমার ন্যায় অর্পণ করিবার ও তাহার নম্বর দিবার কথা।

৫২৯ ধারা।—নিয়মপত্র পুর্ব্বলিখিত বিধি অনুসারে লেখা গেলে পর, নিয়মপত্রের উল্লিখিত বিষয় যত টাকার বা যত মুল্যের হয় তত টাকার বা তত মূল্যের মোকদ্দমা বিচার করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, ঐ নিয়মপত্র সেই আদালতে গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। গাঁথিয়া দেওয়া গেলে, স্বার্থবিশিষ্ট বলিয়া দাওয়াদার এক কি কএক ব্যক্তিকে বাদী ও অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া ঐ নিয়মপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে। ও যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তাহা উপস্থিত করিলেন তাঁহাদের ছাড়া নিয়মপত্রের ভাগী সকল ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া যাইবে ইতি।

উভয় পক্ষের আদালতের ক্ষমতাধীন থাকার কথা।

৫৩০ ধারা।—ঐ নিয়মপত্র অর্পণ করা গেলে পর, তৎপক্ষীয় ব্যক্তিরা আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন থাকিবেন ও নিয়মপত্রের লিখিত কথাক্রমে বদ্ধ থাকিবেন ইতি।

ঐ বিষয় শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৫৩১ ধারা।—সেই বিষয় ৫ পঞ্চম অধ্যায়মতে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় শুনিবার জন্যে লেখা যাইবে, ও সেই অধ্যায়ের বিধান সেই মোকদ্দমায় প্রতি যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে। আদালত উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইয়া, কিম্বা যে প্রমাণ লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইয়া, (ক) ঐ নিয়মপত্র তাঁহাদের দ্বারা যথোচিতরূপে সম্পাদন করা গেল, ও (খ) তন্মধ্যে যে বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে সেই বিষয়ে তাঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে স্বার্থ আছে, ও (গ) তাহা নিষ্পত্তি করিবার যোগ্য, এই২ কথা হৃদ্বোধমতে জানিলে, সাধারণ মোকদ্দমায় যেরূপে করিয়া থাকেন সেইরূপে ঐ বিষয়ে বিচার জানাইতে প্রবর্ত্ত হইবেন, ও তদ্রূপে যে বিচার জানান, তদনুসারে ডিক্রী হইবে, ও এই আইনে ডিক্রী জারী করিবার যে বিধান আছে সেই বিধানমতে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইবে ইতি।

---

৩৯ উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের উপর সরাসরী কার্য্যপ্রণালীর কথা।

বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির উপর সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

৫৩২ ধারা।—বাদী এই অধ্যায়মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে চাহিলে, এই ধারা যে কোন আদালতের প্রতি বর্ত্তে এই আইনের নির্দ্ধারিত পাঠে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়া সেই আদালতে বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু এই আইনের চতুর্থ তফসীলে ১৭২ নম্বরের যে পাঠ আছে সমন সেই পাঠে, কিম্বা হাই কোর্ট সময়ে২ অন্য যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে, লেখা যাইবে। আবেদনপত্র ও সমনপত্র সেই২ পাঠে লেখা গেলে, প্রতিবাদী নিম্নলিখিতমতে বিচারপতির নিকটে উপস্থিত হওনের ও উত্তর দেওনের অনুমতি না পাইলে, উপস্থিত হইবেন না ও মোকদ্দমার উত্তর দিবেন না। ও সেই অনুমতি না পাইলে, কিম্বা পাইয়া ও তদনুসারে উপস্থিত হইয়া উত্তর না দিলে, বাদী সমনপত্রের উল্লিখিত টাকার অনধিকের ডিক্রী, ও সুদের হার নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ঐ ডিক্রীর তারিখপর্য্যন্ত সেই হারে সুদের, ও হাই কোর্টের বিধিমতে নির্দ্ধারিত খরচের ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান হইবেন। কিন্তু বাদী ঐ নির্দ্ধারিত টাকার অধিক দাওয়া করিলে, খরচা নিয়মমতে নিরূপণ করা যাইবে, ও ঐ ডিক্রী অগৌণেই প্রবল করা যাইতে পারিবে।

সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে দিবার কথা।

প্রতিবাদির উত্তর আপাততঃ সপ্রমাণ হইতে পারে না আদালত এমত বোধ না করিলে কিম্বা ঐ উত্তরের সরলতা বিষয়ে সঙ্গতমতে সন্দেহ না করিলে, প্রতি-